রণাঙ্গপ্রসাদ

(আধুনিক নাটক)

ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত

[প্রথম অভিনয় রজনী—শনিবার ২৮শে সেপ্টেম্বর—১৯৪০]

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা প্রণীত

শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রকাশক

শ্রীভুবনমোহন মজুমদার

শ্রীগুরু লাইব্রেরী

২০৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট

কলিকাতা।

প্রিণ্টার—শ্রীযামিনীমোহন ঘোষ

পপুলার প্রিণ্টিং ওয়ার্কস,

৪৭, মথুরায় লেন, কলিকাতা

যেখানে যত একনিষ্ঠ কর্ম্মী

বাংলা মায়ের

সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন—তাঁহাদের উদ্দেশ্যে এই

শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিয়া ধন্য হইলাম

নাট্যকার।

চরিত্র-পরিচয়

সূর্য্যকান্ত রায়	...	কংগ্রেস নেতা—পরে প্রধান মন্ত্রী
শঙ্কর লাল	...	ঐ " অন্যতম "
মতিলাল	...	ট্রেড ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট
নলিনাক্ষ	...	রাজগঞ্জের জমিদার
চন্দ্রমোহন	...	জালিয়াত
রণদাপ্রসাদ		শ্রমিক
সমরদাস		শ্রমিক
পাঁচু গোপাল		শ্রমিক
রামদয়াল		শ্রমিক
নন্দলাল		শ্রমিক
অরুণ		দীপ্তির বন্ধুগণ
মলয়		দীপ্তির বন্ধুগণ
পুলিন		দীপ্তির বন্ধুগণ
ত্রিলোচন	...	দীপ্তির ভৃত্য
ইন্দুলেখা	...	রাজগঞ্জ আয়রণ ফ্যাক্টরীর মালিক স্যার চিরঞ্জীবের স্ত্রী
দীপ্তি	...	সূর্য্যকান্তের কন্যা
গৌরী	...	মতিলালের কন্যা
এনা, রেখা, নমিতা	...	দীপ্তির বান্ধবীগণ

শ্রমিকগণ, জেলার, ওয়ার্ডার, বেয়ারা, ইত্যাদি।

সংগঠনকারিগণ

স্বত্বাধিকারী	...	শ্রীযুক্ত সলিলকুমার মিত্র বি-কম্
অধ্যক্ষ	...	„ জ্ঞানেন্দ্রকুমার মিত্র
প্রযোজক	...	„ কালীপ্রসাদ ঘোষ বি, এস-সি
সুরশিল্পী	...	সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে
মঞ্চশিল্পী	...	শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র বসু (পটলবাবু)
নৃত্যশিল্পী	...	„ সাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায়
মঞ্চতত্ত্বাবধায়ক	...	„ যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
স্মারক	...	ভক্তিবিনোদ শ্রীবিমল চন্দ্র ঘোষ
„ সহকারী	...	শ্রীযুক্ত সুকুমার কাঞ্জিলাল
হারমোনিয়াম বাদক	...	„ বিদ্যাভূষণ পাল
পিয়ানো বাদক	...	„ কালিদাস ভট্টাচার্য্য
বেহালা বাদক	...	„ ললিতমোহন বসাক
আড়বংশী বাদক	...	„ বিষ্ণুপদ মিত্র
ক্ল্যারিওনেট বাদক	...	„ মথুরামোহন শেঠ
সঙ্গত	...	„ বনবিহারী পান „ সতীশচন্দ্র বসাক
এমপ্লিফায়ার বাদক		„ দুলালচাঁদ মল্লিক

প্রথম রজনীর অভিনেতৃগণ

মতিলাল	...	শ্রীযুক্ত সনৎকুমার মুখোপাধ্যায়
সূর্য্যকান্ত	...	„ জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়
শঙ্করলাল	...	„ বঙ্কিমচন্দ্র দত্ত
নলিনাক্ষ	...	„ ভূপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
রণদাপ্রসাদ	...	„ অমল বন্দ্যোপাধ্যায়
সমরদাস	...	„ উমাপদ বসু
চন্দ্রমোহন	...	„ রঞ্জিত রায়
ত্রিলোচন	...	„ নলিন বাগ
জেলার	...	„ মুরারিমোহন মুখোপাধ্যায়
শ্রমিকগণ	...	„ বিমল ঘোষ, গোষ্ঠ ঘোষাল অমূল্য মুখোপাধ্যায় ইত্যাদি
ইন্দুলেখা	...	শ্রীমতী নিভাননী
দীপ্তি	...	মিস্ লাইট
গৌরী	...	শ্রীমতী তারকবালা

রণদাপ্রসাদ

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রাজগঞ্জ আয়রণ ফ্যাক্টরী সংলগ্ন ইন্দুলেখার বাড়ী।
বসিবার ঘর—

ইন্দুলেখা বসিয়া কাগজপত্র দেখিতেছেন।

(রণদাপ্রসাদের প্রবেশ ও অভিবাদন)
(রণদা বসিল)

ইন্দু। (প্রত্যভিবাদন) বসুন—আপনাকে ডেকেছিলাম!

রণদা। আজ্ঞে—হাঁ—

ইন্দু। আমেরিকা থেকে একটা চিঠি এয়েছে—আমার স্বামীর!

রণদা। ওঃ—স্যার চিরঞ্জীব বেশ ভাল আছেন—আশা করি?

ইন্দু। বেশ ভাল আছেন—অনেক জিনিষ দেখছেন—শিখছেন—

রণদা। বড় আনন্দের কথা!

ইন্দু। তিনি লিখেছেন—দেশে ফেরবার তাঁর দেরী যথেষ্ট—দু'টো বছর ত নিশ্চয়ই! (হাসিয়া) তিন মাসের কথা ব'লে গিয়েছিলেন!

রণদা। গিয়ে হয়ত এখন দেখতে পাচ্ছেন—সেখানে দেখবার শেখবার জিনিষ এত বেশী—যে—

ইন্দু। ঠিক তাই। ফিরে এসে যাতে রাজগঞ্জ আয়রণ ফ্যাক্টরীকে গোটা ভারতবর্ষের ভেতর সব দিক দিয়ে—একটী শ্রেষ্ঠ ফ্যাক্টরীতে পরিণত করে তুলতে পারেন—তারই জন্য তৈরী হচ্ছেন তিনি!

রণদা। অনেক সুবিধে আপনাদের আছে—

ইন্দু। হ্যাঁ—তা আছে। পয়সার অভাব হবে না। কর্ম্মশক্তি—তাও আমার স্বামীর আছে। এক অভাব হ'চ্ছে—দেশবিদেশের ব্যবসার ধারা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার! সেইটি যদি ইউরোপ—আমেরিকা থেকে সংগ্রহ ক'রে ফিরতে পারেন—তা হ'লে—

রণদা। নিশ্চয়ই!

ইন্দু। যা'ক—সে পরের কথা! উপস্থিত অবস্থাটা হ'ল এই—দুই বৎসরের জন্য রাজগঞ্জ আয়রণ ফ্যাক্টরীর দশা ঠিক—যাকে বলে কর্ণধার বিহীন তরণী—তারই মত। (হাস্য)

রণদা। তা কেন? আপনি রয়েছেন!

ইন্দু। আমার উপর ভার দিয়ে মনিব নিশ্চিন্ত হ'তে পা'রছেন কই? চিঠিতে ও সম্বন্ধে ঢের কথা আছে! কি কথা—অনুমান ক'রতে পারেন?

রণদা। অনুমান? তিনি চিঠিতে আপনাকে কি লিখেছেন—তা অনুমান ক'রতে যাওয়ার মত ধৃষ্টতা আমার নেই!

ইন্দু। (হাস্য) কেন? ও কথা ব'লছেন কেন?

রণদা। আমি সামান্য ফোরম্যান মাত্র!

ইন্দু। আমরা ত কোনদিন আপনাকে সামান্য ব'লে অবজ্ঞা করি নি, সামান্য করে রাখতেও আপনাকে চাইনি।

রণদা। না—আমার উপর আপনাদের দয়া যথেষ্ট!

ইন্দু। দু'মাস আগে—আপনাকে একটা ইঞ্জিনীয়ারের পোষ্ট দিতে চেয়েছিলাম—আপনি নেন নি!

রণদা। আমার সে অপরাধ ভুলে যান দয়া ক'রে!

ইন্দু। অপরাধ যদিও ভুলে যাই—জবাব যা দিয়েছিলেন আপনি—তা ভুলব না কোনদিন! "আমি মজুর—মজুরই থাকব"—এর মত সোজা, সংক্ষেপ, জোরালো কথা ইতিহাসে মাত্র একটা পেয়েছি—'vini—vidi—vici'!

(রণদা উঠিয়া টেবিল ধরিয়া দাঁড়াইল—ইন্দুর মুখের দিকে তাকাইল)

ইন্দু। ওকি? হ'ল কি? (রণদা বসিল)

রণদা। না—কিছু নয়! একবার মনে হ'য়েছিল—আপনি বুঝি আমায়—আমায়—বিদ্রূপ ক'রছেন! তা নয়—আমার ভুল।

ইন্দু। বিদ্রূপ করিনি! কিন্তু—জিজ্ঞাসা করি—আপনার উচ্চাশা নেই কেন? আমার স্বামীর মানুষ চেনবার শক্তি আছে—তিনি হাজার লোকের ভেতর থেকে আপনাকে বেছে নিয়েছিলেন যখন—

রণদা। বলুন—

ইন্দু। তখন এটা ধ'রে নিতে পারি যে আপনি অসাধারণ! অসাধারণ লোকের উচ্চাশা নেই—এ আমি প্রথম দেখলাম—আপনার ব্যাপারে!

রণদা। আমি অসাধারণ কিনা—সে বিষয়ে আমার যথেষ্টই সন্দেহ আছে! কিন্তু—উচ্চাশা যে আমার আছে—এটা নিঃসন্দেহ!

ইন্দু। প্রমাণ পাইনি।

রণদা। তার কারণ—আমার উচ্চাশাটা একটু অন্য রকমের! নিজে বাড়ী ক'রে গাড়ী কিনে আরামে থা'কব—এ রকম আশাকে আমি উচ্চাশা বলিনে—(উঠিয়া দাঁড়াইয়া) খুব নীচু আশাই বলি!

ইন্দু। তবে?—খুলেই বলুন না!—

রণদা। খুলে ব'লব? (ঘরের ভিতর এক চক্র ঘুরিয়া আসিল) হ্যাঁ—বলাই উচিত! আপনারা আমাকে যে দয়া দেখিয়েছেন—তার দরুণ কৃতজ্ঞতার পরিচয় দিতে হ'লে খুলে বলাই আমার কর্ত্তব্য!

ইন্দু। কৃতজ্ঞতার কথা ছেড়ে দিন। খুলে ব'ললে আমরা সুখী হব!—উচ্চাশা আপনি কাকে বলেন? কী উচ্চাশা আপনার?

রণদা। আমার এই জাতটাকে আমি ক্রমে উঁচু ক'রে তুলব—এই আমার উচ্চাশা!

ইন্দু। জাত?

রণদা। এই মজুরের জাত! মিস্ত্রী ছুতোর, গাড়োয়ান কেচোয়ান, মেথর মুদ্দফরাস—হিন্দুমুসলমান ক্রিশ্চান নির্ব্বিশেষে!

ইন্দু। এইবার যেন আলো দেখতে পাচ্ছি! ইঞ্জিনীয়ার হ'য়ে গেলে অবিশ্যি এদের ভেতর থেকে আপনার জাত যেত!

রণদা। ঠিক তাই!

ইন্দু। আপনার এই জাতটাকে আপনি উঁচু ক'রে তুলতে চান! তার অর্থ—আপনি চান এরা বেশী বেশী মাইনে পা'ক, বেশী বেশী ছুটী পা'ক—ভাল খেতে, ভাল পরতে, ভাল বাড়ীতে থাকতে পা'ক, শিক্ষা পা'ক, সভ্য হো'ক—কেমন কি না?

রণদা। নিশ্চয় !

ইন্দু। আচ্ছা তা হ'লে ধরুন—এমন একটা প্রস্তাব যদি আপনার কাছে আসে—

রণদা। অ্যাঁ—

ইন্দু। এ রকম একটা প্রস্তাব যদি কেউ করে যে—হে রণদাবাবু! এই ফ্যাক্টরীর দশহাজার শ্রমিকের সম্বন্ধে আপনার এই উচ্চাশাকে যথাসম্ভব কাজে পরিণত ক'রবার সুযোগ আমরা আপনাকে দেব—আপনি দয়া ক'রে আপনার ফোরম্যানের পোষ্টের মায়া ত্যাগ করুন—তা হ'লে আপনি কি ব'লবেন ?

রণদা। ব'লব—(হাসিয়া)—ব'লব প্রস্তাবটা বাজে !

ইন্দু। বাজে ?

রণদা। ইঞ্জিনীয়ার হ'লেই আমি এসব সুযোগ পাব ? কি ক'রে পাব ? ইঞ্জিনীয়ার মজুর নয় বটে—কিন্তু মালিকও নয়! এ রকম ক্ষমতা থাকে শুধু মালিকেরই !

ইন্দু। আপনার মাথায় ঘুরছে সেই ইঞ্জিনীয়ার! ইঞ্জিনীয়ার নয়—ইঞ্জিনীয়ার নয়—আপনাকে মালিকই ক'রে দেওয়া হবে !

রণদা। লেডি মিটার। (উঠিয়া দাঁড়াইল)

ইন্দু। আমার স্বামী সেই কথাই লিখেছেন! যদি আপনি জাত্যন্তর গ্রহণ ক'রতে ঘৃণা না করেন—মানে মজুর থেকে মালিক হ'তে যদি আপনি রাজী হন—তবে আমরা রাজগঞ্জ আয়রণ ফ্যাক্টরীর সিকি বখরাদার ক'রে নেব আপনাকে !

রণদা। (নীরব)

ইন্দু। কি বলেন আপনি—এবারে ?

রণদা। (নিজেকে নাড়া দিয়া যেন প্রকৃতিস্থ করিয়া লইল)—বলি—"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ—পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ!"—আমায় দয়া ক'রে মার্জ্জনা ক'র্ব্বেন আপনারা লেডি মিটার! আমি কৃতজ্ঞ—কত যে কৃতজ্ঞ—তা—

ইন্দু। Tut—Tut! আপনার উপর যে রকম ঝোঁক প'ড়েছে আমার স্বামীর—তাতে তাঁর প্রস্তাব আপনি যদি গ্রহণ করেন—তবে উল্টে তিনিই কৃতজ্ঞ হবেন আপনার কাছে!

রণদা। এ একেবারেই দুর্ব্বোধ্য ব্যাপার! আমি একটা ক্ষুদ্র লোক—কেন যে তিনি—

ইন্দু। সে কথা যা'ক! কিন্তু কেন? আপনি এতে অরাজী কেন? আপনি যে সুযোগ চান—তাই যদি আপনার হাতে আসে—

রণদা। ও রকম ক'রে যে জিনিষটা আমার হাতে আসবে—সেটা আর সুযোগ থা'কবে না লেডি মিটার—হ'য়ে দাঁড়াবে দারুণ দুর্য্যোগ!

ইন্দু। কি রকম?

রণদা। আমি যে মুহূর্ত্তে মালিক হ'য়ে দাঁড়াব—আমার আগেকার জাত-ভাইয়েরা আমায় দেখতে সুরু ক'রবে সন্দেহের চোখে!

ইন্দু। যদিই করে—তাতে এমন কি ক্ষতি?

রণদা। বলেন কি?

ইন্দু। মানে—যে, সব জিনিষ তারা চায়—তা ত পেতে পা'রবে আপনার কাছ থেকে!

রণদা। সে পাওয়া হবে ভিক্ষে পাওয়া! তাতে মর্য্যাদাও নেই—তার স্থায়িত্বও নেই!

ইন্দু। ওঃ! আপনি চান—তারা যা পাবে—তা গায়ের জোরে পা'ক!

রণদা। অন্ততঃ পাওয়ার মত জোর তাদের গায়ে থা'ক! তারপর পাওয়ার ব্যাপারটা যদি আপোষে ঘটে—তাতে আপশোষ নেই!

ইন্দু। আপনি ওদের ভেতরে থেকে তা হ'লে ওদের দিতে চান—সেই গায়ের জোর?

রণদা। (হাসিয়া) পা'রব না?

ইন্দু। আশা ক'রতে দোষ নেই!

(বেয়ারা প্রবেশ করিয়া কার্ড দিল)

ওঃ—নিয়ে এস! (বেয়ারার প্রস্থান—রণদা উঠিল)

একটু ভেবে দেখুন—কেমন?

রণদা। ভা'ববার কিছু নেই!—তবে শ্যার চিরঞ্জীবকে আমার সহস্র ধন্যবাদ জানাচ্ছি—এবং আপনাকে— (প্রস্থানোদ্যত)

(নলিনাক্ষ ও দীপ্তির প্রবেশ)

[দীপ্তি ইন্দুর কাছে গেল—রণদা ও নলিনাক্ষ পরস্পরের দিকে চাহিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন।]

দীপ্তি। কেমন আছেন—ইন্দুদি?

ইন্দু। কখন এলে ভাই দীপ্তি? ডক্টর রায় ভাল আছেন ত?

(দীপ্তির হাত ধরিয়া বসাইলেন)

নলি। (রণদাকে) কোথায় দেখেছি—বলুন ত?

ইন্দু। (অগ্রসর হইয়া) এঁকে চেনেন না কি—নলিনবাবু?

রণদা। নলিনবাবু? নলিনাক্ষবাবু—হ্যাঁ!

নলি। আমি কিন্তু এখনো—আপনার নামটা যদি—

ইন্দু। Allow me to do the introduction! ইনি হ'চ্ছেন আমাদের রণদাবাবু—রণদাপ্রসাদ সেন!

নলি। That's it! রণদাপ্রসাদ! প্রেসিডেন্সী কলেজ—কেমন?
(হাত ধরিল)

ইন্দু। অ্যাঁ! প্রেসিডেন্সী কলেজ?

নলি। জা'নতেন না বুঝি? আমি ৩০ সালে বি, এ দিই—আপনি বোধ হয় আমার দু'এক বছরের জুনিয়ার হবেন—নয় রণদাবাবু?

রণদা। আমি ঐ ৩০ সালেই আই, এস-সি! আপনি যে আমায় মনে ক'রতে পেরেছেন—এ আশ্চর্য্য!

নলি। পা'রব না? ডিবেটিং ক্লাবে জুনিয়ারদের ভেতর আপনার মত ঝুনো তার্কিক ত একটীও ছিল না।

রণদা। আপনি ছিলেন—ডিবেটিং ক্লাবের সেক্রেটারী!

নলি। নামকে ওয়াস্তে!—তারপর? আই-এস-সির পর কি ক'রলেন? আমি ত এম, এ দিয়ে অবধি—এ যাবৎ ভেসে বেড়াচ্ছি!

রণদা। আই, এস-সির পর শিবপুর যাই—সেখানে ছ'বছর! তারপর এখানে!

নলি। বাঃ—

ইন্দু। শিবপুরের কথাটা কিন্তু আমাদের অজ্ঞাত। আমরা ওঁকে ইঞ্জিনীয়ারের পোষ্ট দিতে চেয়েছিলাম—সে ওঁর ডিগ্রীর কথা না জেনেই—হাতে কলমে ওঁর কাজ দেখে!

নলি। Suppression of Facts! দস্তুরমত পেনাল কোডের আমলে এসে যায়!—ব্যাপার কি রণদাবাবু?

ইন্দু। ব্যাপার বোধ হয় জাতিচ্যুতির আশঙ্কা! পাছে ওঁর কামার কুমোর ভাই বেরাদারেরা একটা জ্যান্ত পাশকরা ইঞ্জিনীয়ারের কাছে ঘেঁসতে ভয় পায়! কেমন কিনা—রণদাবাবু?

রণদা। যদি কিছু মনে না করেন—আমি এখন যাই! কাজ প'ড়ে র'য়েছে!—নলিনাক্ষ বাবু! বড় আনন্দ হ'ল—বহুদিন পরে দেখা!

নলি। এখন কিন্তু প্রায়ই দেখা হবে! কারণ আমার বাড়ী এখানেই—যদিও এতদিন বেশী যাওয়া আসা করি নি!

রণদা। এখন এখানেই বাস ক'রবেন বুঝি?— (দীপ্তির দিকে চাহিল)

দীপ্তি। আমার দিকে চাইছেন—আমি বাস ক'রব না ওঁর সঙ্গে—আপনাকে কথা দিচ্ছি! A mere bird of passage—আজই এয়েছি—আজই চ'লে যাব—(উঠিয়া দাঁড়াইল)—

(সকলের হাস্য)

রণদা। আমায় ক্ষমা ক'রবেন—সে রকম বিশেষ কিছু ভাবি নি আমি!

নলি। দীপ্তির কথাবার্ত্তাই ঐ রকম! ওর সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিই আসুন! ডক্টর সূর্য্য রায়ের নাম শুনেছেন অবশ্য—তাঁরই মেয়ে! ডক্টর রায় আমার পিতৃবন্ধু।

(রণদা ও দীপ্তি পরস্পর নমস্কার করিল)

রণদা। ডক্টর সূর্য্যকান্তের নাম কে আর শোনে নি? দেশের শ্রেষ্ঠ নেতা—

দীপ্তি। আপনার কলেজ ফ্রেণ্ডটীও এবারে নেতা হ'তে যা'চ্ছেন রণদা বাবু! আপনাদের আর দুঃখু থা'কবে না!

রণদা। আজ্ঞে—?

নলি। কথাটা কি জানেন—স্যার চিরঞ্জীব দীর্ঘদিন বিদেশে থাকবেন ব'লে—এখানে লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে তাঁর যে সিট-টা ছিল সেটা রিজাইন দিয়েছেন!—একটা বাই-ইলেকসন হবে!

রণদা। আপনি দাঁড়াবেন? ওঃ! আপনিও স্যার চিরঞ্জীবের মত ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট দলের লোক বুঝি? বাঃ! যদি কখনো কোন কাজে লাগতে পারি—দয়া ক'রে ব'লবেন। আমি অবশ্য সামান্য দিনমজুর লোক—তবু জানেন ত—কাঠবেড়ালীর সেতুবন্ধন—হাঃ হাঃ হাঃ—নমস্কার! (প্রস্থান)

দীপ্তি। উঃ!—দ্বিজুবাবুর ভাষায় বলা যেতে পারে—"চ'লে গেলেন যেন একটী মলয়োচ্ছ্বাস!"

(হতাশভাবে বসিয়া পড়িল)

ইন্দু। হিঃ হিঃ হিঃ—(উপবেশন)

দীপ্তি। But that man had brains—দ্বিজুবাবু!—যে মেয়েটাকে ধ'রেছে তাকেই heroine ক'রে ছেড়েছে! আর একালের নাট্যকারেরা—ছিঃ—hopeles!

নলি। তা বই কি! No less a personage than Dipti Roy—রবিবাবুর কবিতার ভাষায়—"একবিংশ বসন্তের একগাছি মালা"—going about in vain search of an author—

(সকলের হাস্য)

ইন্দু। Not of a lover though!

দীপ্তি। তুমি কি এই রকম বাজে ব'কেই সময় নষ্ট ক'রবে নলিন দা? ব'সো—দু'টো তোয়াজ কর! মেজাজ বিগড়ে গেছে—একটু মসৃণ ক'রে তোলো!

ইন্দু। মেজাজ বেগড়াবার কথা নিশ্চয়ই! নাট্যকারদের hopeless হওয়ার দরুণও বটে—এ অজ পাড়াগাঁয়ের আবহাওয়া—

দীপ্তি। আপনার ফ্যাক্টরীতে ঢোকবার আগে ত মিনিটে মিনিটে মনে হ'চ্ছিল যে আমি বুঝি ম'রে গেছি! এখন তবু যা হ'ক একটু জীবনের স্পন্দন যেন—

নলি। হেঁয়ালি ছেড়ে সোজা কথায় স্বীকার কর না কেন যে আমার বন্ধুবরকে দেখে হঠাৎ তোমার মরা গাঙ্গে আজ বান ডেকেছে!

দীপ্তি। কী সর্ব্বনাশ! তুমি কি আজকাল thought—reading অভ্যেস ক'রছ না কি—নলিন দা? তা হ'লে মিছে কেন কাউন্সিলে ঢুকে আখের নষ্ট ক'রবে—কালেজ ষ্ট্রীটের ফুটপাতে গিয়ে ব'সো—পশার জ'মবার chance তাতে ঢের ঢের বেশী।

নলি। রণদার মত অসাধারণ লোককে দেখে যে একটা giddy girl এর মাথায় নানান রকমের খেয়াল ঢুকবে—thought reading এর expert না হ'য়েও একথা বেশ বুঝতে পারা যায়!

দীপ্তি। রণদার মত অসাধারণ লোক? খোসামুদিতে তোমার জুড়ি ভূভারতে নেই—তা আমরা জানি। কি বলেন—ইন্দুদি?

নলি। খোসামুদি? সত্যি কথা ব'ললে খোসামোদ হয় না! তোমায় যদি বলি—"তুমি সুন্দরী দীপ্তি!"—তা হ'লে সেটা কি খোসামোদ হবে—আঁ্যা—বৌদি?

ইন্দু। সেটা কি জানেন—বিনা স্বার্থে ব'ললে খোসামোদ হবেনা, স্বার্থের খাতিরে ব'ললে হবে! হিঃ হিঃ হিঃ—! সে কথা যা'ক —আপনার কাজ কতদূর বলুন! বিশেষ কিছু গোল হবে না বোধ হয়?

নলি। কিছুই ত বুঝতে পা'রছি নে—বৌদি!

ইন্দু। কেন? আপনার বাড়ী এখানে—এখানকার জমীদার আপনি—আপনাকে ভোট না দেবে কে? আমার স্বামী যখন প্রথম এখান থেকে নির্ব্বাচনের জন্য দাঁড়ান—তখন—আমার বেশ মনে আছে—আপনার বাবার মুখের একটা কথায়—তিনি শতকরা একশোটা ভোট পেয়েছিলেন!

নলি। তে হি নো দিবসা গতাঃ। বাবা ত নেই—এখন প্রজা জমীদারকে মানে না!—আমি ভয় ক'রছি ঐ ঘোষাল বাড়ীর রায় সাহেবকে! যথেষ্ট প্রতিপত্তি ভদ্রলোকের—অনেক ভোট গড়াবে ওঁর দিকে!

ইন্দু। রায় সাহেবের প্রতিপত্তি যতই হ'ক না—দাঁড়ান—ঐ রণদাবাবু—রণদাবাবু আপনাকে সাহায্য ক'রতে চেয়েছেন—

দীপ্তি। রণদাবাবুর প্রতিপত্তি রায় সাহেবের চাইতে বেশী বুঝি?

ইন্দু। শ্রমিক মহলের কথা যদি ধর—তাকে প্রতিপত্তি বলা ঠিক হবে না—আধিপত্য বলা যেতে পারে!

নলি। হেঃ হেঃ হেঃ—কলেজেও ওর অনেকটা ঐ রকমই দেখতাম—জুনিয়ার মহলে!

দীপ্তি। হিপনটিক পাওয়ার—না কি?

নলি। তুমি বুঝি তার প্রভাব টের পেয়েছ এরি ভেতর!

ইন্দু। বাজে কথা রাখুন—নলিনবাবু! আজই একবার দেখা করুন! এখনই!

দীপ্তি। থাকেন কোথায়?

নলি। (উঠিয়া) For heaven's sake—ওকে ব'লবেন না বৌদি! আমার কাণে কাণে বলুন! ও যদি এখানে এসে

এভাবে গোল্লায় যায়—আমি ডক্টর রায়কে কি জবাবদিহি ক'রব—অ্যাঁ? (ইন্দুলেখার হাস্য)

দীপ্তি। এসব কথা ব'লে তুমি কেবল নিজেকে হাস্যাস্পদ ক'রছ নলিনদা! ইন্দুদি ভাল রকমই জানেন যে—you have your own axe to grind!

ইন্দু। আমি নিজেই রণদাবাবুর বাড়ীতে আপনাদের নিয়ে যাব'খন নলিনবাবু—তার আগে চলুন একটু চা খেয়ে নেওয়া যা'ক!

(উঠিলেন)

দীপ্তি। That's the correct thing to do. Nothing like fortifying yourself with a cup of tea at times of crisis! (উঠিলেন)

দ্বিতীয় দৃশ্য

ফ্যাক্টরীর সম্মুখে মাঠ—তন্মধ্যে পায়ে চলা পথ—

রণদা চলিয়া যাইতেছে—নেপথ্যে কে ডাকিল—"রণদা! ও রণদা!"

(রণদা ফিরিয়া আসিল—অন্যদিক হইতে সমরদাস প্রবেশ করিল)

রণদা। কি ব্যাপার—ভাই সমরদাস?

সমর। ব্যাপার—তোমায় খুঁজে খুঁজে হায়রাণ!

রণদা। সে কি?

সমর। তোমার বাড়ী থেকে ফ্যাক্টরীর অফিসঘর! সেখানে দারোয়ান ব'ললে তুমি একটু আগেই সেখান থেকে বেরিয়েছ। বাড়ীতেই আমার ছুটতে হ'ত—ভাগ্যিস্ পথের মাঝখানে তোমায় পেলাম!

রণদা। হ'য়েছে কি? কারও কোন accident নয় ত?

সমর। না! তোমার বাড়ীর সামনে দিয়ে আসতে আসতে দেখি টেলিগ্রাম পিওন তোমার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে!

রণদা। টেলিগ্রাফ পিওন? আমার জন্যে?

সমর। আমিই সই ক'রে তারটা নিলাম! ছিঁড়ে প'ড়েও ফেললাম! এবারে সন্দেশ কতখানি খাওয়াচ্ছ—তাই বল! (টেলিগ্রাম দিল)

রণদা। (পড়িয়া) এ আবার কি?—অ্যাঁ—ও—সমরদাস?

সমর। যা হওয়া উচিত—তাই!—তুমি কি ঘাবড়ে যা'চ্ছ না কি রণদা?

রণদা। ঘাবড়াব না? এ কি একটা সোজা ব্যাপার—ঠাওরা'চ্ছ তুমি?

সমর। ও সব ঠিক হ'য়ে যাবে এখন। প্রেসিডেণ্ট যা ধরেন—তা—ফ'সকে যেতে ত বড় একটা দেখিনে!—

রণদা। তা বটে! তবু—আমার নিজের তরফ থেকে—

সমর। সেও কি একটা কথা? (হাসিয়া) অমৃতে অরুচি?

রণদা। অমৃতই হ'ক—বিষই হ'ক—কাকা বাবু যখন বলে পাঠিয়েছেন—তা প্রত্যাখ্যান ক'রবার অধিকার আমার নেই!—তারপর—হারজিতের কথা—তাতেও ভাববার কিছু নেই। এ রকম ব্যাপারে এগিয়ে গিয়ে হেরেও যদি যাই—সেটা লজ্জার কথা নয়। অন্ততঃ ব্যক্তিগত লজ্জা ত নয়ই! আমি ভাবছি—এই মাত্র নলিন বাবুকে—

সমর। নলিন বাবু? জমীদার বাবু?

রণদা। হ্যাঁ—তাঁকে এক রকম কথা দিয়ে এলাম যে আমি—যে দরকার হ'লে আমি তাঁর সাহায্য ক'রব?

সমর। তখন ত আর তুমি জা'নতে না যে প্রেসিডেণ্ট হঠাৎ এ রকম তার ক'রে ব'সবেন?

রণদা। তা বটে! কাকাবাবুর মনের কথা আগে থা'কতে জানবার জো নেই—এটা একটা মুস্কিল!

সমর। রাজনীতির ক্ষেত্রেই বল—যুদ্ধের ক্ষেত্রেই বল—নেতারা ঐ রকম আচমকা হুকুমই চিরকাল জারী ক'রে থাকে!

রণদা। তা বটে!—তা বেশ সমর! নেতার আদেশ অমান্য ক'রবার সাহস এ ছোট্ট সৈনিকটার নেই—এটা খুবই ঠিক কথা!—চল—বাড়ী যাই—কাকাবাবু এসে পৌছবার আগে তা'হলে অনেক কিছু আমাদের ক'রবার আছে ব'লে মনে হ'চ্ছে!

সমর। হঁ্যা—চল—তা জমীদার বাবুকে তুমি হঠাৎ সাহায্য ক'রবার কথা ব'লতে গেলে কেন? হ'য়েছিল কি?

রণদা। ওটা কি জান—মানে—

(উভয়ে কথা কহিতে কহিতে চলিয়া গেল)

(ইন্দুলেখা, দীপ্তি ও নলিনাক্ষর প্রবেশ)

ইন্দু। ফ্যাক্টরীটা কি রকম দেখছ—বল দীপ্তি!

দীপ্তি। ইডেন গার্ডেনের মতন নয়!

নলি। তুমি খোঁড়াচ্ছ কেন? এইটুকু হেটে আসতেই—

ইন্দু। তা ব'ললে কি চলে? এ রকম পথে এত হাটা ত অভ্যেস নেই! আমারই ভুল—গাড়ীতে বেরুলেই ভাল ছিল!

নলি। রণদাবাবুদের গলিতে গাড়ী ঢুকবে না ব'লেই ত—সে কথা যা'ক—হাটতে যদি না-ই পার দীপ্তি—একমাত্র উপায়ান্তর আছে—আমার পিঠে চড়া! তুমি যদি রাজী থাক—I am ready!

দীপ্তি। তুমি ত আজ পাঁচ বছর ধ'রে ready হ'য়ে র'য়েছ আমায়

পিঠে তুলবার জন্য!—The trouble is—I cannot make up my mind. ইন্দুদি—ভয় পাবেন না—খোঁড়া আমি হই নি। জুতোর ভেতর বোধ হয় পাথরের কুচি ঢুকেছে! কোথাও ব'সতে পা'রলে—সেটা বার ক'রে ফেলা যেত।

(ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ)

(নলিনাক্ষ রুমাল পাতিয়া দিল)

নলি। "এস এস বঁধু এস—আধ আঁচরে ব'স—"

দীপ্তি। ধন্যবাদ না নিয়ে ছা'ড়লে না—কী রকম নাছোড়বান্দা দেখছেন ইন্দুদি? (উপবেশন ও জুতা খুলিল)

(সমরদাসের প্রবেশ ও অভিবাদন)

ইন্দু। কী সমরদাস? আমায় কিছু বলবে?

সমর। আজ্ঞে হ্যাঁ—! টাউন হলে ত কাল জমিদার বাবুর মীটিং! আমাদের মীটিংও কাল না ক'রলে নয়। সময় ত আর নেই! তাই বলছিলাম—ফ্যাক্টরীর এমিউজমেণ্ট হলটা আমরা পাব কি?

ইন্দু। তোমরা? কিসের মীটিং তোমাদের?

সমর। ওঃ—আপনি জানেন না—বটে! কী বোকা আমি! তা—আমরাও কেউ জা'নতাম না আধঘণ্টা আগে—রণদাও না! ট্রেড ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্টের তার এইমাত্র এল কিনা! এই দেখুন না—তার আমার কাছেই র'য়েছে!

ইন্দু। কী তার?

সমর। শ্রমিক পার্টি নিজের candidate দাঁড় করছে এবারে—রাজগঞ্জ থেকে!

নলি। শ্রমিক পার্টি?

দীপ্তি। (জুতা পরিয়া উঠিয়া)—candidate-এর নাম কি রণদা প্রসাদ ?

সমর। আপনি জানেন দেখছি ! হ্যাঁ—রণদাপ্রসাদই বটে !—তা—হলটা আমরা পাব কি কাল সন্ধ্যেবেলা ?

ইন্দু। তা—ফ্যাক্টরীর হল—ফ্যাক্টরীর লোক তোমরা—পেতে পার বই কি !

সমর। বড্ডই উপকার হল। (অভিবাদন ও প্রস্থান)

(এক মিনিট সকলে চুপচাপ)

নলি। তা হলে আর—

ইন্দু। তা বটে—চলুন—ফেরা যাক !

দীপ্তি। রণদাবাবুর সাহায্য আমরা না-ই চাইলাম—আমাদের কোন সাহায্য রণদাবাবুর চাই কিনা—সেটা একবার দেখলেও ত হত ! You don't like the idea ? রুমালখানাও তুলে নেবে না—নলিনদা ? You have so far forgotten yourself ? আমার বসবার আসন হবার সৌভাগ্য লাভ করেছিল যে রুমাল—তার কোন দামই নেই তোমার কাছে ?

নলি। আছে বই কি। (রুমাল তুলিয়া) ইলেকশন যুদ্ধে ঐ রুমালই হবে আমার জয়পতাকা। আসুন বৌদি ! আমার বাড়ীতেই আসুন -অনেক কিছু পরামর্শ আপনার কাছে চাই।

দীপ্তি। হাঁ—The battle thickens.

তৃতীয় দৃশ্য

রণদাপ্রসাদের গৃহ—বসিবার ঘর।

(মতিলাল ও গৌরী প্রবেশ করিলেন)

মতিলাল। এই বাড়ীতে থাকে—রণদা ?

গৌরী। চাকর ত তাই ব'ললে—বাবা !

মতি। হ্যাঁ—এই বাড়ী নিশ্চয়ই ! ওই যে—আমার ছবি টাঙ্গানো রয়েছে ! তোরও একখানা আছে—তাতে আবার ফুলের মালা জড়ানো !

(গৌরী লজ্জিতভাবে মুখ ফিরাইল)

তা হ'ক—এ রকম একটা ছোট একতলা বাড়ীতে তার না থাকলেই কি নয় ? রাজগঞ্জ সহরে ঢের ভালো বাড়ী র'য়েছে ত !

গৌরী। ফোরম্যানের চাকরীতে মাইনে আর কত বাবা ? ভাল বাড়ীর ভাড়াও ত বেশী !

মতি। মাইনের টাকার উপর নির্ভর ক'রেই সে এত বড়টী হ'য়েছে কিনা ! অভাব হ'চ্ছে ব'ললে কি আমি মাসে মাসে এখনো তাকে দু'এক শো টাকা ক'রে দিয়ে যেতে পা'রতাম না ?

গৌরী। বেশ হার্ম্মোনিয়ামটী র'য়েছে ত !

মতি। (বসিয়া) তা ব'লে বাপু গান ক'রতে ব'সো না এখন ! একটা হট্টগোলের ব্যাপার চ'লছে—মাথার ঠিক নেই !

গৌরী। তোমার মাথা কবেই বা ঠিক থাকে বাবা ?

মতি। কি ক'রে থাকবে শুনি? যে মোলায়েম কাজের ভার নিয়ে ব'সে আছি আমি! হুঃ—দেবতার মাথায় আগুণ জ্ব'লে যেত, তা আমি ত সামান্য মানুষ!

গৌরী। আমি ত তাই বলি! বুড়ো হ'য়েছ—আর কতকাল এ ঝক্কি পোয়াবে? ট্রেড ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্টগিরি তুমি ছেড়ে দাও বাবা!

মতি। ছেড়ে দিয়ে—তারপর? সেটা ঘাড়ে তুলে নিচ্ছে কে?

গৌরী। কেউ নেই?

মতি। আমার মনের মত লোক কেউ নেই—এক ঐ রণদা ছাড়া! তা তার উপর ত অন্য কাজের ভার দিতে হ'চ্ছে!

গৌরী। কাউন্সিল?

মতি। তার উপরই—ধ'রতে গেলে—এই পোড়া দেশের শ্রমিক জা'তটার ভবিষ্যৎ নির্ভর কর'ছে! দেখি ভগবান কি করেন!

গৌরী। প্রসাদ দা ইলেকসনে জিতবেই!

মতি। কি ক'রে জা'নলি?

গৌরী। ও—এই—

মতি। তোর মন ব'লছে বুঝি? যা'ক—ধ'রেই নিলাম সে জিতবে! তাতে ত আর লড়াইয়ের শেষ নয়!—সবে সুরু!

গৌরী। লড়াই?

মতি। লড়াই বিনা, দেশের স্বার্থপর লোকের কাছে এই মজুরের জা'ত কোন দিন কিছু পাবে? বেঁচে থা'কবার জন্য—নিঃশ্বাসের বাতাসটুকু পর্য্যন্ত নয়!

গৌরী। আচ্ছা বাবা—

মতি। কী রে?

গৌরী। না—কিছু নয়!

মতি। কী—বল্ না!

গৌরী। একটা জিনিষ আমি বুঝতে পারি নে!

মতি। কি জিনিষ?

গৌরী। তুমি প্রসাদ দা'কে দিয়ে শ্রমিক পার্টির কাজ করাতে চাও জানি! আমায় দিয়ে তুমি কি করাবে—সেটা কখনো শুনি নি!

মতি। তোকে দিয়ে?

গৌরী। হ্যাঁ—আমায় দিয়ে!

মতি। তোকে দিয়ে আবার কি করাব?

গৌরী। আর যাই হ'ক—শ্রমিকদের কাজ নয় নিশ্চয়ই?

মতি। নয় কেন?

গৌরী। বেথুনে বি, এ পর্য্যন্ত প'ড়ে—গান শিখে, নাচ শিখে, এতদিন পরম আরামে সোসাইটি লেডীর মত জীবন যাপন ক'রে এসে—এখন আমি—শ্রমিকদের কোন্ কাজে লা'গতে পা'রব?

মতি। দেখা যা'ক!

গৌরী। আমার শিক্ষাটা ঠিক শ্রমিক সমাজে বাস ক'রবার মত শিক্ষা হয় নি বোধ হয়! প্রসাদ দার পক্ষেও সে কথা খাটে।

মতি। কই—তার কাছ থেকে ত কোন নালিশ এ যাবৎ শুনি নি! সে ইঞ্জিনীয়ারি পাশ ক'রে এসেও অন্তরে বাইরে মজুর ভিন্ন কিছু নয়! বাস করেও মজুরদের ভিতর—থাকেও তাদেরই মত!

গৌরী। কিন্তু তার শিক্ষা—হাজার হাজার টাকা খরচা ক'রে তাকে যে শিক্ষাটা তুমি দিলে—তার সার্থকতা এতে কি হ'চ্ছে—ব'লতে পার?

মতি। এইবার হবে—কাউন্সিলে গিয়ে !

গৌরী। কাউন্সিলে যদি—না যেতে পারে ?

মতি। আমি যাওয়াবই তাকে ! সারাজীবন ধ'রে ঐ একটা জিনিষের অভাব আমায় নাজেহাল ক'রেছে—কাউন্সিলে দাঁড়িয়ে শ্রমিকদের হ'য়ে ল'ড়বার জন্য শ্রমিকদের একজন নিজের লোক ! কিছুতেই সে অভাব আমি ঘোচা'তে পারি নি ! কি ক'রে পা'রব ? সব জিনিষ ত বাজারে কিনিতে পাওয়া যায় না ! কোন কোন জিনিষ এমনও আছে—যা পেতে হ'লে নিজের হাতে গ'ড়ে নিতে হয় !

গৌরী। প্রসাদ দাকে তা হ'লে তুমি গোড়া থেকে গ'ড়ে তুলেছ—এই অভাব ঘোচাবার জন্য ?

মতি। নিশ্চয় ! রণদাকে যে ভাবে শিক্ষা দিয়েছি আমি—তাতে শ্রমিকদের তরফ থেকে শুধু পরিষদের সদস্য কেন—দরকার হ'লে প্রধান মন্ত্রীও সে হ'তে পা'রবে ! তোমায় বেথুনে পড়িয়ে যে টাকা নষ্ট করা—তারও দরকার হ'য়েছিল ঐ কারণেই !

গৌরী। ঐ কারণে ?

মতি। বাংলার প্রধান মন্ত্রী পর্য্যন্ত হ'বার যার সম্ভাবনা—তার গলায় ত একটা জংলী হস্তীমূর্খ মেয়েকে গেঁথে দিতে পারিনে আমি !

গৌরী। বাবা ! (হাতে মুখ ঢাকিল)

মতি। (বিকৃত স্বরে) বাবা !—মেয়ে যেন আকাশ থেকে প'ড়লেন ! যেন উনি স্বপ্নেও কোনদিন জা'নতেন না যে রণদার সঙ্গে ওঁর বিয়ে দেবার একটা মতলব আমার মনের সিন্ধুকে তালা বন্ধ করা লুকানো র'য়েছে !—কিন্তু— এ হ'ল কি ? রণদার দেখা

নাই কেন? আমি যে এই ট্রেণে আ'সব—তা ত আগেই খবর দিয়েছি!—গৌরী! আমি একটু বাইরে ঘুরে আসি! ইচ্ছে হয়ত—তুমি ততক্ষণ রণদার হার্ম্মোনিয়ামের সদ্ব্যবহার ক'রতে পার! (প্রস্থান)

(গৌরী কিছুক্ষণ পরে হার্ম্মোনিয়ামের কাছে গিয়া বসিয়া গান ধরিল।)

গৌরীর গান

মনের উপবনে কেন এ কম্পন—
কেন এ ক্ষণে ক্ষণে পুলক শিহরণ!
পিকের কলতানে কুঞ্জ-বীথিকায়
পাগল-করা সুর অজানা গীতিকায়—
কহিছে কথা কার দখিণা সমীরণ!
—বকুল-বিছানো বনের পথে
কে আসিবে ধনি—হিরণ-রথে—
তাহারি আগমনী অলির গুঞ্জনে,
তাহারি পরশন-কামনা মম মনে,
আশায় আছি কবে—আসিবে সু-লগন!

(রণদাপ্রসাদের প্রবেশ)

(গান শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত রণদা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। গান শেষ হইলে সে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া গৌরীর কাছে গেল।)

রণদা। গৌরী!

গৌরী। (চমকিয়া ফিরিয়া) তুমি? কতক্ষণ এসেছ প্রসাদ দা?

রণদা। তা—অনেকক্ষণ!

গৌরী। ডাক নি ত!

রণদা। ডেকে গান থামিয়ে দেব মাঝখানে? প্রাচীন কালে জেঙ্গিস খাঁর মত লোকেরা তা পা'রত—একালে কেউ পারে না!

গৌরী। তুমি যে কত কথাই ব'লতে পার!

রণদা। অনেক কথাই ব'লবার আছে—যাকে ব'লতে চাই—তাকে খুঁজে পাইনে!

গৌরী। একদিন হয়ত—পাবে!

রণদা। সে কবে? রবিবাবুর গানের ভাষা একটুখানি বদলে নিয়ে ব'লতে পারি—"কতদিন আর রইব ব'সে পথ চেয়ে আর কাল গুণে?"

গৌরী। ঐ—ঐ! গানের দ্বিতীয় লাইনটাও একটু ব'দলে নাও—তোমার প্রশ্নের জবাব এসে যাবে এখন!—"দেখা হবে ফাল্গুণে!"

রণদা। ফাল্গুণে? তবে আর কি! সে ত দোর গোড়ায়!

গৌরী। পাঁজির ফাল্গুণ নয়—মালঞ্চের ফাল্গুণ!

রণদা। সে কি?

গৌরী। মালঞ্চের ফুল ফোটে ফাল্গুণে! ফুল না ফোটা পর্য্যন্ত ফাল্গুণ ত আসবে না!

রণদা। তুমিও কথা আজকাল কম বল না গৌরী!

গৌরী। "মূকং করোতি বাচালং"—সে বস্তু কি?

রণদা। কাব্য!

গৌরী। পক্ষান্তরে—কাব্যের বয়স!

রণদা। মোটে দু'টো বছর তোমায় দেখিনি! এই দু'বছরে অনেক ব'দলেছ তুমি!

গৌরী। আশা করি—Not for the worse!

রণদা। দেশবিদেশ বেড়ালে—কেমন লা'গল বল।

গৌরী। একঘেয়ে—!

রণদা। বল কি! শুনলাম কাশ্মীর পর্য্যন্ত গিয়েছিলে—একঘেয়ে?

গৌরী। "হাট বাট ঘাট মাঠ ফিরি ফিরনু বহু দেশ"—ঐ যে ব'ললাম—সব একই রকম! সেই ঘরে ঘরে 'এক রাজা, এক রাণী—' রূপকথারই reproduction!

রণদা। দু'য়ো সুয়োর ঝগড়া তা হ'লে চোখে পড়ে নি—বল?

গৌরী। বিংশ শতাব্দীর পৃথিবীতেও দু'য়ো—সুয়ো থাকবে প্রসাদদা?

রণদা। তোমার—আমার পৃথিবীতে থাকে না যেন!

গৌরী। তোমার পৃথিবীতে ইলেকসন যখন আছে—তখন কী যে নেই—তা ত জানি নে!

রণদা। ইলেকসনের উপর—তুমি চটা দেখছি!

গৌরী। অঘটন—ঘটন—পটীয়সী যে ঐ বস্তুটা! মজুরকে করে মিনিষ্টার—হাতের জিনিষকে নিয়ে যায় নাগালের বাইরে!

রণদা। সময় থা'কতে হাতের জিনিষটা আঁচলে বেঁধে ফেলে নিশ্চিন্ত হও না!

গৌরী। তার দিন ক্ষণ দরকার হয় না বুঝি? ফাল্গুণ যে আসে না!

রণদা। (বাহিরের দিকে চাহিয়া) ফাল্গুণ সত্যিই আসে না—যে আসে—তার নাম হ'চ্ছে—সমরদাস!

(সমরদাসের প্রবেশ)

কি খবর—ভাই সমরদাস ?

সমর। প্রেসিডেণ্ট তোমায় ডাকছেন।

রণদা। কাকাবাবু—? কোথায় ? তিনি বাড়ীতে নেই গৌরী ? আমি ভেবেছিলাম—তিনি ভেতরে বিশ্রাম ক'রছেন !

গৌরী। না—তিনি ত আমায় এখানে বসিয়ে রেখে বাইরে চ'লে গেলেন !

সমর। তিনি খেলার মাঠে বিস্তর লোক জমায়েত ক'রে ফেলেছেন। তুমি শীগগির এসো—তাদের কাছে কিছু ব'লতে হবে।

রণদা। বক্তৃতা ? এইমাত্র যে একটা দিয়ে আ'সছি মনসাতলায় !

গৌরী। এত বেলায় বক্তৃতা—?

রণদা। তিনি যখন ব্যবস্থা ক'রে ফেলেছেন—তখন উপায় কি আর ? সমর ভাই ! তুমি এগোও ! আমি জামাটা ব'দলে তোমার পিছনেই আসছি !

সমর। দেরী ক'রোনা— (প্রস্থান)

গৌরী। বেলা দুপুর গ'ড়াতে চ'লল—না নাওয়া, না খাওয়া, বাবার যে কাণ্ড !

রণদা। তুমি আবার ততক্ষণ একা একা গান গাও গৌরী !—আমার হার্ম্মোনিয়াম কেনা আজ সার্থক হ'ল !

গৌরী। আমিও আসি না কেন ! তুমি কেমন বক্তৃতা দাও—শুনব !

রণদা। বড্ড—রোদ্দুর যে গৌরী ! আমার আবার ছাতাও নেই যে তোমায় দেব !

গৌরী। নেইত ? আমারও নেই ! দু'জনে পাশাপাশি রোদ্দুরে পুড়তে পুড়তে যাব—ভেবে দেখ দেখি সে কি আনন্দ !

রণদা। সেই—'এক রাজা—এক রাণী—' রূপকথারই নতুন রকম একটা reproduction আর কি!

গৌরী। হিঃ হিঃ হিঃ—বেশ ফিরিয়ে দিলে ত কথাটা!

রণদা। নিতান্তই যাবে?

গৌরী। তোমার আপত্তি থাকে ত যাবো না। তবে ভাবছিলাম—আজ তোমার জীবনের একটা স্মরণীয় দিন—তোমার পাশে যদি দাঁড়াতে দাও আমায়—ভবিষ্যতে তোমার মনে থাকবে!

রণদা। এস!—

(উভয়ে অগ্রসর হইল—রণদা দাঁড়াইল)

গৌরী। কি—দাঁড়ালে যে?

রণদা। ফুলের গন্ধ পা'চ্ছ?

গৌরী। কই—না।

রণদা। কি জানি—হঠাৎ যেন মনে হ'ল আমার আঙ্গিনায় মালঞ্চ ফুলে ফুলে ভ'রে উঠেছে—ফাল্গুন এসে দাঁড়িয়েছে সেখানে—সবুজে-সোনালী চাদর খানি গায়ে জড়িয়ে! —ভুল—না গৌরী?

গৌরী। (নত মস্তকে) ঠিক বুঝতে পা'রছি নে!

চতুর্থ দৃশ্য

খেলার মাঠে বটতলা।

অদূরে জনতা—মতিলাল বসিয়া চুরুট টানিতেছেন।

(সমর দাসের প্রবেশ)

সমর। আ'সছে—

মতি। সঙ্গে করে নিয়ে আ'সতে পা'রলে না?

সমর। ব'ললে—জামাটা ব'দলে আসছি—

মতি। তুমি একটি আস্ত বোকা! জামা বদলানো ত এক সেকেণ্ডের কাজ! জামা ব'দলে আসছি মানে গৌরীর সঙ্গে একটু গল্প ক'রে আসছি! তুমি বাজী রাখ—যখন সে এসে পৌঁছবে —দেখবে—সে মোটেই জামা বদলায় নি!

সমর। (হাসি চাপিয়া) সে কথা যাক—ব্যাপার বড় সুবিধে বুঝছি নে প্রেসিডেণ্ট!

মতি। জমীদারের সঙ্গে ল'ড়তে ব'সেছি—তিন তুড়িতে মেরে দেব—এটা আশা করি নি!

সমর। একে জমীদার—তায় আবার তাঁর সঙ্গে জুটেছেন—আমাদের মনিব ঠাকরুণ!

মতি। চিরঞ্জীবের স্ত্রী?

সমর। হাঁ—বহু ভোট জমীদার বাবুর দিকে চ'লে যাবে।

মতি। তার আর ক'রছি কি বল!

সমর। তার পর ডাক্তার সূর্য্যকান্তর মেয়ে—

মতি। সে আবার কি ?

সমর। সূর্য্য রায়ের মেয়েও যে জমীদার বাবুর জন্যে ক্যানভাস্‌ ক'রছেন !

মতি। কংগ্রেসের সূর্য্য রায় ? তাঁর মেয়ে ?

সমর। মেয়েটা যে মীটিংয়ে দাঁড়াচ্ছে—'সূর্য্যকান্ত জিন্দাবাদ—সূর্য্যকান্ত জিন্দাবাদ'—ছাড়া সেখানে আর কিছু শোনা যা'চ্ছে না।

মতি। ডাক্তার সূর্য্যকান্তর এ অঞ্চলে বড্ডই ইয়ে বটে।

সমর। যে রকম বুঝছি—তাতে—

মতি। তাতে কাদা মাথাই সার হবে। হবে না ত কি ? যার জন্য এত হাঙ্গামা—সে সোনার চাঁদ রইলেন ঘরের ভিতর প্রেমালাপে মত্ত হ'য়ে ! আরে—ও জিনিষ ত আর ফ'স্‌কে যাচ্ছিল না ! হাতের কাজটা সেরে নিয়ে তারপর—

জনতা। রণদাপ্রসাদ জিন্দাবাদ—বন্দে মাতরম্‌—

সমর। ঐ যে—ঐ যে—

মতি। এয়েছে ?—মেয়েটাও এয়েছে দেখছি ! ছ্যাখ কাণ্ড—এই রোদ্দুরে—

(দুইজন লোক একটী প্যাকিং বাক্স আনিয়া তাহার উপর রণদাপ্রসাদকে দাঁড় করাইয়া দিল—গৌরী মতিলালের কাছে দাঁড়াইল—সমরদাস কোথা হইতে আর একটা বাক্স আনিয়া তাহাকে বসিতে বলিল।)

গৌরী। কেন ? কেন ? আমি দাঁড়িয়েই বেশ আছি !

মতি। ব'সতে পেলে দাঁড়িয়ে থাকা বোকামি ! ব'সে পড় !

(গৌরী বসিল)

রণদা। ভাই সব ! বেলা দুপুর গড়া'তে চ'লল—ঘরে তোমাদের ভাত শুকিয়ে উঠছে !

জনতা। তোমারও! · তোমারও!

রণদা। হাঃ হাঃ হাঃ—আমারও! তবে একটা রীতি আছে—ইলেকসনে বক্তৃতা চাই! কাজেই আমারও বক্তৃতা করতে হবে—তোমাদেরও তা শুনতে হবে! তাতে একদিন যদি ঠাণ্ডা ভাত খেতে হয়—উপায় নেই! —ভাই সব! কথাটা হ'ল এই যে আমায়ও তোমরা ভাল রকম জান—আমিও তোমাদের ভাল রকম জানি! তোমরাও জান—আমি তোমাদেরই একজন, আমিও জানি—তোমরা ছাড়া আমার গতি নেই! ফ্যাক্টরীর ফোরম্যান রণদাপ্রসাদ যদি আজ আইন পরিষদের সদস্য রণদাপ্রসাদ হ'য়ে বসে—তবে সে হবে তোমাদেরই চেষ্টায়, আর তোমাদেরই স্বার্থ রক্ষার জন্যে!

(অদূরে রাস্তায় একটা টায়ার ফাটা শব্দ হইল)

রণদা। কি ও?

সমর। তোমরা ব্যস্ত হ'য়ো না—আমি দেখছি! বক্তৃতা চালাও রণদা!

(প্রস্থান)

রণদা। কথাটা হ'ল এই—ভাই সব! আমরা এই মজুরেরা আজ আবহমান কাল ধ'রে ধনীদের পায়ের তলায় পড়ে র'য়েছি! মাথার ঘাম পায়ে ফেলে আমরা খাটি—কেউ লাঙ্গল নিয়ে মাঠে মাঠে চ'ষে বেড়াই, কেউ কুড়ুল নিয়ে জঙ্গলে ঢুকি গাছ কেটে বা'র ক'রবার জন্য, কেউ বা কারখানার বয়লারে কয়লা জোগাতে গিয়ে আগুনতাতে আধ পোড়া হ'য়ে ঘরে ফিরি! এই যে জীবনান্ত পরিশ্রম—এর দরুণ আমরা পাই কি?

জনতা। কিছু না—কিছু না—

রণদা। যা পাই—তাকে "কিছু না" ব'ললে অন্যায় বলা হয় না। ধানের তুষ আমরা পাই—চা'ল পায় ধনী! গাছের বাকল আমরা পাই—কাঠ পায় ধনী! কারখানায় আমরা পাই দৈনিক চা'র আনা থেকে এক টাকা পর্য্যন্ত—আর গোটা মুনাফাটা—সেটা লাখও হ'তে পারে—আবার ক্রোর হওয়ারও আটক নেই—তা পায় ধনী। আমরা দু'বেলা খাই শাকভাত—

জনতা। কখনো এক বেলাও খাই—

রণদা। ঠিক ব'লেছ তোমরা! কখনো সে শাকভাতও দু'বেলা জোটে না—এক বেলাতেই খুসী থাকতে হয়—আর ওদিকে পোলাও পরমান্ন কালিয়া কোর্ম্মা লেডিকেনী রাজভোগের ভারে ধনীর খাবার টেবিলের পিঠ কুঁচকে ভেঙ্গে পড়ে—দু'বেলা নয়—তিনবেলা!

জনতা। তিন বেলা—তিন বেলা!

রণদা। আর কতকাল আমরা সইব এ অবিচার?

জনতা। সইব না!

রণদা। না—সইব না! প্রতিকার করব!—আর সে প্রতিকার করা'তে পারা যাবে—শুধু নতুন রকমের ন্যায্য রকমের আইন তৈরী করিয়ে!

জনতা। আইন করাব! আইন করাব!

[সমর দাসের প্রবেশ—পশ্চাতে ইন্দুলেখা, নলিনাক্ষ ও দীপ্তি]

রণদা। এ কি? আপনারা? (নমস্কার করিল)

মতিলাল। সমরদাস!

সমর। এঁরাও একটা মিটিং ক'রে ফিরে যাচ্ছিলেন—রাস্তায় গাড়ীর টায়ার গেল ফেটে!

নলি। এখানে রণদা বাবুর বক্তৃতা হ'চ্ছে শুনে লোভ সংবরণ ক'রতে পা'রলাম না!

ইন্দু। রণদাবাবু! Please don't mind us! আপনার কাজ করুন!

গৌরী। (উঠিয়া) আপনারা এখানে আসুন—ব'সবার জায়গা আছে!

ইন্দু। থা'ক—থা'ক—

রণদা। ভাই সব! যা ব'লছিলাম—আমরা আমাদের হাজারো রকম দুর্দ্দশার প্রতিকার চাই—আর সে প্রতিকার করা'তে চাই নতুন রকমের আইন তৈরী করিয়ে! (পিছন ফিরিয়া নিম্নস্বরে)—এক গেলাস জল আছে?

সমর। লেমনেড দিচ্ছি!

জনতা। নিশ্চয়! নিশ্চয়! নতুন রকম আইন! নতুন রকম আইন!

রণদা। আর এ কথাও কি তোমাদের বুঝিয়ে ব'লতে হবে যে—ধনী শ্রেণীর কোন লোক—জমীদার হ'ক, সওদাগর হ'ক, কারখানা ওয়ালা হ'ক—ধনীশ্রেণীর কোন লোকের দ্বারা—কখনো কোনদিন—আমাদের যাতে দুর্দ্দশা দূর হ'তে পারে এমন আইন করাবার প্রস্তাব বা চেষ্টা হওয়া অসম্ভব?

নেপথ্যে বহুকণ্ঠে। সূর্য্যকান্ত জিন্দাবাদ! বন্দে মাতরম্!

মতি। ও কি সমরদাস?

সমর। (লেমনেড খুলিতে খুলিতে) এঁরা—এই জমিদার বাবুরা যে মীটিং থেকে ফিরছেন—সেই মীটিংয়েরই লোকজন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে!

(রণদা লেমনেড খাইতে লাগিল)

জনতার ভিতর হইতে পাঁচু গোপাল। সূর্য্যকান্ত!

" " " রামদয়াল। ও লোকটা কিন্তু ভাল!

" " " নন্দলাল। আমাদের জন্য মাঝে মাঝে চেষ্টা করে!

দীপ্তি। (গৌরীকে) আপনি রণদাবাবুর কিছু হন কি?

গৌরী। না—আমার বাবা এই যে—মতিলাল বাবু—ট্রেড ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট! আপনি?

দীপ্তি। আমার বাবা—ডাক্তার সূর্য্য রায়!

গৌরী। (উত্তেজিত স্বরে) অ্যাঁ—বলেন কি?

মতি। কী—গৌরী?

গৌরী। ডাক্তার সূর্য্যকান্তের মেয়ে—ইনি!

মতি। (কঠিন স্বরে) চুপ্!

রণদা। ভাই সব! তোমরা সবাই জান—মজুরদের স্বার্থের দিকে তাকা'তে গেলে মালিকদের স্বার্থ হানি হয়! আইন সভায় বর্ত্তমানে যাঁরা সদস্য আছেন—তাঁরা সবাই শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত, মহাশয় লোক সন্দেহ নেই—কিন্তু তাঁরা সবাই অল্পবিস্তর মালিক শ্রেণীর লোক—ধনী! কেউ জমিদার, কেউ মহাজন—কেউ—

ইন্দু। (নিম্নস্বরে) কারখানাওয়ালা!

রণদা। (ফিরিয়া) ধন্যবাদ! (জনতাকে) কেউ কারখানাওয়ালা! তাঁরা শ্রমিক শোষণ ক'রেই বড় হ'য়েছেন—শ্রমিক তোষণের নীতি তাঁরা বোঝেন না—বুঝতে চান না!

[নেপথ্যে—সূর্য্যকান্ত জিন্দাবাদ! বন্দে মাতরম্!]

জনতা হইতে পাঁচুগোপাল। কেবল ঐ এক সূর্য্যকান্ত ছাড়া!

রণদা। ডাক্তার সূর্য্যকান্ত সত্যই শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি ক'রবার জন্য কিছু কিছু চেষ্টা মাঝে মাঝে ক'রে থাকেন; কিন্তু তাঁর একার একটুখানি চেষ্টায় এই প্রকাণ্ড সমস্যার সমাধান হবে কি ক'রে? সূর্য্যকান্ত কংগ্রেস লীডার—তাঁর কাজ ত শুধু

শ্রমিকদের উন্নতি করা নয়—অন্ত অনেক কিছু! আমাদের ত সে রকম প'ড়ে-পাওয়া মহৎ লোকের আকস্মিক এক মিনিটের করুণার ভরসায় ব'সে থা'কলে চ'লবে না! আমাদের গ'ড়ে তুলতে হবে নিজেদের কর্ম্মীসংঘ—আইন সভার বাইরে ও ভিতরে—যারা জীবনের একমাত্র ব্রত ব'লে গ্রহণ ক'রবে—শ্রমিক জাতের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন—

মতি। এইবার আমি কিছু ব'লব—রণদা!

[রণদা বাক্স হইতে নামিল—মতিলাল বাক্সে উঠিতে উদ্যত]

[ড্রাইভার আসিয়া নলিনাক্ষকে বলিল "গাড়ী ঠিক হ'য়ে গেছে হুজুর!"

নলি। (মতিলালকে) আমাদের গাড়ী মেরামত হ'য়ে গেছে! আর আপনাদের বিরক্ত ক'রব না! আমরা এখানে থাকাতে আপনাদের অসুবিধে হ'চ্ছে!

মতি। তা—তা—

রণদা। অসুবিধে? বলেন কি? কেন অসুবিধে হবে?

জনতা হইতে পাঁচুগোপাল। দেখুন—প্রেসিডেণ্ট—

মতি। অ্যাঁ—

পাঁচু। ঐ যে—উনি কি ডাক্তার সূর্য্যকান্তের মেয়ে?

ইন্দু। হ্যাঁ—ইনি ডাক্তার সূর্য্যকান্তের মেয়ে! এঁকে কি কিছু ব'লবে তোমরা?

পাঁচু। আমরা? আমরা আর কি ব'লব? তবে উনি যদি কিছু বলেন—হ্যাঁ—আমরা নিজের দলের লোক অবিশ্যি এবারে কাউন্সিলে পাঠাব নিশ্চয়ই—তবু—কংগ্রেসের সূর্য্যকান্ত

যদি কিছু বলেন—কি তাঁর মেয়ে যদি তাঁর হ'য়ে আমাদের কিছু ব'লতে চান—

রাম। তা আমরা শুনব বই কি!

জনতা। হ্যাঁ—নিশ্চয় শুনব!

ইন্দু। Here is a chance—দীপ্তি!

দীপ্তি। না—না—এখানে—রণদাবাবুর মীটিংয়ে—

রণদা। আপনি কেন সঙ্কোচ ক'রছেন? এদের সব জিনিষটা বুঝতে দিন! আমি হয় ত ঢালের একটা দিকই এদের দেখিয়েছি! অন্য দিকে যদি দেখবার কিছু থাকে—তা দেখবার সুযোগ এদের না দেওয়া অন্যায়! আমি ধাপ্পা দিয়ে কাজ হাঁসিল ক'রতে চাইনে দীপ্তি দেবী!

জনতা। রণদাপ্রসাদ জিন্দাবাদ!

(ইন্দু দীপ্তিকে ঠেলিয়া বাক্সর উপরে তুলিয়া দিলেন)

মতি। যত মূর্খ! সব মাটী হ'ল দেখছি!

নলি। সত্যি বৌদি! We are taking advantage of—

রণদা। কি যে বলেন! Let us fight clean!

দীপ্তি। Yes—I am sure of that! we shall certainly fight clean! রাজগঞ্জের বন্ধুগণ! আপনারা আমাকে এই সভায় কিছু ব'লতে অনুরোধ ক'রে অনেককে অনেক রকমে ভাবিয়ে তুলেছেন—দেখতে পাচ্ছি! কিন্তু তাঁদের "ভাবিত" দেখেও আপনাদের অনুরোধ অগ্রাহ্য ক'রতে আমি পা'রছি নে—কারণ আমার বাবার নামের দোহাই নিয়ে আমার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে সে অনুরোধ! আমি আমার বাবার শুধু মেয়ে নই—

সেক্রেটারীও! এটা আমার অহঙ্কার ব'লে মনে করবেন না আপনারা—আমি যদি আপনাদের আজ বলি যে—অনেক ব্যাপারে আমি আমার বাবার মনের গোপন কথাটির খবর রাখি—যা রাজনীতিক মহলে তাঁর অতি বিশ্বস্ত সহকর্ম্মীরাও অনেক সময়ে রাখবার সুযোগ পান না! কাজেই—শ্রমিক—সমস্যার সম্বন্ধে আমি আজ যদি আপনাদের কিছু বলি—তবে আপনারা স্বচ্ছন্দেই ধ'রে নিতে পারেন যে সে কথা আমার বাবারই মনের কথা!

জনতা। সূর্য্যকান্ত কি জয়!

পাঁচু। আমরা তাই ত শুনতে চাই!

নলি। রণদা বাবু—You see it was imprudent of you to let her speak here! She will let you down—as sure as—

রণদা। ব'লেছি ত নলিন বাবু—I fight clean!

মতি। (নিম্নস্বরে) ওকে বসিয়ে দাও—সমর দাস!

সমর। বলেন কি? জমীদার বাবু র'য়েছেন—ফ্যাক্টরীর মনিব র'য়েছেন—

রণদা। (বিস্ময়ের স্বরে)—কাকাবাবু!

দীপ্তি। আমার বাবারই মনের কথা তা হ'লে আমার মুখ থেকে আজ শুনুন আপনারা! রাজগঞ্জ থেকে এবার কাউন্সিলে নির্ব্বাচন-প্রার্থী যাঁরা—তার মধ্যে নগণ্যদের বাদ দিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি দু'টীমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বীকে—একজন স্থানীয় জমিদার—আর একজন—

জনতা। রণদাপ্রসাদ! রণদাপ্রসাদ কি জয়!

দীপ্তি। হ্যাঁ—রণদাপ্রসাদ! তিনি জমীদার নন—মজুর!

পাঁচু। ফোরম্যান!

দীপ্তি। ফোরম্যানও মজুর! মজুর ভিন্ন অন্য কিছু ব'লে তিনি নিজের পরিচয় দিতে চান না। এ কথা আমি শুনেছি—এই রাজগঞ্জ ফ্যাক্টরীরই মালিক ঐ ইন্দু দেবীর কাছ থেকে! লোকটী শক্তিমান দেখে (হাসিয়া) ধনী মালিক তাঁকে ক্রয় ক'রতে গিয়েছিলেন—প্রথমে ইঞ্জিনীয়ারি পোষ্ট—তারপর সিকি বখরা-দারির প্রলোভন দেখিয়ে!

ইন্দু। (উত্তেজিত স্বরে) দীপ্তি!

দীপ্তি। বাধা দেবেন না—ইন্দু দি! রণদাবাবু গর্ব্ব ক'রে ব'লেছেন—he fights clean! তাঁকে দেখিয়ে দেব যে—clean fighting তাঁরই একচেটিয়া নয়!

নলি। Here—here—দীপ্তি!

পাঁচু। এ সব কথা ত আমরা শুনি নি কখনো—ইঞ্জিনীয়ারি—বখরাদারি—অ্যাঁ—রণদা?

দীপ্তি। সে সব প্রলোভন উপেক্ষা ক'রে মজুর মজুরই রয়ে গেছেন! কাউন্সিলে গেলেও রণদাপ্রসাদ মনে প্রাণে মজুরই থা'কবেন—এটা তা হ'লে আপনারা বিশ্বাস ক'রতে পারেন!*

জনতা। রণদাপ্রসাদ জিন্দাবাদ—!

দীপ্তি। এখন আমার কাছে আপনাদের জিজ্ঞাস্য হয় ত এই যে ডাক্তার সূর্য্যকান্ত এ অবস্থায় আপনাদের কোন্ প্রার্থীটিকে নির্ব্বাচিত ক'রতে পরামর্শ দিতেন! আমার কথা বিশ্বাস করুন—আমি তাঁর অন্তরের কথা জানি—তিনি উপস্থিত থা'কলে মুক্তকণ্ঠে তিনি আপনাদের আজ ব'লতেন—"হে রাজগঞ্জের

অধিবাসীরা! তোমরা জমীদারকে নিও না—মজুরকে বেছে নাও—যে তোমাদের মুখের দিকে চাইবে, তোমাদের জন্য প্রাণপণ ক'রবে, তোমাদের সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী হ'য়ে তোমাদের মজুর জা'তটাকে দেশের মধ্যে একটা জীবন্ত শক্তিতে পরিণত ক'রবে!

জনতা। সূর্য্যকান্ত জিন্দাবাদ! রণদাপ্রসাদ জিন্দাবাদ!

(দীপ্তি বাক্স হইতে নামিল)

ইন্দু। দীপ্তি—ক'রলে কি ?

নলি। I am proud of you—my girlie। রণদা বাবু—(করমর্দ্দন)

রণদা। আপনি—You are a thorough gentelman—নলিনাক্ষ বাবু!

নলি। You are no less !

(বাক্সে উঠিয়া)

রাজগঞ্জের বন্ধুরা! দীপ্তি দেবীর এই বক্তৃতায় আমার জয়লাভের আশা আদ্ধেক পরিমাণ বিলুপ্ত হ'ল! আমি তাতে দুঃখিত নই—এ কথা ব'ললে মিছে কথা বলা হবে। তবে এটাও বিশ্বাস করুন আপনারা—যে—সে দুঃখে আমার খুব বড় সান্ত্বনা এই যে—আমি পরিষদে আপনাদের সদস্য হ'বার সৌভাগ্য না পেলেও—সে সৌভাগ্যের অধিকারী হবেন এমন একটী লোক—যিনি মানুষ হিসেবে আমার চাইতে হয় ত অনেকখানি বড়ই!

জনতা। জমিদার জিন্দাবাদ! সূর্য্যকান্ত জিন্দাবাদ! রণদাপ্রসাদ জিন্দাবাদ! বন্দেমাতরম্।

মতি। (দীপ্তিকে) আপনাকে আমি—আমি—

দীপ্তি। বলুন—

মতি। না—কিছু নয়।

(সরিয়া গেলেন)

গৌরী। আপনাকে ধন্যবাদ—!

দীপ্তি। আপনি দিচ্ছেন ?—কেন ?

গৌরী। মানে—

দীপ্তি। মানে—রণদা বাবু জিতলে আপনি সুখী হবেন—না কি ?

গৌরী। এই! তা ছাড়া আর কি ?

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কলিকাতায় মতিলালের বাটী—বসিবার ঘর

মতিলাল—রণদাপ্রসাদ

মতিলাল। বেশী ত নয়—মাসে হাজার টাকা মোটে !

রণদা। আমি নিতে পারি নে! এই দু'মাস নিয়েছি—উপায় ছিল না ব'লে ! এখন কিছু কিছু আ'সছে ঐ লেখাগুলো থেকে—

মতি। খবরের কাগজে প্রবন্ধ লিখে কত রোজগার ক'রবে শুনি ?

রণদা। আমার খরচাই বা কি ?

মতি। খরচায় কার্পণ্য করাটা হবে বোকামি—তোমার পক্ষে। বড় বড় লোকের সঙ্গে মেশা দরকার—ভাল পোষাক, ভাল বাড়ী, ভাল গাড়ী—

রণদা। আমি যে মজুর রণদাপ্রসাদ—সেটা ভুলে যেতে বলেন না কি ?

মতি। মনে মনে মনে রেখো—বাইরে যখন তখন প্রকাশ ক'রবার দরকার কি ? দেশের যারা মাথা—তাদের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চ'লতে হবে তোমার—নইলে সত্যিকারের ক্ষমতা ত হাতে পাবে না কোন দিন ! আর—তাই যদি না পাও তবে মজুর জাতের সত্যিকারের ভালও ক'রতে পার'বে না !

রণদা। সেই পুরানো কথা—"আগে দর্শনধারী—পিছে গুণ বিচারি।"

মতি। আজকের বক্তৃতা অতি চমৎকার হ'য়েছে তোমার! কিন্তু তাতে কাজ কতটুকু হবে ভা'বছ ? কাগজওয়ালারা দু'টো বাহবা

দিলে—ব্যস্! ঐ পর্য্যন্ত!—কিন্তু ধর গিয়ে—ঐ বক্তৃতাটাই যদি সূর্য্য রায়ের মুখ থেকে বেরুত—কী কাণ্ড হ'ত বল দেখি! কাউন্সিল-হাউস ফেটে চৌচির হ'য়ে প'ড়ত না এতক্ষণ?

রণদা। সূর্য্যরায় কি সূর্য্যরায় হ'য়েছেন—বড় বাড়ী, বড় গাড়ী আর দামী পোষাকের দৌলতে?

মতি। ঐ বস্তুগুলো না থা'কলে সূর্য্যরায়ের পক্ষে সূর্য্যরায় হওয়া শক্ত হ'ত!

রণদা। বলেন কি?

মতি। আমি ঢের দেখেছি রণদা—তুমি খামাখা তর্ক ক'রো না আমার সঙ্গে! টাকা লোকে তপস্যা করে পায় না—আমি তোমায় সেই টাকা অযাচিত এনে দিচ্ছি—তুমি দয়া ক'রে খরচ ক'রবে শুধু—এতেও নারাজ?

রণদা। নিজের যা নয়—তা নেওয়া মানে ত ধার করা!

মতি। তা যদি বল—ধার ত তুমি সেই তিন বছর বয়েস থেকেই ক'রে আ'সছ—আমার কাছে!

রণদা। নিশ্চয়! আশা আছে একদিন তা—

মতি। শুধে দেবে? দিও!—কিন্তু—কি ক'রে—তা শুনি?—খবরের কাগজে প্রবন্ধ লিখে?

রণদা। ভবিষ্যতে—

মতি। ভবিষ্যতে বড় হবে! হও—যাতে হ'তে পার—তারই জন্য টাকা দরকার!

রণদা। অর্থাৎ আরও কিছু ঋণ ক'রলে তবে আগের ঋণ শুধবার রাস্তা হ'তে পারে!

মতি। তাই!

রণদা। এ যাবৎ আমার জন্য কত খরচ ক'রেছেন কাকা বাবু?

মতি। সময় আসুক—হিসেব পাবে!

রণদা। তিন বছর থেকে সাতাশ বছর বয়েস হ'ল—চব্বিশ বছরে কমসে কম—আচ্ছা কাকাবাবু! আপনি আমায় রাস্তায় কুড়িয়ে পেয়েছিলেন—নয়?

মতি। ধর—সেই রকমই! সে কথা কেন?

রণদা। আমার বাবা—মা—

মতি। মা তখন ম'রে গেছেন—বাবা—

রণদা। বাবা?

মতি। তখন ছিলেন বোধ হয়—এখন আছেন কিনা—ঠিক—খবর রাখিনে! নেই হয়ত!

রণদা। তিনি কে ছিলেন? কি ক'রতেন?

মতি। নামটা ঠিক মনে প'ড়ছে না—রাসবেহারী কি শশিমোহন ঐ রকম কি হবে! লেখা আছে আমার খাতায়!

রণদা। ক'রতেন কি?

মতি। কি জানি! আমার সঙ্গে তাঁর ত কোন জানাশোনা ছিল না—কারু কাছে খবরও পাই নি! তা—এখন ওসব কথার দরকার কি? তুমি কেন এই ভেবে খুসী থা'কতে পা'রছ না যে—দুনিয়ায় আমি ছাড়া তোমার কেউ নেই? আমি তোমার জন্য যা ক'রেছি—তোমার বাপ কি তার চেয়ে বেশী কিছু ক'রতে পা'রত?

রণদা। তা পা'রতেন না! তবে—আমি অকৃতজ্ঞ নই কাকাবাবু—বাবা—মা—বড্ড জানতে ইচ্ছে হয় তাঁদের কথা! তাঁরা বড় লোক থাকুন—ছোটলোক থাকুন—

মতি। চোর থাকুন—জালিয়াৎ থাকুন—

রণদা। (চমকিয়া) কাকাবাবু!

মতি। কথার কথা ব'লছি!

রণদা। বড্ড নিষ্ঠুর কথাটা ব'লেছেন কাকাবাবু! (দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বসিয়া পড়িল) যদি জা'নতেন—ছেলেমেয়ের মন বাপ মায়ের জন্ম কেমন ক'রে কাঁদে—

মতি। গৌরীকে জিজ্ঞেসা ক'রে দেখব—

রণদা। (হাসিয়া) দেখবেন! তবে সে সত্যি কথা কম কয়! আপনাকে ধাপ্পা দেবে হয় ত!

মতি। (বিস্মিত ভাবে) গৌরী?

রণদা। আমায় ত ক্রমাগত—

মতি। ধাপ্পা দিচ্ছে?

রণদা। আপনাকে কিছুদিন থেকেই ব'লব ব'লব ভা'বছি—

মতি। গৌরীর কথা?

রণদা। তাকে আমি পাব—এ রকম একটা আশা অস্পষ্টভাবে আপনার কাছ থেকে বহুদিন থেকে পেয়ে আ'সছি ব'লেই এ কথা তুলতে সাহস ক'রছি! গৌরীকে কি আমায় দেবেন?

মতি। গৌরী আমার চেক-বইয়ের পাতা নয় যে—একটা সই মেরে ছিঁড়ে তোমার হাতে দিয়ে দিলাম!

রণদা। (হাসিয়া) তা বটে!

মতি। আমি তোমার বয়সে যেমন দিনমজুর ছিলাম—এখনও যদি তেমনি থা'কতাম—তা হ'লে হয় ত মেয়েকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ না ক'রে তোমায় ব'লে দিতে পা'রতাম—"পরশুদিন লগ্ন আছে —তুমি নাপিত পুরুত নিয়ে টোপর মাথায় দিয়ে চ'লে এস!"

রণদা। হেঃ হেঃ হেঃ—

মতি। তা ত নয়! ডার্বির টিকিটখানা অনেক জিনিষই ওলোটপালট ক'রে দিয়ে গেছে! মজুর মতিলাল হ'য়েছে মিলিওনেয়ার মতিলাল—ট্রেড ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট—

রণদা। একটা পিতৃমাতৃহীন কুড়ানো ছেলে হ'য়ে উঠেছে বাংলার আইন পরিষদের একজন হোমরা চোমরা সদস্য—কালে হয়ত প্রধান মন্ত্রীও হবে!

মতি। আর যে মেয়ে হ'তে পা'রত একটা ডুরে-পরা নোলক-নাকে ঘর-নিকোনোর এক্স্‌পার্ট্‌—সে হ'য়ে প'ড়েছে বেথুনের গ্রাজুয়েট আধুনিকা তরুণী—ইংরিজী বকে, টেনিস খেলে—গান গায়, পুরুষ মানুষের সঙ্গে প্রেম আর বিয়ে নিয়ে নির্ভয়ে সমান গলায় তর্ক চালায়! তাকে কবে পাবে—মোটে পাবে কিনা—তা তার বুড়ো বাপ্‌কে জিজ্ঞেসা না ক'রে তা'কেই কর বাবা!

রণদা। ক'রেছি—অনেকবার!

মতি। সুবিধে হয় নি বুঝি?

রণদা। বলে—হেঃ হেঃ হেঃ—বুঝতে পা'রছি নে—

মতি। ঐ নাও—

রণদা। বলে—ফাল্গুণ আসে নি!

মতি। রাঁচীতে একটা চিঠি লিখে দাও—তারা এসে ওটাকে নিয়ে যা'ক! তুমিও নিশ্চিন্ত হও—আমিও নিশ্চিন্ত হই!

(উঠিলেন)

রণদা। বেরুবেন নাকি?

মতি। হ্যাঁ—ট্রেড ইউনিয়নের অফিসে যাব! টাকা হাজার খানিক

ক’রে নিও বাবা—ও যা আছে সবই ত তোমার!—ওই গৌরীটের ফাল্গুণ মাস আসবার যা কিছু দেরী। (প্রস্থান)

রণদা। হাঃ হাঃ হাঃ—

পাশের দরোজায় পর্দা ঝুলিতেছিল—তাহাই সরাইয়া গৌরীর প্রবেশ।

রণদা। Good God!

গৌরী। ভূত দেখলে না কি?—মানে পেত্নী?

রণদা। তুমি কি এই এলে—না—ঐ পর্দ্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিলে?

গৌরী। যদিই বলি—দাঁড়িয়ে ছিলাম?

রণদা। লুকিয়ে পরের কথা শোনা অন্যায়!

গৌরী। পর কে?

রণদা। তোমার বাবা পর না হ’তে পারেন—কিন্তু—আমি?

গৌরী। তুমি ত প্রসাদ “দাদা”—পর হ’তে যাবে কেন?

রণদা। দাদা? (দীর্ঘ নিঃশ্বাস) ‘দাদা’র চাইতে পর কে?

গৌরী। কি রকম?

রণদা। রাস্তার লোক পর হ’লেও তার একদিন আপন হওয়া অসম্ভব নয়—অন্ততঃ হওয়ার পক্ষে শাস্ত্রীয় নিষেধ কিছু নেই! কিন্তু যে “দাদা”—

গৌরী। হিঃ হিঃ হিঃ—ভুল হ’য়েছে—“দাদা” তুমি নও—“দা”—প্রসাদ “দা”! ‘দাদা’ আর ‘দা’—দু’টোতে তফাৎ ঢের!

রণদা। ধড়ে প্রাণ এলো! কিন্তু গৌরী—আর এ ভাল দেখাচ্ছে না!

গৌরী। কি?

রণদা। মানে—“কতকাল আর—

বক্তিয়ার আশাবৃক্ষে সিঞ্চিবে সলিল?”

গৌরী। এখুনি ব্যস্ত ? সলিল সেচন ক'রতে থাক—মাটী কাদা হ'য়ে যা'ক আগে—সে কাদায় আছাড় খেয়ে হাড় গোড় ভাঙ্গো দু'চার খানা—তবে যদি শাহাজাদীর মনে করুণা জাগে!

রণদা। সোজা কথা বল দেখি—ব্যাপার খানা কি ? আর কাউকে ভালবাস ব'লে মনে হয় ?

গৌরী। অনেককে! প্রথম ধর—ঐ একটা লোক ত'পসে মাছ ফিরি ক'রতে আসে রোজ—তাকে দেখলে আর আমাতে আমি থাকি নে! অমন ত'পসে আমি আর কারু ঝাকায় দেখিনি কোনদিন—হগ মার্কেটের কোন ষ্টলেও না!

রণদা। (উঠিয়া) আর জন্মে ত'পসে মাছ-ওলাই হব!

গৌরী। চ'ললে না কি ?

রণদা। যাই—একটা আর্টিকেল দিতে হবে কা'ল অমৃতবাজারকে! একছত্রও লেখা হয় নি।

গৌরী। আমার প্রেমাস্পদদের নাম গুলো শুনে গেলে না সব ?

রণদা। ওর আর শুনব কি ? বুঝতেই পেরেছি! জার্ম্মাণীর হিটলার থেকে স্বুরু ক'রে কলাবাগানের করিমুল্যা পর্য্যন্ত কেউ তোমার প্রেম থেকে বঞ্চিত নয়! আমি চলি এইবারে! তোমার ফাল্গুণ আর আমি না ম'লে আসবে না! (প্রস্থানোদ্যত)

(বেয়ারা কার্ড লইয়া আসিল)

গৌরী। (কার্ড দেখিয়া) নলিনাক্ষ বাবু! দীপ্তি! নিয়ে এস—তুমি একটু ব'সে যাও না প্রসাদ দা! এঁরা এলেন—

রণদা। নিশ্চয়! নলিন বাবুর সঙ্গে অনেকদিন দেখা নেই!

(নলিনাক্ষ ও দীপ্তির প্রবেশ)

নলি। রণদা ভাই! কেমন আছ?—গৌরী দেবী—মেজাজ শরিফ? (নমস্কার)

গৌরী। আসুন আসুন! এস ভাই দীপ্তি!—প্রসাদ দা চ'লে যাচ্ছিলেন —তোমার নাম শুনে ব'সেছেন একটু!

দীপ্তি। তাই নাকি রণদা বাবু? আমরা টেলিফোন ক'রেছিলাম আপনার ফ্ল্যাটে! শুনলাম আপনি এখানে এসেছেন। তাই সশরীরে চ'লে এসেছি—Congratulate করবার জন্যে!

রণদা। Very kind of you! কিন্তু Congratulationটা কিসের জন্য?

দীপ্তি। বাঃ—আপনার maiden speech—কাউন্সিলে—

নলি। Everybody was surprised! কোন নূতন লোকের পক্ষে—প্রথম দিনে দাঁড়িয়েই ও রকম speech দেওয়া—কোনদিন দেখা যায় নি!

রণদা। বলেন কি? অসাধারণ কিছু ক'রেছি ব'লে ত নিজে বুঝতে পারি নি মোটেই!

দীপ্তি। আমরা পেরেছি—কি বল গৌরী?

রণদা। মানে?

নলি। মানে—আমরা সকলে visitors' galleryতে ছিলাম যে! আমি, দীপ্তি, গৌরীদেবী—

রণদা। গৌরীও? বলেন কি? গৌরী ত এখন পর্য্যন্ত আমায় বলে নি!

দীপ্তি। আপনি ভেবেছিলেন—বন্ধুদের জয়গৌরবের অংশ থেকে বঞ্চিত ক'রবেন! তা কি হয়? আমরা সবাই ঠিক সময়টাতে গিয়ে হাজির হ'য়েছি!

নলি। কি যে আনন্দ হ'চ্ছিল—রণদা! ইলেকসনে হেরে গেছি ব'লে কোন ক্ষোভ যদি আমার মনের কোণে কোথাও একটুখানি থেকেও থাকে এতদিন—আজ তা ষোলো আনাই মুছে গেছে! Fate has given the victory to the better man!

দীপ্তি। Fate in the form of a lovely woman—whose name is—দীপ্তি রায়!

রণদা। আমি তা কখনো ভুলব না দীপ্তিদেবী! আপনার সেই বক্তৃতা—

দীপ্তি। ভুলতে আমি দিলে ত? হিঃ হিঃ হিঃ—

গৌরী। আমি এক মিনিট ভিতর থেকে আসছি—নলিনাক্ষ বাবু!

নলি। নিশ্চয়!

দীপ্তি। Good God! মুখটা ওর হঠাৎ ও-রকম কালি মেড়ে গেল কেন I wonder if she is—

নলি। Jealous? হাঃ—হাঃ—হাঃ—

রণদা। Jealous? মানে?

দীপ্তি। "আপনি ভুলবেন না—আমি আপনাকে ভুলতে দেব না"—এসব কথা—

রণদা। What an idea!

নলি। Excuse me—রণদা! তোমাদের ভিতরের অবস্থাও কি আমার আর দীপ্তির মতন? না—আর কিছুদূর এগিয়েছে?

দীপ্তি। What a slly way of putting such a question!

রণদা। মানে—আপনাদের ভিতরকার অবস্থা ত ঠিক জানিনে—নলিন দা?

নলি। জান না? আমি ভা'বতাম—সারা তুনিয়া বুঝি জানে! দীপ্তি

আমাকে কি ক'রেছে জান? কংগ্রেস যেমন বাঁটোয়ারাকে ক'রেছে—না—গ্রহণ না—বর্জ্জন!

রণদা। হাঃ হাঃ হাঃ—

নলি। ছেড়ে দিতেও মন চায়না—টেনে নিতেও সাহস হয় না—! এমনি চ'লেছে আজ এক যুগ!

দীপ্তি। It's a damned exaggeration—রণদাবাবু!

রণদা। গৌরীর কথা যদি তুললেন—নলিন দা—

(গৌরীর প্রবেশ)

গৌরী। দীপ্তি যেখানে উপস্থিত—সেখানে আবার গৌরীর কথাও তুলতে হয়? দুধ থা'কতে ঘোল কে খাবে?

নলি। যার হজম ক'রবার শক্তি কম—সে ঘোলই পছন্দ করে গৌরী দেবী! যথা—আপনার এই দীন ভৃত্য।

দীপ্তি। I call it shameless! আমার সামনে যদি তুমি ফের এই রকম কথাবার্ত্তা বল—নলিন দা—আমি কাঁদব—তা ব'লে দিচ্ছি!

বেয়ারা চা ইত্যাদি লইয়া আসিল)

নলি। এ আবার কেন—গৌরী দেবী?

দীপ্তি। আমি খাই—খাই করছি—তা গৌরীর বুঝতে দেরী হয়নি! (ভোজন)

নলি। আমার যদিও হজম ক'রবার শক্তি কম—তবু—(ভোজন)

রণদা। আমার যদিও কম নয়—তবু উপস্থিত স্রেফ এক কাপ চা— (পেয়ালা তুলিল)

গৌরী। খেতে লজ্জা হ'চ্ছে? আমি চো'খ বুজি—নলিনাক্ষ বাবুও বুজুন—দীপ্তি ভাই! তুমি একটা কিছু ওঁর মুখে তুলে দাও ত! (চক্ষু বুজিল)

নলি। আপনার বাড়ীতে অতিথি—আপনার আদেশ ত অমান্য করতে পারিনে! (চক্ষু বুজিল)

রণদা। গৌরী! তোমার বাবা যা ব'লছিলেন—তোমায় রাঁচীতেই—

দীপ্তি। এরা চোখ বুজেছে যখন—এই অবসরে একটা সত্যিকার মুখ-রোচক জিনিষ আপনাকে উপহার দিই রণদাবাবু! (জামার ভিতরে হাত দিল)

নলি। (লাফাইয়া উঠিয়া) If it is going to be a kiss—I would protest!

গৌরী। why should you? ওঁর হজম ক'রবার শক্তি বেশী—শুধু চা আর কেক খেয়ে কি করে বাঁচবেন? বসুন—নলিনাক্ষবাবু—চোখ মেলে থাকেন ত বুজুন আবার।

দীপ্তি। চোখ মেলে দেখ সখি—চুম্বন নয়—পত্র। (রণদাকে পত্র দিল)

গৌরী। পত্র? (চোখ মেলিল)

নলি। প্রেমপত্র? That's worse।

রণদা। প্রেমপত্র নয়—নিমন্ত্রণ পত্র। ডক্টর রায় একবার দেখা করতে লিখেছেন।

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাজগঞ্জে—ফ্যাক্টরী সন্নিহিত পথ

শ্রমিক রমণীগণের গান করিতে করিতে প্রবেশ।

শ্রমিক রমণীগণের গান

ছিরিকিষ্ণ কান্‌হাইয়া—কা'ল বাঁশী মৎ বাজাও!
কা'ল আছে রবিবার—কারখানার
(কুঞ্জ) মৎ সাজাও।

হামলোক আস্‌বো নেই—
চার বাজেমে জাগবো নেই—
খাটিয়ামে করবো আরাম—
ডেকে মরে যদি—রাজাগজাও।
(ছিরিকিষ্ণ কান্‌হাইয়া)

আট বাজবে যব্—আঁখ মেল্‌বো—
পিয়ালা ভর্‌কে চিয়া গিল্‌বো—
ছোটা লেড়কীনে হুকুম চাল্‌বো—
(আও) তামাকুল ছিলম চঢ়াও।
(ছিরিকিষ্ণ কান্‌হাইয়া)

রসুই হোবে চিংড়ি চচ্চড়ি—
দু'গো পাপ্পর—ভাজব পাকৌড়ি
হপ্তা পূরা মিলা—দো'চার বনাবো
পূরা মজেদার হিল্‌সা ভাজাও।
(ছিরিকিষ্ণ কান্‌হাইয়া)

সাম্‌কো আস্‌মান কর্‌বে ঝক্‌মক্‌—
সব কোই পীবে সরাব ঢক্‌-ঢক্‌—
মাদল বাজায়কে মরদ বোল্‌বে
"নাচ লাগাও—গান চালাও।"
(ছিরিকিষ্ণ কান্‌হাইয়া)

(গান করিতে করিতে প্রস্থান)

(সমরদাস প্রভৃতির প্রবেশ)

সমর। কা'ল রবিবার আছে—কালই প্রেসিডেণ্টের কাছে যেতে হয়!

পাঁচু। অমনি রণদার কাছেও যেয়ো! এ বিষয়ে কোন আইন করিয়ে নেওয়া যাবে কি না—ভেবে দেখার দরকার।

নন্দ। যাবে না মানে? আলবৎ যাবে!

রাম। তাতে সময় লাগবে—এ-দিকে আমাদের শিরে সংক্রান্তি!

পাঁচু। তা বটে—দিন তিনেকের ভিতরেই এসে প'ড়ছে ঐ সর্ব্বনেশে কলকব্জা গুণো!

নন্দ। যখন কর্ত্তা কালাপানি পেরুলেন তখনই জানি আমাদের বরাতে কষ্ট আছে!

সমর। শোন তোমরা—দাঁড়াও! কথাটা আমি যা ব'লছি বেশ ভাল করে বোঝ! তোমরা নিজেরা না বুঝলে এই দশ হাজার ভাইদের তোমরা বোঝাবে কি করে?

সকলে। বল না—বল না!

সমর। মনিব ঠাকরুণ ব'ললেন—এখানে দশহাজার মজুরে মিলে আমরা যে জিনিষ ফি সাল তৈরী করি—আমেরিকায় যে কোন কারখানায়—দশহাজার মজুরে ক'রতে পারে তার পাঁচগুণ।

পাঁচু। সাহেবের দেশে সাহেবরা অমন অনেক কিছু পারে—তার জন্ম আপশোষ করতে গেলে আমাদের চলে কখনো?

সমর। স্যার চিরঞ্জীব বিদেশে গিয়ে সেই সব দেখে শুনে লোভে প'ড়েছেন। এক আঁচড়ে বারোলক্ষ টাকার মেসিনারী কিনে পাঠাচ্ছেন রাজগঞ্জের ফ্যাক্টরীতে—

নন্দ। আমাদের অন্নটী মারবার জন্যে!

সমর। নিশ্চয়! আমাদের অন্নটী মারবার জন্যে! এই কথাটা এই দশহাজার লোককে আজ সারা রা'ত ধ'রে আমাদের বোঝানো চাই—বুঝিয়ে তাদের শক্ত ক'রে রেখে কাল সকালেই আমরা দু'তিন জন চ'লে যাব প্রেসিডেণ্টের কাছে! এ কিছুতেই হ'তে দেওয়া হবে না। মেসিন ব'সলে মানুষের কদর থাকে না!

রাম। মানুষ হয় তখন মেসিনের চাকর! মেসিন চালানোই হয় তার একমাত্র কাজ!

সমর। রয়েল রীডারে প'ড়েছিলাম—'Licking the foot that kicks'—যে পায়ে লাথি মারছে সেই পা চেটে বেড়ানো! মেসিন আমাদের অন্ন মারবে—আর আমরা মেসিনের তোয়াজ ক'রব—ঝাড়পোঁছ ক'রব—জল যোগাব—কয়লা ঢালব—হাঃ! হাঃ! হাঃ!

সকলে। হাঃ! হাঃ! হাঃ!

নন্দ। মজা মন্দ নয়!

(ইন্দুলেখার প্রবেশ)

ইন্দু। সমরদাস!

(সকলে চমকিয়া ফিরিল)

সমর। আজ্ঞে—

ইন্দু। মেসিন তোমাদের অন্ন মারবে—এ ধারণা তোমাদের কেন হ'ল?

সমর। মারবে না?

ইন্দু। না।

সমর। কি ক'রে এ কথা ব'লছেন?—ভাল মেসিনের দৌলতে আমেরিকায় একজন লোক এখানকার পাঁচজন লোকের সমান মাল উৎপন্ন করে—

ইন্দু। তাই কি?

সমর। তাহ'লেই ধরুন—এখানে সেই মেসিন বসাবার সঙ্গে সঙ্গেই আপনার একটা পথ বেছে নিতে হবে—দশহাজার মজুর রেখে পঞ্চাশ হাজার লোকের মত মাল তৈরী করানো—না—দশ হাজার লোকেরই মত মাল ওঠাবার জন্ম মাত্র দুই হাজার মজুর ফ্যাক্টরীতে রাখা।

ইন্দু। ব'লে যাও।

সমর। এখন যা মাল উঠছে তার পাঁচগুণ মাল ওঠালে কাটতি হ'বে না দেশে।

ইন্দু। কেন হবে না?

সমর। হঠাৎ দেশের চাহিদা বেড়ে যাবে—ব'লছেন?

ইন্দু। না বাড়ে—বিদেশ থেকে কম মাল আমদানী হবে।

সমর। বিদেশী ফার্ম্মেরা তাতে খুসী হবে না। আর—আমাদের দেশের লোক মন্ত্রী টন্ত্রী হ'য়েছে যদিও—বিদেশী সওদাগরের দলের নিজের

স্বার্থরক্ষা করবার মত ক্ষমতা এখনো পূরো মাত্রায় আছে— খবরের কাগজ প'ড়লে ত এই মনে হয়!

ইন্দু। আছে—তবে বেশী দিন না থা'কতে পারে!

সমর। সময়ে অনেক কিছু হ'তে পারে—তা বুঝি! কিন্তু দেখুন— আইনের পরিবর্ত্তন হ'তে যদি পাঁচটা বছরও লাগে—সে পাঁচ বছর আমরা দাঁড়াই কোথা? যে মুহূর্ত্তে আপনি দেখবেন পাঁচগুণ বেশী মাল কাটবার উপায় আপাততঃ দেশে নেই—সেই মুহূর্ত্তেই কি আপনি লোক কমিয়ে দেবেন না? আমরা বেশ বুঝতে পা'রছি—মেসিন বসার ছয় মাসের মধ্যে রাজগঞ্জ ফ্যাক্টরীর দশ হাজার মজুরের ভিতর আট হাজারের চাকরী যাবে!

সকলে। নিশ্চয়ই যাবে!

ইন্দু। নিশ্চয়ই যাবে না!

সমর। যাবে না?

ইন্দু। আমি তোমাদের লেখাপড়া ক'রে দিচ্ছি সমরদাস—রাজগঞ্জ ফ্যাক্টরীতে যে দশ হাজার লোক এখন কাজ ক'রছে—কোন গুরুতর অন্যায় না করলে তাদের একটী প্রাণীকেও আমি কখনো কাজ থেকে বরখাস্ত ক'রব না! দেশের শিল্পের উন্নতি ক'রবার জন্য আমরা চেষ্টা ক'রতে চাচ্ছি—দেশের আট হাজার মজুরকে নিরন্ন করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়! তোমরা মাথা ঠাণ্ডা কর সমর দাস! মনিব তোমাদের শত্রু নয়—এইটে বুঝবার চেষ্টা কর! টনি—টনি—কুকুরটা গেল কোথায়? (প্রস্থান)

পাঁচু। কোথায় যাচ্ছেন উনি?

রাম। নদীর দিকে বেড়া'তে—রোজই এই বিকেল বেলায়—

নন্দ। কথাটা যা ব'ললেন—মন্দ নয়! আমাদের এ মনিব—এতকাল ধরে দেখছি—এঁদের শত্রু ব'লে মনে করা শক্ত!

সমর। যে তোমায় মজুর থেকে ভিখিরী ক'রে তুলতে চায়—সে তোমার শত্রু নয়?

সকলে। ভিখিরী?

সমর। ও কথাটার অর্থ কি দাঁড়ায়—বাপধন? দুই হাজার লোকের বেশী আমার দরকার নেই অথচ আমি দশ হাজার লোকের মাইনে জোগাব! অর্থাৎ আট হাজার লোককে বসিয়ে খাওয়াব—অর্থাৎ হপ্তা হপ্তা নিয়মিত ভিক্ষে দিতে থাকব! অনন্ত কাল!

পাঁচু। ভিক্ষে? তাই ত!

রাম। তাই ত!

নন্দ। ভিক্ষে? অ্যাঁ?

সমর। অনন্তকাল ভিক্ষে ওরা দিয়ে যেতে পারবে—তা ঠিক! এতকাল লাভ খেয়ে খেয়ে মোটা হ'য়েছে—এখন না হয় খাবে না—যতদিন আইন ক'রে বিদেশী সওদাগরদের কায়দা ক'রতে না পা'রবে! কিন্তু কথা এই—আমরা কি ভিখিরীর দল?

সকলে। কভি নেহি!

সমর। তবে? কাজ ক'রবার জন্য আমাদের চাই না—তবে মাইনে আমরা নেব কোন্ মুখে?

সকলে। নেব না!

সমর। না খেয়ে ম'রব—তবু ভিক্ষে নেব না! কাজ ক'রে খাওয়ার অধিকার যে আমাদের থেকে কেড়ে নিতে চায়—তার চেয়ে বড় শত্রু কে আমাদের? ওই মেসিন নিয়ে ষ্টীমার এসে রাজগঞ্জের ঘাটে ভিড়ুক—আমরা গঙ্গায় ডুবিয়ে দেব সে অপয়া ষ্টীমার!

রাম। চল সবাইকে বলি।

নন্দ। সবাইকে আমরা ব'লব'খন—তুমি সমরদাস ক'াল সকালেই ক'লকেতায় রওনা হও। প্রেসিডেণ্ট কি বলেন সেটা—

পাঁচু। আর রণদা কি বলে—সেটাও—

তৃতীয় দৃশ্য

ডক্টর রায়ের বাটী

সূর্য্যকান্ত—শঙ্করলাল

শঙ্কর। হঠাৎ এ রকম একটা Crisis এসে গেল—

সূর্য্য। হঠাৎ কোন জিনিষই হয় না পলিটিক্‌সে—অনেকদিন থেকেই জমিন তৈরী হ'চ্ছিল শঙ্করলাল বাবু!

শঙ্কর। এত ধীরে ধীরে হ'চ্ছিল যে—আমরা ভেবেছিলাম—কংগ্রেসের হাতে ক্ষমতা আ'সতে আ'সতে আরো বার দুই অন্ততঃ জেনারেল ইলেকসন হ'য়ে যাবে!

সূর্য্য। ততটা না হ'ক—কিছু দেরী অন্ততঃ হ'তই! তবে এই যুদ্ধের ব্যাপারটায়—

শঙ্কর। হ্যাঁ—কংগ্রেস ছাড়া অন্য কেউ যুদ্ধের সময় দেশের লোককে চালিয়ে নিয়ে যেতে পার'বে না যে—তা সকলেই বোঝে!

সূর্য্য। গবর্ণর বুঝেছেন—বর্ত্তমান ক্যাবিনেটও বুঝেছেন! তাই এই কোয়ালিশন!

শঙ্কর। নতুন ক্যাবিনেটে আমরা আদ্ধেক হব ত?

সূর্য্য। হাঁ—সেই রকমই কথা হ'য়েছে।

শঙ্কর। আপনি প্রিমিয়ার নিশ্চয়?

সূর্য্য। সেটা না হ'লেও চ'লত—কিন্তু গবর্ণর নিজে ওটার উপর একটু বেশী জোর দিচ্ছেন!

শঙ্কর। He is a far-seeing man!

সূর্য্য। আপনার ওপর প'ড়বে একটা গুরুতর কাজের ভার—শঙ্করলাল বাবু!

শঙ্কর। বলুন—কিন্তু—জানেন ত আমার সময় নেই মোটেই!

সূর্য্য। স্যার চিরঞ্জীব আমেরিকায়—এখন ব্যবসায়ী লোক আমাদের ভেতর এক আপনিই আছেন! Trade and Industryর পোর্টফোলিওটা—আপনাকে নিতে হবে।

শঙ্কর। পেরে উঠব? মানে—সময় দিতে পারব কি?

সূর্য্য। খুব ভাল একজন সেক্রেটারী দেব আপনাকে। নতুন লোক—কিন্তু জিনিষটা সম্বন্ধে জ্ঞান আছে। আর—সে লেবারের লোক—শ্রমিক বিভ্রাট যদি কোথাও ঘটে—ধর্ম্মঘট ত লেগেই আছে আজকাল—তার influence এ কাজ পাবেন ঢের।

শঙ্কর। কে—বলুন ত।

সূর্য্য। ঐ যে—সেদিন যার maiden speech শুনে আমরা সব থ' মেরে গিয়েছিলাম! রণদাপ্রসাদ!

শঙ্কর। বটে—বটে—ছোকরার এলেম আছে! তা বেশ! কোথাকার লোক?

সূর্য্য। রাজগঞ্জ থেকে বাই-ইলেকসন পেয়ে এসেছে। ওখানকার জমিদারকে হটিয়ে দিয়েছিল মশাই—এত ওর প্রতিপত্তি সেখানে!

শঙ্কর। তা—কংগ্রেসের লোক নয়—তাকে নিচ্ছেন ?

সূর্য্য। কোয়ালিশন যখন! আর কংগ্রেসে লেবারে সত্যিকারের তফাৎ কতটুকু ?

শঙ্কর। তা সত্যি। আচ্ছা—সন্ধ্যেবেলা কথা হবে এখন! (উঠিলেন)

সূর্য্য। আজই সব ফাইনাল হবে কিন্তু! রাত্রি ৯টা—কাউন্সিল হাউস—মনে থাকবে ত ?

শঙ্কর। মনেও থাকবে—আসবও নিশ্চয়! কেবল ভাবছি—সময় পেলে হয়! (প্রস্থান)

(দীপ্তির প্রবেশ)

দীপ্তি। শেষকালে Trade and Industry ? দূর!

সূর্য্য। তুই বুঝি লুকিয়ে—

দীপ্তি। আধ ঘণ্টা থেকে দাঁড়িয়ে রয়েছি—শঙ্করলাল বাবু কি উঠতে চান ?

সূর্য্য। Trade and Industryটা মন্দ হল কিসে ?

দীপ্তি। Home বা Foreign না হলে কি মানুষ উন্নতি করতে পারে ?

সূর্য্য। শনৈঃ শনৈঃ! একেবারে green! আমি এতেই ভয় পাচ্ছি দীপ্তি! ভরসা এই যে—লেবার সম্বন্ধে অনেক কিছু জানে ছোকরা!

দীপ্তি। ও যে যে কোন ডিপার্টমেণ্টে যে কোন কাজ অন্য যে কোন লোকের চাইতে ভাল চালাতে পা'রবে—তার জন্যে আমি শির জামিন রা'খতে রাজী আছি।

সূর্য্য। বাঃ বাঃ—তোর মতলবটা কি খুলে ব'লতে পারিস ? নলিনাক্ষকে ভাসিয়ে দিবি না কি!

প্রি। নলিন দা? what is he to me?

ধ্য। দীপু—

প্রি। মানে—prospective স্বামী হিসেবে!

ধ্য। আমি কি তা হ'লে এতদিন—

প্রি। ভুল বুঝেছ বাবা!

ধ্য। নলিনাক্ষ জানে?

প্রি। জা'নবে! আর—তার ত grumble ক'রবার কিছু নেই! আমি তাকে কোন আশা ত দিই নি কোন দিন!

ধ্য। দাও নি? আমি যেন—

প্রি। তুমি দেখেছ যে আমি দিয়েছি? ভুল তোমার! what you have seen was innocent flirtation!

ধ্য। Innocent flirtation আর—ওটাকে কি ব'লব—earnest love-making-এর তফাৎ বুঝবার মত দিব্যদৃষ্টি আমার নেই—তা স্বীকার ক'রছি! কিন্তু যাক—তা হ'লে poor নলিনাক্ষের কথা ছেড়েই দিই—What are your intentions in respect of this new hopeful? Innocent flirtation—না অন্য কিছু?

প্রি। তুমি যে কি ক'রে গবর্ণমেণ্ট চালাবে বাবা—আমি যদি কিছু বুঝতে পারি!

ধ্য। গবর্ণমেণ্ট চালানো—তোমার মত একটি মেয়েকে চালানোর চাইতে ঢের সোজা কাজ বৎসে!

প্রি। আমি তোমায় বলি নি যে—নলিন দাকে যে ইলেকসনে হারিয়ে দিতে পেরেছিল রণদা—তার immediate cause ছিল আমার সেই বক্তৃতা?

সূর্য্য। তা ব'লেছ! I owe you a grudge on that account! আমার দোহাইয়ের জোরে আমার বন্ধুপুত্রকে জবাই করা—It was un-heard-of impudence!

দীপ্তি। বন্ধুপুত্র বড়—না—

সূর্য্য। না—জামাই বড়? Say the word and have done with it!

দীপ্তি। The time is not yet! এখন এইটুকু শুধু ব'লতে পারি যে—রাজগঞ্জের খেলার মাঠে রণদার সেই সাদা কথা বক্তৃতাটুকু শুনে—a revelation came to me! চোখের পলকে বুঝে ফেললাম—এ লোকটা বড় হবার জন্য জ'ন্মেছে—এত বড় যে—সাত জন্ম তপস্যায়ও নলিনদা তার কাছে পৌঁছোতে পা'রবে না!

সূর্য্য। হুঁ—অমনি তুমি দাঁড়িয়ে উঠে এক লেকচার ঝা'ড়লে!

দীপ্তি। স্বীকার ক'রছি—সে লেকচার নিস্বার্থ ন্যায়বুদ্ধির দ্বারা প্রণোদিত ছিল না—যে বড় হ'তে জন্মেছে—তাকে বড় ক'রে তোলার একটা—কি বলে—অবচেতন আকাঙ্ক্ষা—sub-conscious eagerness—

সূর্য্য। যথেষ্ট হ'য়েছে! এইবার তুমি পিয়ানো বাজাও গিয়ে—আমার কতগুলো চিঠি লেখবার আছে!

দীপ্তি। মানে? চারটের সময় না তোমার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মীটিং?

সূর্য্য। Good God! I nearly forgot! মোটে আধঘণ্টা বাকী আছে! কোন কথা যদি তুমি আমায় সময় থা'কতে ব'লবে! অকারণ যে সময়টা বক্ বক্ ক'রে মরলাম তোমার সঙ্গে—এতক্ষণ যে আমি—ছিঃ ছিঃ— (দ্রুত প্রস্থান

।প্তি। হিঃ হিঃ হিঃ—

(রণদার প্রবেশ)

ণদা। এত হাসি কেন?

।প্তি। তুমি? এস—ব'সো।

ণদা। বেয়ারাকে কার্ড দিতে যাচ্ছিলাম—তাতে সে ব'ললে—"চলিয়ে যান হুজুর। আপনের কাছে মেম সাব সব টাইমেই at home।"

।প্তি। লোকগুলো কি ক'রে চট্ ক'রে বুঝে ফেলে—দেখেচ? আমি কোন চাকরকে কখনো যদি কিছু ব'লে থাকি!

ণদা। ডক্টর কোথায়?

।প্তি। তুমি কি ডক্টরের কাছে এসেছ—না—আমার কাছে?

ণদা। তোমার কাছে ইচ্ছে হ'লেই আসতে পারি—এটা তোমার চাকর বেয়ারারা সবাই বুঝে থা'কলেও আমি ত এতদিন বুঝতে পারি নি।

প্তি। তার কারণ—তোমার বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে তোমার প্রেম—I mean your love for Gouri।

ণদা। গৌরীর দেখাই পাইনা আর আজকাল।

।প্তি। ওঃ—নলিন দার সাথে বেড়াতে যায় ত অনেক সময়!

ণদা। না কি?

।প্তি। বেশ মানায় ওদের দু'টীতে।

ণদা। আমার সাথে গৌরীকে মোটেই বুঝি মানায় না?

।প্তি। তুমি যে কি বোকা!

ণদা। বোকা?

।প্তি। I mean—এখন কি তোমার গৌরীর কথা নিয়ে মাথা ঘামাবার সময়?

রণদা। নয় ?

দীপ্তি। নিশ্চয়ই নয়! এখন দু'চার বছর ত নয়!

রণদা। এ কথার মানে কিছু বুঝলাম না দীপ্তি!

দীপ্তি। এখন তোমার নিজের জীবন গ'ড়ে তোলবার সময়! সৌভাগ্যে মন্দিরে সিংহদ্বার খুলে গিয়েছে তোমার জন্যে—সোজা ভিতরে এগিয়ে যাও—"গৌরী—গৌরী" ক'রে পিছন পানে তাকিয়ো না বার বার!

রণদা। সৌভাগ্যের মন্দির ?

দীপ্তি। কোয়ালিশান গবর্ণমেণ্ট হ'তে যা'চ্ছে—শুনেছ অবশ্য ?

রণদা। শুনলাম ত!

দীপ্তি। বিশেষ মাথা ঘামাও নি বোধ হয়—তা নিয়ে!

রণদা। তা ঘামিয়েছি বই কি! এত বড় একটা পরিবর্ত্তন!

দীপ্তি। দেশের ?

রণদা। দেশের বই কি!

দীপ্তি। তোমার যে কিছু পরিবর্ত্তন হ'তে পারে এতে—তা ভাব নি বোধ হয়!

রণদা। সে কি ? আমার ?

দীপ্তি। অসম্ভব না কি ?

রণদা। আমায় ক্যাবিনেটে নিচ্ছে না কি ? হাঃ হাঃ হাঃ—

দীপ্তি। একদিন নেবে! আপাততঃ—

রণদা। আপাততঃ ?

দীপ্তি। সেক্রেটারী!

রণদা। (উঠিয়া) দীপ্তি!

দীপ্তি। কি ?—চ'মকে উঠলে কেন ?

রণদা। তুমিই ঘটিয়েছ এটা!

দীপ্তি। না—বাবাই তোমায় বেছে নিয়েছেন।

রণদা। কিন্তু—কিন্তু—

দীপ্তি। কিন্তু?

রণদা। I must remain loyal to Labour! শ্রমিকদের কাজ ছেড়ে ত অন্য কিছু আমি করতে পারব না!

দীপ্তি। এই কথা? বাবা তোমায় Trade and Industryতেই নেবেন।

রণদা। তাঁকে ধন্যবাদ!

দীপ্তি। আর আমাকে?

রণদা। (হাসিয়া) তুমি ত নিজেই বললে যে তুমি কিছু করনি আমার জন্য। তোমায় কেন ধন্যবাদ দিতে যাব?

দীপ্তি। খবরটা ত দিয়েছি! ধন্যবাদ দরকার নেই—বকশিষ পেতে পারি ত!

রণদা। বকশিষ—দীপ্তি?

দীপ্তি। দিতে তোমার মন চায় না? পেলে কিন্তু আমি খুসী হই। (কাছে আসিয়া কাঁধে হাত দিল)

রণদা। (দীপ্তির দিকে চাহিয়া পরক্ষণেই চক্ষু নত করিল)—আমি যে—আমি যে—

দীপ্তি। কি?

রণদা। আমি যে গৌরীকে ভালবাসি!

(দীপ্তির মুখ কালো হইয়া গেল—পরক্ষণেই আত্মসংবরণ করিয়া সে হাসিল)

দীপ্তি। Silly boy! তোমার ভালবাসা কে চায়? চল—একটু বেড়ানো যাক—অমনি বাইরেই খেয়ে নেব এখন!

চতুর্থ দৃশ্য

ইডেন গার্ডেন—ঝিলের ধারে গাছতলায় ত্রিলোচন খানসামা
আসিয়া দাঁড়াইল—তাহার পিঠে একটা মোট

(অন্যদিক হইতে গল্প করিতে করিতে নলিনাক্ষ ও গৌরীর প্রবেশ)

নলিনাক্ষ। রণদা যে রকম উঠছে—দেখে ভয় হয়!

গৌরী। ভয়?

নলি। Trade & Industryর সেক্রেটারী সে হবে—ঠিক হ'য়ে গেছে!

গৌরী। তাতে ভয়টা কি?

নলি। ভয় মানে—ঈশ্বর না করুন—তাড়াতাড়ি উঠতে গেলে পা ফস্কাবার সম্ভাবনা থাকে!

গৌরী। ফস্কা'লেও ভয় নেই!

নলি। নেই?

গৌরী। পেছন থেকে ঠেলে তুলছে যারা—তারা প'ড়তে দেবে না—ধ'রে ফেলবে!

নলি। দীপ্তি?

(খানসামা মোট মাটীতে রাখিয়া অগ্রসর হইয়া
নলিনাক্ষকে সেলাম করিল)

নলি। কে রে? ত্রিলোচন?

ত্রিলোচন। এই জায়গাটাতেই সাজাই—হুজুর?

নলি। কী? কি সাজাবি?

ত্রিলো। মানে চেয়ার—খাবার—

নলি। চেয়ার—খাবার?—ব'লছিস কি? কার জন্তে?

ত্রিলো। এঃ—হুজুর জানেন না?—আমার তা হ'লে ভুল হ'য়ে গিয়েছে—

(হাতজোড় করিল)

নলি। তোর—মিসিবাবা আসছেন না কি?

ত্রিলো। হাঁ—হুজুর!

নলি। সঙ্গে—

ত্রিলো। তা ত জানি নে হুজুর!

নলি। রণদা থা'কতে পারে—কি বলেন গৌরী দেবী?

গৌরী। তা থা'কতে পা'রবে না কেন?

নলি। তা—কি ব'লছিলি তুই? এই জায়গাটা?—তা এ জায়গা বেশ হবে! পেছনে ঝোপটা র'য়েছে—নিরিবিলি!

ত্রিলো। হাঁ—হুজুর!

(মোট খুলিয়া দুইখানি ক্যাম্প-চেয়ার বাহির করিয়া বসাইল)

গৌরী। দু'খানা চেয়ারই বটে! আছে প্রসাদ দা!

(একখানি ছোট ফোল্ডিং টেবিল সাজান হইল)

নলি। এ টেবিলখানা আর চেয়ার জোড়া যেদিন কেনা হয়—আমি ছিলাম দীপ্তির সঙ্গে! সবশুদ্ধ দাম লেগেছিল বাইশ টাকা বারো আনা।

গৌরী। ঐ চেয়ার দু'খানা ঐ টেবিলের দু'ধারে পেতে মুখোমুখী এমনি নিরিবিলি জায়গায় দীপ্তির সঙ্গে আপনিও হয়ত ব'সেছেন কোন দিন!

নলি। আমি?—কই—না!

গৌরী। ওঃ!—তা—হ্যাঁ—দীপ্তির সঙ্গে আপনার দেখা টেখা হয় ত আজকাল?

নলি। বড় একটা—কই। দীপ্তির সঙ্গে দেখা ক'রতে গেলেই শুনি এইমাত্র রণদার সঙ্গে বেরিয়ে গেল।

গৌরী। চলুন যাই—নইলে ছ'টার শো'তে জায়গা পাওয়া যাবে না মেট্রোতে।

নলি। মেট্রোয় যাবেন না কি? তা ত বলেন নি।

গৌরী। বলি নি বুঝি? ভুলে গেছি তা হ'লে।—কিন্তু না ব'ললেও আপনার বোঝা উচিত ছিল। ছবি দেখবার তাড়া না থাকলে কেউ এই বিকেল বেলা বাড়ী থেকে বেরোয়?

নলি। ওদের সঙ্গে একবার দেখা ক'রবেন না? রণদার সঙ্গে ত আপনার—

গৌরী। ভাল সীট সব বিক্রী হ'য়ে যাবে ততক্ষণ নলিন বাবু!

(পশ্চাৎ হইতে দীপ্তি ও রণদার প্রবেশ)

দীপ্তি। নলিন দা না? আর গৌরী! There they are রণদা—The inseparables!

গৌরী। আমরা—না—তোমরা?

রণদা। ঝগড়ায় আবশ্যক নেই! দেখা হ'য়ে গেল—it is a stroke of luck! চেয়ার অবিশ্যি মোটে দু'খানা—তাতে আটকাবে না! গাড়ী থেকে rug খানা নিয়ে এস ত্রিলোচন—সবাই ফরাস ক'রে হিন্দুমতে বসা যা'ক!

গৌরী। কি ক'রতে?

নলি। আমরা মেট্রোর জন্য বেরিয়েছি! তোমরাও খেয়ে দেয়ে চ'লে এস না!

গৌরী। কেন বিরক্ত ক'রবেন এদের নলিন বাবু?

নলি। ওঃ—হ্যাঁ—তা বটে! Bye Bye রণদা—আসি দীপ্তি!

(উভয়ের প্রস্থান)

দীপ্তি। ব'স্‌বে—না—দাঁড়িয়েই থা'কবে ?

রণদা। দাঁড়িয়ে থাকব কিসের জন্য ? হাঃ—হাঃ—হাঃ—গৌরী রেগেছে ব'লে ? হাঃ—হাঃ—হাঃ—

দীপ্তি। রা'গলেই হ'ল তার আর কি! সে নলিনদাকে নিয়ে যে (বসিল) চরকিপাক ঘুরে বেড়া'চ্ছে—তাতে দোষ হয় না ত! দোষ তোমার বেলা!

রণদা। তুমি ও কথা ব'ললে কেন—'The inseparables ?'

(ত্রিলোচন টেবিলে খাবার সাজাইতে লাগিল)

দীপ্তি। শুধু আমি ব'লেছি ? গৌরী বলে নি ?—চা পেয়ালায় ঢালতে হবে না ত্রিলোচন। থার্ম্মস্‌-এর ভেতরই থা'ক! আমরা নেব এখন দরকার মত!

ত্রিলো। আমি তা হ'লে—

দীপ্তি। গাড়ীতে ব'স্‌ গিয়ে!

(ত্রিলোচন পিছন ফিরিয়াই আপন মনে চোখ মটকাইল—চলিয়া গেল) জবাব দিলে না যে ? গৌরী বলে নি ?

রণদা। গৌরী ব'লেছে তোমার কথা শুনে! তুমি আগে ব'ললে কি না!

দীপ্তি। একটা ঠাট্টাও ক'রতে পাব না ? নলিনদা যে আমার ছেলে-বেলার বন্ধু!

রণদা। সে কথা খুবই সত্যি!

দীপ্তি। আমি ব'লেছি ঠাট্টা ক'রেই—গৌরী তা বলে নি! তার কথায় দস্তুরমত ঝাঁজ ছিল!

রণদা। থেকে থাকে যদি—হ্যাঁ—আমার উপর—রাগ ক'রবার তার অধিকার আছে!

দীপ্তি। অধিকার?

রণদা। হ্যাঁ—

দীপ্তি। তা যদি বল—নলিন দার উপরও রাগ ক'রবার আমার অধিকার আছে!

রণদা। অকারণে?—শুনলে না—ওরা দু'জনেই দু'জনাকে 'আপনি' ব'লে কথা কয়—আমাদের মত দু'দিনেই ঘনিষ্ঠ হ'য়ে উঠতে পারে নি!

দীপ্তি। ওরা কোন দিন কারো সঙ্গে ওর চেয়ে বেশী ঘনিষ্ঠ হ'য়ে উঠতে পা'রবে না! নিজের ভিতরে আগুণ থাকলে তবে ত অপরকে তাতিয়ে তোলা যায়! ওরা দু'জনেই বরফ!

(রণদার সম্মুখে খাবার রাখিল)

রণদা। তোমার ভিতরে আগুণ আছে মানি! (ভোজন)

দীপ্তি। (খাইতে খাইতে) থাকে যদি—তবে তুমি হ'চ্ছ স্যালামাণ্ডার—সেই যে কি জীবের কথা উপকথায় প'ড়েছি—তারা আগুণে বাস ক'রেও দিব্যি ঠাণ্ডা থাকে—(হাসিয়া) একটুও গরম হ'য়ে ওঠে না আগুণের উত্তাপে!

রণদা। Are you sure? (ভোজন)

(নেপথ্যে ব্যাণ্ড বাজিল—উভয়ে ক্ষণকাল শুনিল)

দীপ্তি। সুরটী তুলেছে সুন্দর!

রণদা। কোন্ জিনিষটাই বা অসুন্দর?

দীপ্তি। তার মানে?

রণদা। এই সাজানো বাগান, এই মধুর সায়াহ্ন, এই সুস্বাদু ডিস্—

দীপ্তি। বল—এই সুবেশা সঙ্গিনী—

রণদা। সুবেশা কেন—বল সুরূপা! কোন কোন মেয়ে আছে—যাদের রূপের চেয়ে রূপসজ্জাই দৃষ্টি আকর্ষণ করে বেশী! তুমি সে দলের নও! তোমার রূপ যেন অগ্নিশিখা! চো'খে না প'ড়ে উপায় নেই!

দীপ্তি। তোমার মুখে এই কথা? গৌরী শুনলে রা'গবে!

রণদা। গৌরীর কথা থা'ক দীপ্তি! আমি তাকে নিয়ে আর পারি নে! তার ফাল্গুণ আর আসে না!

দীপ্তি। এলে কি হবে? বরফের রাজ্যে ফাল্গুণও যা—পৌষও তা!

রণদা। ঠিক ব'লেছ তুমি! বরফের রাজ্য! (হাস্য)

দীপ্তি। তবু তুমি ওকে ভালবাস!

রণদা। না বেসে উপায় কি? মনের একটা অবলম্বন ত চাই!

দীপ্তি। নিশ্চয়!—কিন্তু—

রণদা। থা'মলে কেন?

দীপ্তি। একটা বরফের স্তূপকে আঁকড়ে থেকে ফল কি হবে?

রণদা। ফল—নিজেও ক্রমে বরফ হ'য়ে যাওয়া—আর কি!

দীপ্তি। কেন তা যাবে? আগুণ জ্ব'লছে—কাছে স'রে এস না!

রণদা। কাছে? (হাত ধরিল)

দীপ্তি। খেতে ভাল লাগছে না—চল বোটে চ'ড়ে একটু rowing করা যা'ক!

রণদা। (উঠিয়া) ত্রিলোচন— (উভয়ের প্রস্থান)

(ত্রিলোচনের প্রবেশ)

(ভুক্তাবশেষ খাবার খাইতে খাইতে ত্রিলোচন মনের আনন্দে একটা অর্থপূর্ণ প্রেমের গান গাহিতে লাগিল—পরে জিনিষপত্র গুছাইয়া লইয়া চলিয়া গেল।)

পঞ্চম দৃশ্য

মতিলালের কক্ষ।

(মতিলাল—সমরদাস)

সমর। এখন আপনি যা বলেন—

মতি। বলবার মতন এখনো ত বিশেষ কিছু দেখতে পাচ্ছিনে সমরদাস! মেসিন আসুক—দেখা যা'ক কি দাঁড়ায়!

সমর। দাঁড়াবে এই যে আট হাজার লোককে মনিবের দয়ার উপর নির্ভর করে জীবন কাটাতে হবে!

মতি। চিরঞ্জীবের স্ত্রী যা বলেছে—অন্যায় মনে হয় না ত! বিদেশী মালের আমদানী যাতে বন্ধ হয়—এমনি ধারা আইন করানো আমাদের দরকার! তা হলেই পাঁচ গুণ কেন দশ গুণ মাল এদেশে তৈরী হলেও তা কেটে যাবে।

সমর। এ রকম আইন চট্‌পট্ হ'য়ে উঠবে কি?

মতি। কেনই বা হবেনা? রণদা Trade and Industryর সেক্রেটারী হয়ে গেছে—কাল রাত্তিরেই আমি খবর পেয়েছি। ও ডিপার্টমেণ্টের মন্ত্রী যিনি শঙ্করলাল বাবু—তাঁর কথা যতদূর শুনলাম—নির্ব্বিরোধ লোক—নিজের কাজ কারবার নিয়েই আছেন। আইন করাবার মালিক ত দাঁড়াচ্ছে—রণদা।

সমর। বলেন কি?

মতি। যে অস্ত্র আমি গ'ড়েছি আজ পঁচিশ বচ্ছরের যত্নে—সমরদাস! সে একেবারে ব্রহ্মাস্ত্র। তোমরা কিছু ভেবোনা। চিরঞ্জীবের স্ত্রী

মেসিন আনাচ্ছে—ভাল কথাই ত! রাজগঞ্জ ফ্যাক্টরীর উন্নতি হ'ক—এই আমি চাই। ওই ফ্যাক্টরীতে আমিও একদিন হাতুড়ি পিটেছি যে!

সমর। উন্নতি হ'ক—সে ভাল কথা যদি—মজুর জাতের অন্ন না যায়।

মতি। যাবার যো কি? Trade and Industry ডিপার্টমেণ্টই যে আমাদের হাতে! যত রকম দরকার আইন করাব! মেসিন এসে বসে কাজ আরম্ভ করতে করতেই দেখ না আমরা বিদেশী মালের উপর চড়া রকম টেক্স বসাবার বিল নিয়ে আসছি কাউন্সিলে! এত কাজ রাজগঞ্জ ফ্যাক্টরীর ঘাড়ে এসে পড়বে যে দশ হাজারের উপর হয়ত আরও পাঁচ হাজার মজুর নিতে হবে চিরঞ্জীবের স্ত্রীকে—মেসিন থাকা সত্ত্বেও!

সমর। আমার ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল প্রেসিডেণ্ট! ওঃ—ষ্ট্রাইক ফ্রাইক্ করতে হ'লে সে কি কম দুর্গতি হত! তা হ'লে—(উঠিল)

মতি। কোথায় যাচ্ছ?

সমর। একটু অন্য কাজ আছে সহরে—সেরে আসি।

মতি। সেরে এসো আবার। আর একবার দেখা না ক'রে যেয়ো না। রণদাকে সব ব্যাপার বলি—পরামর্শ ক'রে আমরা যা ঠিক করি—তা তোমাকে ব'লে দিতে পারব আজই!

সমর। রণদা আপনার এখানে আসবে বুঝি এখুনি?

মতি। নিশ্চয়ই আসবে। কাল থেকে দেখা পাইনি—বোধ হয় নতুন ক্যাবিনেটের নানান কাজে ব্যস্ত ছিল! আজ সে আসবেই—এই সকাল বেলাই আসবে নিশ্চয়!

সমর। আমি আসি ঘুরে তা'হলে প্রেসিডেণ্ট!

(প্রস্থান)

(মতিলাল খবরের কাগজ খুলিলেন)

(গৌরীর প্রবেশ)

গৌরী। কি করছ বাবা ?

মতি। রণদার কি আক্কেল বল্ দেখি। নতুন চাকরী পেয়ে সে যে একেবারে ভগবানের মত দুর্লভ হয়ে উঠ্ল।

গৌরী। নতুন চাকরী পেয়ে ?

মতি। সারা দিনই কাল ব্যস্ত ছিল তা বুঝতে পারছি। হয়ত অনেক রাত্তির পর্য্যন্তই ক্যাবিনেট গড়ার ঝামেলা চলেছিল। কিন্তু কাউন্সিল থেকে একটা টেলিফোন ক'রেও ত আমায় বলতে পারত যে—কাকাবাবু—আমি সেক্রেটারী হয়েছি !

গৌরী। হিঃ হিঃ হিঃ—

মতি। তুই হাসবি বই কি ! তুই ত রণদার দোষই দেখতে পাস্ নে। আমি কিন্তু বিরক্ত হ'য়েছি। আমার সম্বন্ধে তার একটা কর্ত্তব্য নেই না কি ? এতবড় একটা উন্নতি হল—আমায় একবারটী বললে না পর্য্যন্ত ! কাল রাত্তিরের ঘটনা—আজ এখন বেলা নয়টা !

গৌরী। তুমি ত খবর পেয়েছ !

মতি। খবরের কাগজের তিন নম্বর Extraordinary issue বেরিয়েছিল রাত দশটায়—তাইতে খবর পেয়েছি ! ওই দেখ ! (কাগজ আনিয়া গৌরীকে দিলেন) রণদার নাম লাল পেন্সিলে দাগ দেওয়া।

গৌরী। (কাগজখানা পড়িয়া ভাঁজ করিতে করিতে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িল)

মতি। ও কি রে ? তুই নিঃশ্বস ফেললি যে ?

গৌরী। তুমি কার জন্য অত ভাবছ বাবা ? পর কখনো আপন হয় ?

মতি। অ্যাঁ ?

গৌরী। প্রসাদ দা ক্যাবিনেটের কাজে ব্যস্ত ছিল ব'লে তোমায় খবর দিতে পারে নি বুঝি ? পোড়া কপাল !—সারা বিকেলটা সে কাটিয়েছে ইডেন গার্ডেনে—দীপ্তির সঙ্গে।

মতি। সারা বিকেলটা ?

গৌরী। রাত্রেও কতক্ষণ কাটিয়েছে—ভগবান ছাড়া কে জানবে ? খাবার দাবার চেয়ার টেবিল নিয়ে যেভাবে গিয়ে ইডেন গার্ডেনে জমকে ব'সেছিল তাতে ত মনে হ'ল যেন সেইখানেই ঘরসংসার পাতবার মতলব !

মতি। রণদা আর দীপ্তি ?

গৌরী। হাঁ—গো—হাঁ !

(মতিলাল হঠাৎ জানালার কাছে যাইয়া গৌরীর দিকে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইলেন)

গৌরী। (কিয়ৎক্ষণ পরে) বাবা।

মতি। (নীরব)

(গৌরী মতিলালের কাছে গিয়া হাত ধরিল। মতিলাল নীরবে ফিরিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিলেন।)

গৌরী। কি হ'য়েছে বাবা ?

(মতিলাল গৌরীর হাত ধরিয়া আনিয়া চেয়ারে বসাইলেন—নিজে তাহার সম্মুখে টেবিলের উপর বসিলেন।)

মতি। আর দেরী করা ভাল হবেনা গৌরী !

গৌরী। কিসের ?

মতি। আমি তাকে ডেকে এখুনি ব'লব—ছ'এক দিনের ভেতরই আমি গৌরীর সঙ্গে তোমার বিয়ে দিতে চাই।

গৌরী। অ্যাঁ ?

মতি। হাঁ।

গৌরী। এটা তুমি আগে ক'রলে ক'রতে পা'র্ত্তে বাবা ! এখন আর হয়না !

মতি। হয় না ?

গৌরী। না !—কারণ—আঃ ! মা নেই—সে অভাব আমি আজ যেমন বুঝতে পা'রছি—তেমন আর কোনদিন পারি নি !

মতি। সে কি গৌরী ?

গৌরী। এমনি গোলমেলে এই জিনিষটা—এর সম্বন্ধে মায়ের সঙ্গে মেয়ের আলোচনা চ'লতে পা'রত—বাপের কাছে—

মতি। সঙ্কোচ হয় ?—কিন্তু মা ! আমি সেই তোর এতটুকু বেলা থেকে তোর মায়ের অভাব পূরণ ক'রে এসেছি—আজই বা পা'রব না কেন ? তুই কোন লজ্জা করিস নে আমার কাছে ! (জোর করিয়া হাসিলেন)—আর তোরা সব আধুনিকা শিক্ষিতা মেয়ে—তোদের আবার এত লজ্জা সরমের বালাই কেন ?

গৌরী। আধুনিকা শিক্ষিতা হ'লেই মেয়ে বুঝি আর মেয়ে থাকে না ? ও কথা থা'ক বাবা—ও নিয়ে তুমি মাথা ঘামা'তে যেও না ! যা হ'বার হবে ! (প্রস্থানোদ্যত)

মতি। যা'সনে—শোন্ ! আমি জোর ক'রলেই বিয়েটা ঘটিয়ে দিতে পারি ! বুঝছি—দীপ্তি তাকে ফাঁদে জড়িয়েছে ! কিন্তু আমার কাছে তার একটা চক্ষুলজ্জা আছে ত ! সে "না" ব'লতে পা'রবে না !

গৌরী। চক্ষুলজ্জার খাতিরে সে তোমার মেয়েকে বিয়ে করুক—এই তুমি চাও ?

মতি। যে জন্যেই হ'ক—বিয়েটা করুক এই আমি চাই ! তোমাদের একালের ছেলেমেয়েদের মনে যে একটা ধারণা আছে যে

ভালবাসা শূন্য বিয়ে বিয়েই নয়—ওর উপর আমার কোন আস্থা নেই। আমি সেকেলে মানুষ—বিশ্বেস করি যে সত্যিকারের ভালবাসা বিয়ের পরেই জন্মায়—আগে জন্মায় না!

গৌরী। আগে যে বস্তুটা জন্মায়—সেটা তবে কি?

মতি। নেশা! সুযোগ সুবিধে পেলে সেটা দানা বেঁধে ভালবাসায় পরিণত হ'তেও পারে—বিয়ের পরে সুযোগ সুবিধে না পেলে সে নেশা কেটে যেতেও দেরী হয় না!

গৌরী। এ নিয়ে তোমার সঙ্গে তর্ক আমি ক'রতে পা'রছি নে বাবা—তবে—তোমার এ সব কথা যে ভুল—তা নিশ্চয়! আর—তোমার খাতিরে ও যদি আমায় বিয়ে ক'রতে আসে—আমি ভাবব—আমার অপমান হ'চ্ছে! সে অপমান স্বীকার করার চাইতে আমি বরং সারাজীবন আইবুড়ো থাকব!

মতি। তাতে তোমার আপত্তি না থা'কতে পারে—কিন্তু আমার অসুবিধে আছে!

গৌরী। তোমার?

মতি। রণদাকে আমি হাতে ক'রে বড় ক'রে তুললাম—সে কি বড় হওয়া মাত্রই সে আমার হাত ফ'স্‌কে বেরিয়ে চ'লে যাবে—এরই জন্য?

গৌরী। সে কি?

মতি। দীপ্তিকে বিয়ে ক'রলে—আমাদের সাথে তার আর বন্ধন রইল কোনখানে? সুর্য্য রায় আমাদের থেকে ভিন্ন স্তরের, ভিন্ন সমাজের লোক! তার জামাই হবে যে—সে আর আমাদের কেউ থা'কবে না গৌরী!

গৌরী। ও—

মতি। আমরা তার কাছেও আর ঘেঁসতে পা'রব না তখন গৌরী! দীপ্তির বাবার স্ট্যাম্প ধ'রে ধ'রে সে তখন যাতায়াত ক'রবে—কখনো গবর্ণমেণ্ট হাউসের ডিনারে, কখনো বিবুলার বাগান—পার্টিতে

গৌরী। আমি তা হ'লে হ'চ্ছি তোমার বড়শীর আগার টোপ?

মতি। না—গোরু বাঁধবার দড়ি! গোরু যতদূর খুসী চ'রে বেড়াক—যখন দরকার হবে—দড়ি ধ'রে টান দেব—ইচ্ছায় হ'ক, অনিচ্ছায় হ'ক—বাছাধনকে ফিরতে হবে খোটার কাছে! —না—গৌরী! তোমার ও সব ছেলেমানুষী যুক্তি আর আপত্তি—ওতে যদি আমি কাণ দিই—তোমার ত ক্ষতি বটেই—আমারও!

গৌরী। তাইত ব'লছি—তোমার উচিত ছিল—সময় থাক'তে ব্যবস্থা করা!

মতি। সময় থা'কতে মানে—কবে? সে পরিষদে ঢুকবার আগে?

গৌরী। না—আমি বারো বছর বয়েস পেরুবার আগে! তখন বিয়ে দিয়ে দিলে আমার তরফ থেকে কোন যুক্তি বা আপত্তি তোমার কাছে কেউ তুল্‌তে আসত না! এখন—সে দীপ্তিকে চায় জেনে শুনে আমি তাকে বিয়ে ক'রতে পারি নে—তাতে আমার যত বড় সর্ব্বনাশই হ'ক

মতি। শুধু তোমার সর্ব্বনাশ নয় আবাগী—আমার জাতের সর্ব্বনাশ!

গৌরী। তার আমি কি ক'রব? আমি রাজনীতির ধার ধারিনে—বুঝি আত্মমর্য্যাদা!

মতি। আত্মমর্য্যাদা? কেতাবে প'ড়েছি—যে ভালবাসে—তার নাকি আর মান মর্য্যাদার কথা ভাববার ফুরসুৎ থাকে না! আমার মনে হ'চ্ছে—তুমি চিরদিনই রণদাকে ঘেন্না ক'রে এয়েছ—পরের গলগ্রহ, অজ্ঞাত কুলশীল অনাথ ব'লে!

গৌরী। বাঃ—খুব ব'লেছ।

মতি। তা নইলে—অমন ছেলে—আজই না হয় সে দীপ্তির ফাঁদে প'ড়েছে—এতদিন ত সে তোমারি পায়ের তলায় কুকুর কুণ্ডলী পাকিয়ে প'ড়েছিল! তুমি তাকে "ফাল্গুন আসে নি—ফাল্গুন আসে নি" ব'লে ধাপ্পা দিয়ে দিয়ে ঘোরালে কেন?

গৌরী। ছিঃ ছিঃ ছিঃ ছিঃ এ সব তোমায় কে ব'ললে?

মতি। সেই বলেছে! তুমি তাকে বিয়ে ক'রতে গড়িমসি ক'রছ ব'লে সে সেদিনও আমার কাছে এসে চো'খের জল ফেলে গিয়েছে!

গৌরী। না—না—তুমি বাড়িয়ে ব'লছ বাবা!

মতি। সে তোকে যে ভালবাসে—এ কথা বেদবাক্যের চেয়েও ঠিক! আর তুইও মুখে যতই কেন না বলিস যে "ফাল্গুন আসে নি—ফাল্গুন আসে নি"—আমার খুবই বিশ্বাস—

গৌরী। তুমি থাম ত বাবা!

মতি। রণদার শরীরে একটা ব্যাধি হ'লে তুই কি ব'লতে পা'রতিস যে "আমি ওকে ভালবাসি বটে—কিন্তু ওর জ্বর হ'য়েছে—ওকে আমি বিয়ে করি কি ক'রে?"

গৌরী। হিঃ হিঃ হিঃ—

মতি। পা'রতিস্ নে! দীপ্তির ওপর ওর ঝোঁকও তেমনি একটা জ্বর—মনের ব্যাধি! তার জন্য—

গৌরী। তুমি আর ওকালতী ক'রোনা ত বাবা! আমার কাজ আছে
—যাই!

(প্রস্থানোদ্যত)

মতি। রণদাকে ডেকে বলি তাহ'লে?

গৌরী। তুমি ত আর আমার কথা শুনবে না! কবেই বা শুনেছ!

মতি। বিয়েটা দিই আগে—তারপর—হাঃ হাঃ হাঃ—যখন যা ব'লবি—
মাতৃভক্ত ছেলের মত যদি আমি তক্ষুণি হুকুম তামিল না করি—

(নলিনাক্ষের প্রবেশ)

নলি। আসতে পারি?

মতি। আসুন না! যদিও আমরা একটু ঘরোয়া কথা নিয়ে—তা
আসুন আপনি—আমাদের কথা ও "বর্ণিলে জীবনকাল না ফুরাবে
তবু"—আসুন—বসুন—

নলি। দীপ্তি কি অদ্ভুদ মেয়ে—বলুন ত! আমরা এতকালের বন্ধু
বান্ধব,—আত্মীয় বললেও অত্যুক্তি হয় না—একটা কথা ব'ললে
না—একটা ইঙ্গিত দিলে না—আমায় কিনা খবর পেতে হ'ল—
খবরের কাগজের মারফত?

মতি। কিসের খবর?

নলি। আপনারাও জানেন না তা হ'লে? গৌরী দেবীকেও রণদা
কিছু বলে নি—অ্যাঁ? এই দেখুন—কাটিং টা প'ড়ে দেখুন—

(কাগজের কাটিং পকেট হইতে বাহির করিয়া মতিলালের হাতে দিলেন)

গৌরী। কি ব্যাপার—নলিন বাবু?

নলি। ব্যাপার—ইংরিজীতে যাকে আমরা engagement বলি—
বাংলায় ব'লতে হয়—বিয়ের সব ঠিকঠাক!

গৌরী। ওঃ—(ধীরে ধীরে একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িল)

নলি। কাল বিকেল বেলা ইডেন গার্ডেনে দেখা—না রণদা না দীপ্তি কেউ যদি কিছু ব'ললে! অথচ—ভদ্রতার খাতিরেও দীপ্তির অন্ততঃ আমাকে একটা কথা বলা উচিত ছিল—কি বলেন গৌরীদেবী? Well—I wish her all happiness!

(মতিলাল কাটিং হাতে করিয়া প্রস্তর মূর্ত্তির মত বসিয়াছিলেন) কি বলেন মতিলাল বাবু? আপনি রণদার এত-বড় হিতৈষী, প্রতিপালক—আপনাকেও কি তার একবার বলা দরকার ছিল না? (রণদার প্রবেশ)

রণদা। আমি খুবই—নলিন বাবু—আমি একান্তই লজ্জিত! এত আকস্মিক ঘটনাটা ঘটে গেল—(গৌরীকে দেখিয়া বেত্রাহতের মত পিছাইয়া আসিল)—গৌরী—?

গৌরী। (বিবর্ণ মুখে উঠিয়া আসিয়া জোর করিয়া হাসিল—রণদার গায়ে হাত রাখিয়া কহিল) নলিন বাবুর সঙ্গে সুর মিলিয়ে আমিও বলি—I wish you all happiness—প্রসাদ দা!

(প্রস্থান)

রণদা। গৌরী! (পশ্চাতে যাইতে গিয়া ফিরিয়া আসিল) কাকাবাবু!

মতি। নলিন বাবু! গৌরীকে যেন একটু কেমন—কেমন মনে হ'ল না? একটু দয়া ক'রে ওকে দেখবেন? আমার দু'টী কথা আছে রণদার সঙ্গে!

নলি। বাঃ! নিশ্চয়!—রণদা! I must say it was not kind of you! তুমি বা দীপ্তি—তোমাদের কাছে আমি এটা আশা করি নি! However—it's all for the best—I hope! (প্রস্থান)

মতি। ব'সো—রণদা !

রণদা। আমি আপনাকে সত্যি ব'লছি কাকাবাবু—কাল বিকেলেও আমার এ রকম কোন কল্পনাই ছিল না! সন্ধ্যেবেলা গার্ডেনে দীপ্তির সঙ্গে বেড়া'তে বেড়া'তে—We must have been mad—both of us—হঠাৎ এক মিনিটের ভেতর—আমি বা তাকে কি ব'ললাম—সে বা আমায় কি ব'ললে—

মতি। হুবহু কথাগুলো শোনবার আমার দরকার হবেনা—এই কাগজের কাটিংটা প'ড়েই বুঝতে পেরেছি—সে সব কথার প্রকৃতি কি ছিল—এবং পরিণতি কি দাঁড়িয়েছে !

রণদা। আমি যে আপনাকে এসে ব'লব—সে সুযোগ পাবার আগেই দীপ্তি কাগজে বা'র ক'রে দিয়েছে! কি ক'রে দিলে? রা'ত্রে নিজে গাড়ী নিয়ে কাগজের অফিসে গিয়েছিল না কি?—ও সব পারে!

মতি। তুমিও না পার—তা নয়!

রণদা। আপনি তা ভাবতে পারেন—গৌরীও পারে! গৌরী আমাকে জানোয়ার ব'লে ভা'বলেও আমার বলবার কিছু নেই! অথচ ভগবান জানেন—

মতি। ভগবান ত জানেনই—ক্ষুদ্র মানব যে আমি—মতিলাল মান্না—আমিও অনেক কিছু জানি—

রণদা। অ্যাঁ—

মতি। জানি যে তুমি আমাদের ত্যাগ ক'রলে!

রণদা। সে কি! কখনো না! আপনাদের ত্যাগ ক'রব আমি?—কেন? ত্যাগ ক'রে যাব কোথায়?

মতি। যাবে—যাকে ইংরাজীতে বলে Fool's Paradise—সেখানে!

রণদা। আপনি বড্ডই রেগেছেন কাকাবাবু— রা'গবার কারণ আছে নিশ্চয়! অথচ—আমার দোষ যে কত সামান্য—সমস্ত ব্যাপারটা যে কি রকম অনিবার্য্যভাবে, বিদ্যুদ্বেগে ঘ'টে গেল—

মতি। তুমি কি ব'লতে চাও—যা ঘ'টেছে—তার জন্য তুমি অনুতপ্ত?

রণদা। অনুতপ্ত? বোধ হয়! বোধ হয় কেন—নিশ্চয়ই!—কারণ —গৌরীকে আমি—

মতি। গৌরীর কথা এখন থা'ক! অনুতপ্ত যদি হও—দীপ্তির সঙ্গে এ ব্যাপারটা আগে বাতিল ক'রে দিয়ে তারপর এখানে এসো!

রণদা। হঠাৎ? কি ক'রে তা করি বলুন ত! ডক্টর রায়ের নাম যে জড়িয়ে প'ড়েছে এর সঙ্গে!—তাঁকে একটা দারুণ লজ্জার ভেতরে ফেলা—আমার পক্ষে—

মতি। আর বল'তে হবে না! উচ্চাশা তোমার ঘাড়ে ভূতের মত চেপে ব'সেছে! ডক্টর রায়! ডক্টর রায়!—

রণদা। আমার উচ্চাশা যে কি—তা ত আপনার অজানা নয়! আমাদের এই শ্রমিক জা'তটাকে—

মতি। ভণ্ড!

রণদা। ভণ্ড? আমি?

মতি। শ্রমিকদের কথা এখন শুধু তোমার মুখেরই কথা—মনে আর তার ঠাঁই নেই! মুখ থেকেও সে কথা লোপ পেতে বেশী দিন দেরী হবে না—স্বর্গের সিঁড়ির আর একটা ধাপ উঠবার ওয়াস্তা!

রণদা। আপনি আমায় ভুল বুঝছেন—কাকাবাবু।

মতি। ভুল আমি মোটেই বুঝিনি। তুমি যে সূর্য্যরায়ের রঙ্গিলা নাও দেখে তাতেই চ'ড়ে ব'সবার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছ—এমন তড়িৎ-ঘড়িৎ দীপ্তির মত একটা বখা'টে মেয়ের সঙ্গে জোট পাকিয়ে তোলাতে তারই শুধু প্রমাণ পাচ্ছি আমি। যাও—বেশী কথার দরকার নেই। যা খুসী কর—আমিও দেখে নেব।

রণদা। কাকাবাবু! অত অবিচার আমার উপর ক'রবেন না! জন্মে কখনো বাপ মাকে জানি নি—আপনি আমার বাপ—আপনি আমার মা। আপনার কাছে অকৃতজ্ঞ হব—যাদের স্বার্থের সঙ্গে নিজের জীবনটাকে ষোলো-আনা মিশিয়ে নিতে আপনি আমায় শিক্ষা দিয়েছেন—সেই মজুর জা'তের কাছে বিশ্বাসঘাতক সা'জব—এ রকম পাষণ্ড আপনার রণদা নয় কাকাবাবু—।

মতি। না হও যদি—তোমারই মঙ্গল। মনে ক'রো না—আমায় ফাঁকি দিলে তুমি রেহাই পাবে। প্রাইম মিনিষ্টারের জামাই-ই হও আর খোদ বাংলার গবর্ণরই হও—এই মুখের একটী কথায় তোমার মাথার গিল্টির তাজ ধূলোয় খ'সে প'ড়বে—তা তুমি সব সময়েই জেনো রণদা! তোমার জীবনকাঠি মরণকাঠি এই মতিলালের হাতে।

(সমর দাসের প্রবেশ)

সমর। এই যে রণদা!

মতি। তোমাদের মজুর রণদা নয় সমর দাস—এ ক্যাবিনেটের সেক্রেটারী রণদা। শোন—আমি তোমায় একটু আগে যা

ব'লেছিলাম—সব ভুল! তোমরাই ঠিক ব'লেছিলে—নতুন আইন টাইনের স্বপ্ন দেখা হবে পাগলামী—গায়ের জোরই জোর—কর ষ্ট্রাইক!

(সমর দাসকে ধরিয়া লইয়া প্রস্থান)।

রণদা। কাকাবাবু—এ সব কি কথা? একবারটী শুনুন কাকাবাবু—! (পশ্চাৎ যাইতে উদ্যত)

(ভিতর হইতে গৌরীর প্রবেশ)

গৌরী। তুমি কেন ভয় পা'চ্ছ—প্রসাদ দা? রেগে গেলে বাবার মুখে কত আবোল—তাবোল কথা বেরোয়—তা কি তুমি জান না?

রণদা। গৌরী!—(হাত ধরিল)

গৌরী। দীপ্তি তোমাকে সুখী ক'রবে নিশ্চয়! তুমি বাবার কথায় দোয়ামনা হ'য়ো না!

রণদা। আমি ত দীপ্তিকে চাইনি—গৌরী!

গৌরী। সে কি?

রণদা। কাকে চেয়েছি—এই এতগুলো বছর ধ'রে—তা কি তুমি জাননা গৌরী?

গৌরী। প্রসাদ দা! প্রসাদ দা! এ তবে কি হ'ল?

রণদা। ভাগ্যে যা ছিল—তাই হ'ল!—তা ছাড়া আর কি ব'লব?

(দীপ্তির প্রবেশ)

দীপ্তি। কী আশ্চর্য্য! দুনিয়া খুঁজে কোথাও আমার পলাতক মনো-চোরকে দেখতে পাইনে! অবশেষে—এই খানে—I find

him bidding adieu to an—to an—to an old love!

রণদা। (কঠিনস্বরে) দীপ্তি!

দীপ্তি। আর দেরী ক'রলে ত চ'লবেনা—বাবা ভয়ানক ব্যস্ত হ'য়ে প'ড়েছেন। তোমাকে তাঁর এক্ষুণি দরকার।

রণদা। কেন?

দীপ্তি। শ্বশুর-জামাইয়ে ব'সে পারিবারিক সুখ দুঃখের কথা কইবার জন্য নয় গো! ক্যাবিনেট সংক্রান্ত ব্যাপার!—দেরী ক'রলে ক্ষতি হবে!

গৌরী। যাও প্রসাদ দা!

দীপ্তি। 'যাও' ব'লতে নেই—বল 'এসো'।

(রণদাকে টানিয়া লইয়া গেল—গৌরী দাঁড়াইয়া রহিল)।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কলিকাতা—সূর্য্যকান্তর বাটী

কাল—সন্ধ্যা—উদ্যানে সূর্য্যকান্ত ও শঙ্করলাল ভ্রমণ করিতেছেন।

সূর্য্য। রণদাপ্রসাদ নিজে গিয়েও যদি মীমাংসা না ক'রতে পেরে থাকে—তবে ও আর মিটবে কিসে—তা ত জানি নে!

শঙ্কর। স্যার চিরঞ্জীবের স্ত্রী ত নিজের অধিকারের বাইরে যেতে চান নি! তাঁকে ব'লবার কি আছে আমাদের?

সূর্য্য। ব'লবার ত নেই-ই, উলটে—এ কথা স্বীকার ক'রতে আমরা বাধ্য যে—তিনি যে পথে চ'লতে চাইছেন—দেশের Industryর উন্নতি ক'রতে হ'লে—সেই-ই হ'ল একমাত্র পথ!

শঙ্কর। বড়ই ঝঞ্ঝাট হ'ল ডক্টর! আমার এত ঝক্কি পোয়াবার সময়ই নেই!

সূর্য্য। ব্যস্ত হ'য়ে ফল কি বলুন! যা হ'ক একটা মীমাংসা হবেই!

শঙ্কর। না হ'লে কিন্তু রক্তপাত পর্য্যন্ত গড়াবে! দশ হাজার শ্রমিক যদি একবার ক্ষেপে ওঠে—

সূর্য্য। দেখতে দেখতে দশ লক্ষ তাদের অনুসরণ ক'রবে

শঙ্কর। ঐ যে ট্রেড ইউনিয়ন—ওর কাজই হ'ল—এক জায়গায় একটু গোল হ'লে দশ জায়গার লোককে এক সাথে নাচিয়ে তোলা!

সূর্য্য। সাধারণতঃ সেটা ভাল! উপস্থিতক্ষেত্রে শ্রমিকেরা জেদটা ধ'রেছে অসঙ্গত—এই জন্যই ভয়!

শঙ্কর। ট্রেড-ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্টকে ডাকানো যাবে একবার?

সূর্য্য। আমাদের ডেকে দরকার নেই! কারণ—প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে রণদার ব্যক্তিগত আত্মীয়তা র'য়েছে! তাঁর সঙ্গে কথা চালাবার ভার রণদার উপরেই থাকা ভাল!

শঙ্কর। আমি রণদাপ্রসাদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর ক'রতে রাজী আছি। এই অল্প দিনেই তার কর্ম্মশক্তির যে পরিচয় আমি পেয়েছি—আর আমার ত ওসব ঝক্কি পোয়াবার সময়ই নেই!

সূর্য্য। তা ত বটেই!

শঙ্কর। ভাল কথা—When does the happy event come off? মানে—রণদার সঙ্গে আপনার মেয়ের বিবাহ?

সূর্য্য। Every thing now depends on this blooming affair! এটা যদি সহজে না মেটে—তবে কতদূর গিয়ে শ্রাদ্ধ গড়াবে আমি ভাবতেও ভয় পাচ্ছি—শঙ্করলাল বাবু! ক্যাবিনেটকে হয়ত রিজাইন ক'রতেও হ'তে পারে।

শঙ্কর। আমি অন্ততঃ তাতে দুঃখিত হব না ডক্টর! এ সব বড় ঝঞ্ঝাটের কাজ! আমার নিজের একশো গণ্ডা হাঙ্গামা! এই যে রণদা বাবু!

(রণদার প্রবেশ ও অভিবাদন)

আসুন রণদাবাবু! আপনার টেলিগ্রামে জা'নলাম বিশেষ সুবিধে হয় নি রাজগঞ্জে! ব্যাপারখানা কি?

রণদা। দুই পক্ষই ভয়ানক শক্ত! আমি আপনাদের উপদেশ নেবার জন্যই ছুটে এসেছি—নইলে আমার না আসাই উচিত ছিল! ষ্ট্রাইক ত হ'য়েছেই—যে কোন মুহূর্ত্তে একটা সাংঘাতিক কিছু ঘ'টে যেতে পারে!

সূর্য্য। দাঙ্গা ?

রণদা আজ্ঞে হ্যাঁ! ইন্দুলেখাদেবী ত পুলিশের সাহায্য চেয়ে পাঠিয়েছেন !

সূর্য্য। তার দরকার হ'য়েছিল ?

রণদা। সাবধান হওয়ার stage এসেছে বই কি !

সূর্য্য। তোমার নিজের influence—

রণদা। আমার চাইতে যাঁর influence ওদের ভিতর cent per cent বেশী—তিনি ওদের শক্ত হ'তে পরামর্শ দিচ্ছেন !

সূর্য্য। ট্রেড-ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট ?

রণদা। আজ্ঞে—হাঁ !

শঙ্কর। তিনি না কি আপনার আত্মীয় ?

রণদা। প্রতিপালক !

শঙ্কর। তা হ'লে একবার—

রণদা। দেখা ক'রতেই হবে ! ফল কতদূর হবে—জানি নে ! কারণ তিনি যা কর্ত্তব্য ব'লে বুঝবেন—তা ক'রবেনই !

শঙ্কর। নিজে বড়লোক ?

রণদা। মিলিওনেয়ার !

শঙ্কর। তবে শ্রমিকদের উপরে তাঁর এ মর্ম্মান্তিক দরদের অর্থ কি ?

রণদা। তিনি এক সময়ে নিজেও শ্রমিক ছিলেন—হাতে ক'রে হাতুড়ি পিটেছেন ! হঠাৎ ডার্ব্বিতে নাম ওঠে !

শঙ্কর। Lucky man !

রণদা। সেই থেকে নিজে হাতুড়ি ছেড়েছেন বটে—কিন্তু যারা হাতুড়ি পেটে—তাদের স্বার্থরক্ষাই হ'য়ে দাঁড়িয়েছে ওঁর জীবনের ব্রত !

সূর্য্য। He must be an admirable man ! ওইদিক দিয়ে !

রণদা। ওয়েলিংটনের নাম ছিল Iron Duke! মতিলালবাবু হ'চ্ছেন বাংলার লেবারের Iron Man!

শঙ্কর। এক কাজ করুন ডক্টর! আমার পোর্টফোলিওটা আজই ওই Iron Man-এর হাতে দিয়ে দিন! দেখা যা'ক—তিনি কি ভাবে এ গোলযোগের মীমাংসা করেন!

সূর্য্য। তা যদি দিই—তবে কাল সকালে আর দেশে কোন Capitalist-এর মাথা থা'কবে না! আমি মতিলাল বাবুর কথা কিছু কিছু শুনেছি!

শঙ্কর। Anyhow—আজকে আর আমার সময় নেই ডক্টর!—গাদা গাদা কাজ প'ড়ে র'য়েছে আমার নিজের।

রণদা। যাবেন?

শঙ্কর। হাঁ—ডক্টর র'য়েছেন—he is both your chief and your father! তিনিই আপনাকে উপদেশ দেবার সব-চেয়ে উপযুক্ত লোক!

রণদা। তবু—

শঙ্কর। এর ভেতর আর 'তবু' নেই রণদাবাবু! সময় না থাকলে মানুষ ক'রবে কি? নমস্কার—ডক্টর!

(প্রস্থান)

সূর্য্য। তুমি রাজগঞ্জের লোকদের কি ব'লেছিলে?

রণদা। ব'লেছিলাম—"ইন্দুদেবীর অধিকার আছে ইচ্ছামত মেসিনারী বসাবার, শ্রমিকদের সংখ্যা বাড়াবার বা কমাবার! তা সত্ত্বেও তিনি যখন গ্যারান্টী দিতে চাইছেন যে রাজগঞ্জে উপস্থিত যে দশহাজার শ্রমিক কাজ ক'রছে—তাদের কাউকে কোনদিন কাজ থেকে বরখাস্ত করা হবে না—তখন তাঁর উদারতার প্রশংসা

ক'রেই, আমাদের উচিত তাঁকে তাঁর ইচ্ছামত কাজ ক'রতে দেওয়া!"

সূর্য্য। এ কথায় শ্রমিকেরা কি জবাব দিলে?

রণদা। জবাব দিলে—"জাহান্নমে যাও!"

সূর্য্য। তোমাকে?

রণদা। আমাকে, গবর্ণমেণ্টকে, ইন্দুদেবীকে—all and sundry!

সূর্য্য। সঙ্গে সঙ্গেই ধর্ম্মঘট?

রণদা। হাঁ—

সূর্য্য। মতিলাল বাবু গিয়েছিলেন?

রণদা। যান নি—তবে রাজগঞ্জের লোক দু'বেলা আসছে তাঁর কাছে, টেলিগ্রাম যাতায়াত ক'রছে দৈনিক পাঁচটা ছটা!

সূর্য্য। তোমার সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ সম্পর্ক—তাতে তুমি রাজগঞ্জেরই লেবার মেম্বার—তোমায় তিনি ডাকেন নি?

রণদা। না! মানে একটা ব্যক্তিগত কারণে—অর্থাৎ ইদানীং তিনি আমার উপর একটু অসন্তুষ্ট হ'য়ে আছেন ডক্টর!

সূর্য্য। ওঃ—(সন্দিগ্ধভাবে রণদার দিকে তাকাইলেন)

রণদা। (ক্ষণকাল নীরব) এখন কি করা যায় বলুন!

সূর্য্য। কি ক'রতে চাও?

রণদা। কর্ত্তব্য ক'রতে চাই!

সূর্য্য। তুমি লেবার মেম্বর!

রণদা। শুধু লেবার মেম্বর নই—মনে প্রাণে লেবারের লোক! আমিও নিজের হাতে হাতুড়ি পিটেছি—পরিষদে ঢোকবার আগের দিন পর্য্যন্ত!

সূর্য্য। শ্রমিকদের ভাল হ'ক এই অবশ্য তোমার ইচ্ছে!

রণদা। নিশ্চয়!

সূর্য্য। কি রকম ভাল? যতটা ভাল তারা চায়—ততটা?

রণদা। আমি তাদের যে পরামর্শ দিয়েছি—তাইতেই ত বুঝতে পা'রছেন তাদের সত্যিকার ভাল'র সম্বন্ধে আমার ধারণা কি!

সূর্য্য। পরামর্শ মত কাজ ত তারা ক'রছে না! এখন তুমি কোন্ দলে? যারা তোমায় পরিষদে পাঠিয়েছে—তাদের দলে? না—যাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার বর্ত্তমানক্ষেত্রে ক্ষুণ্ণ হ'তে ব'সেছে—সেই মালিকদের দলে?

রণদা। শ্রমিকদের বিপক্ষে গিয়ে মালিকদের সমর্থন যদি আমায় কোনদিন ক'রতে হয়—তার চেয়ে দুর্ভাগ্য আমার আর কিছুই হ'তে পারে না!

সূর্য্য। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী হিসেবে—এ অবস্থায় হয়ত তোমায় তাই ক'রতে হবে।

রণদা। আমি যদি সেক্রেটারী না থাকি?

সূর্য্য। তা বটে! অপ্রিয় কর্ত্তব্যকে ফাঁকি দেবার ঐ একটা রাস্তা খোলা আছে!

রণদা। কর্ত্তব্যকে ফাঁকি?

সূর্য্য। সৈনিক যদি শত্রুর বেয়নেট দেখলেই চাকরী ছেড়ে পা'লাতে চায়—তাকে কি বলে—জান ত?

রণদা। আপনি আমায় কি উপদেশ দেন?

সূর্য্য। নেলসন ব'লেছিলেন—"England expects everyman to do his duty!" আমিও বলি—"Bengal expects—"

রণদা। আমি কর্ত্তব্যচ্যুত হব না—ডক্টর!

সূর্য্য। শুনে সুখী হ'লাম! হয়ত—কর্ত্তব্য ক'রতে গিয়ে তোমায়

অনেক মনঃকষ্ট পেতে হবে—কিন্তু—You will come out of it all, a nobler and greater man!

রণদা। যত কষ্টই পাই না কেন—

সূর্য্য। শঙ্করলাল কুড়ে লোক—তা নইলে তোমার ব্যক্তিগত দায়িত্ব কম হ'ত!

রণদা। তিনি আমার উপর নির্ভর ক'রে নিশ্চিন্ত আছেন—তাঁর গায়ে আঁচড়টীও না লাগে যাতে—তা আমি যথাসাধ্য ক'রব!

(প্রস্থানোদ্যত)

সূর্য্যা। দীপ্তি কোথায়?

রণদা। বাড়ীতেই!

সূর্য্যা। তুমি এখন যাবে তার কাছে?

রণদা। এখন একবার মতিলাল বাবুর কাছে— (রণদার প্রস্থান)

সূর্য্যা। আচ্ছা—

(একটু পরেই ভিতরের দিক হইতে দীপ্তির প্রবেশ)

সূর্য্যা। তারপর?

দীপ্তি। ফি'রে এলাম!

সূর্য্যা। তাড়া খেয়ে?

দীপ্তি। তাড়া খেয়েছি—পালিয়েছি ব'ললেও অত্যুক্তি হয় না—কিন্তু ভয় পাই নি!

সূর্য্যা। ভয় পাবার মত কিছু ঘ'টেছিল তা হ'লে?

দীপ্তি। রণদাকে ঘেরাও ক'রেছিল!

সূর্য্যা। বলিস কি?

দীপ্তি। ওরা সব ক্ষেপে গিয়েছে! ইন্দুদির জন্য আমার ভয় হ'চ্ছে এখন!

সূর্য্য। যতদূর তাঁর সম্বন্ধে জানি—তাঁর জন্ম চিন্তা ক'রবার কিছু নেই! শক্ত লোক তিনি!

দীপ্তি। শক্ত লোক নিশ্চয়! দশ হাজার দানবের একটা রেজিমেণ্ট ঘিরে আছে তাঁকে—তাঁর ভ্রূক্ষেপও নেই!

সূর্য্য। তিনি আমার দেশেরই মেয়ে—এতে আমি গৌরব বোধ ক'রছি!

দীপ্তি। আর ঐ দশ হাজার শ্রমিকেরা—তারাও তোমার দেশের ছেলে!

সূর্য্য। ওদের উপর রাগ হ'চ্ছে না আমার—এটা তোমায় আমি নিশ্চয় ক'রে ব'লতে পারি। ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ডরিয়ে ওঠে! চিরদিন যারা ফাঁকি প'ড়েছে—তারা নতুন কিছু দেখলেই প্রথমটা তাকে অবিশ্বাসের চোখে দেখবে—এ স্বাভাবিক!—কিন্তু সে কথা থাক—তোমার সঙ্গে জরুরী আলোচনা আছে!

দীপ্তি। গবর্ণমেণ্টের পতন আসন্ন না কি?

(হাস্য)

সূর্য্য। গবর্ণমেণ্টের পতন হয়ত আসন্ন নয়—কিন্তু গবর্ণমেণ্টের জনৈক সেক্রেটারী বিপন্ন!

দীপ্তি। অ্যাঁ!

সূর্য্য। রণদা লেবার মেম্বার!

দীপ্তি। তাই কি?

সূর্য্য। তাকে যদি আজ শ্রমিকদের বিরুদ্ধে ল'ড়তে হয়?

দীপ্তি। ল'ড়বে।

সূর্য্য। লোকে কি ব'লবে জান

দীপ্তি। কী?

সূর্য্য। ব'লবে যে—মই বেয়ে উপরে উঠে সঙ্গে সঙ্গেই রণদা লাথি মেরে মই নীচে ফেলে দিয়েছে!

দীপ্তি। বলে যদি—ব'য়েই গেল!

সূর্য্য। ব'য়ে গেল? পরের বার যখন ইলেক্‌শন হবে?

দীপ্তি। অসুবিধে বুঝি—ওকে কংগ্রেসের তরফ থেকে দাঁড় করাবো।

সূর্য্য। অনেকদূর ভেবে রেখেছ তুমি!

দীপ্তি। অনেক দূর! কতদূর জান বাবা?—প্রিমিয়ারের গদী পর্য্যন্ত!

সূর্য্য। হাঃ হাঃ হাঃ—Too early in the day!

দীপ্তি। কী আমরা চাই—সে সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ধারণা থাকা সব সময়েই ভাল নয় কি? কি চাই—এবং কি ভাবে সেটা পেতে চাই!

সূর্য্য। এ conjugal concernএর ভেতরে তা হ'লে রণদাই হবে sleeping partner? management সব তোমার হাতে?

দীপ্তি। ভগবানের ভুল—আমায় ডক্টর রায়ের ছেলে না ক'রে মেয়ে ক'রেছিলেন। সে ভুলের দরুণ ক্ষতিটা যাতে খুব সাংঘাতিক না হ'তে পারে—তারই চেষ্টা ক'রছি আমি।

সূর্য্য। I see! ডক্টর রায়ের ছেলে রাজনীতিক্ষেত্রে যে স্থান পেতে পা'রত—মেয়ে হ'য়েও তুমি তাই পেতে চাও—রণদাকে অবলম্বন ক'রে!

দীপ্তি। Exactly

সূর্য্য। আমার একটু সন্দেহ আছে!

দীপ্তি। আমার ক্ষমতার উপর?

সূর্য্য। না—রণদার ক্ষমতার উপর!

দীপ্তি। বুঝলাম না বাবা

সূর্য্য। তাকে চালিয়ে নিয়ে যাবার ক্ষমতা তোমার আছে—কিন্তু তোমার কথামত চ'লবার ক্ষমতা হয়ত তার না থা'কতে পারে!

দীপ্তি। কেন এ কথা ব'লছ বাবা?

সূর্য্য। রাজনীতি আর বিবেক—

দীপ্তি। বিবেক?

সূর্য্য। এদের দু'জনের সম্পর্কটা কি জান?

দীপ্তি। বাবা—

সূর্য্য। সপত্নী সম্পর্ক! বিবেক দুয়োরাণীকে বনবাসে না পাঠা'তে পা'রলে—

(বাগানের আলোটা হঠাৎ নিবিয়া গেল—অন্ধকারে দীপ্তি বিচলিতস্বরে ডাকিল—"বাবা!")

সূর্য্য। ভয় কি মা? আলো মাঝে মাঝে নেবে অমন—

দ্বিতীয় দৃশ্য

মতিলালের বাটী—

কক্ষমধ্যে গৌরী—নলিনাক্ষ।

গৌরী বসিয়া গান গাহিতেছে।

গৌরীর গান

রাধা তুই তিতিস্ কেন আঁখিলোরে!
সে যে চিরশঠ, নিঠুর কপট—
(তারে) কেমনে বাঁধিবি প্রেমডোরে!
(কানু) গোকুল ত্যজিল, কুব্জা ভজিল
গোপিনীরে গেল ঠেলিয়া পায়—

তবু—কদম্ব মূলে কেন ভুলে ভুলে
আনাগোনা তোর—এ কোন্ দায় ?
নাই শ্যামরায়, কানন ছায়ায়
(আজি) মিছাই ঢুঁড়িবি মনচোরে !
এত প্রেমকথা, এত আকুলতা
পাশরিতে যদি পারিল কালা—
অভাগিনী রাধা মিছে তোর কাঁদা
মিছে আর গাঁথা বরণ মালা—
শ্যাম তোরে বাম মিছে শ্যামনাম
জপ' জাগরণে ঘুমঘোরে !

গৌরী। আর একটা গাইব—নলিন বাবু ?

নলিন। না—গৌরী দেবী—আমায় অতটা স্বার্থপর ভাববেন না। আপনি চাইছেন আমায় একটু আনন্দ দিতে—ওদিকে কিন্তু আপনার নিজের মনে আগুন জ্ব'লছে। ধূপ পুড়ে পুড়ে লোককে সুগন্ধ বিতরণ করে বটে—কিন্তু ধূপ যদি জ্যান্ত মানুষ হ'ত—তবে সুগন্ধের লোভে কেউ তাকে পোড়া'তে পার ত না নিশ্চয়ই !

গৌরী। আমার মনে আগুন জ্ব'লছে—এটা অত্যুক্তি নলিন বাবু ! আপনিও যেমন একটা অস্বাস্ত, একটু অসন্তোষ অনুভব ক'রছেন —আমারও তাই ছাড়া কিছু নয় !

নলিন। বাজে কথা হ'ল গৌরীদেবী ! সবাই জানে—পুরুষের ভালবাসা হ'ল তার জীবনের একটা ছোট অংশ মাত্র, নারীর পক্ষে ভালবাসাই হ'ল জীবন !

গৌরী। তর্কে আপনার সঙ্গে আমি পা'রব না—নলিন বাবু !

নলিন। তর্ক আপনার প্রবৃত্তি থা'কলে তবে ত পা'রবেন! বেঁচে থাকতেই যার ভাল লাগছে না—সে তর্ক ক'রবে কিসের খাতি

গৌরী। আপনি আমাকে এত study ক'রলেন কখন? আজকাল প্রায়ই ত আসেন না!

নলিন। কোথাও যাইনে গৌরীদেবী! দীপ্তি আমায় বড্ড দাগাটাই দিয়েছে! যখন নিতান্ত অসহ্য হয়—তখন ভাবি—"একবার গৌরী দেবীকে দেখে আসি—তাঁর যাতনা আমার চাইতেও বেশী—তাঁকে দেখলে নিজের কষ্ট হয়ত ভুলে যাব।"

গৌরী। সেই যে ছেলেবেলায় কবিতা পড়া গিয়েছিল—

"একদা ছিল না জুতা চরণ কমলে—
দহিল হৃদয়মন সেই দুঃখানলে—

তারপর কি যেন—নলিন বাবু?

নলিন। লাইন দু'টো মনে নেই—তবে তার তাৎপর্য্য এই যে—হঠাৎ একজন ভিখিরীকে দেখলাম—তার মোটে পা-ই নেই। পদহীনকে দেখে জুতাহীন নিজের দুঃখ ভুলে গেল!

গৌরী। হিঃ হিঃ—দীপ্তির সঙ্গে ইদানীং দেখা হ'য়েছিল আপনার?

নলিন। ইচ্ছে ক'রেই দেখা করি নি!

গৌরী। ওঃ—

নলি। সে যে এমনটা ক'রবে—যতই ভাবছি গৌরীদেবী—ততই আমি যেন—কি ব'লব—পুরুষ মানুষ—কাঁদতে ত পারি নে! প্রথম যেদিন শুনলাম—সেদিন দুঃখের চেয়ে রাগ হ'য়েছিল বেশী—রাগের চেয়ে বেশী হ'য়েছিল বিস্ময়! এখন—

গৌরী। এখন শুধুই দুঃখ?

নলি। দুঃখের আটলাণ্টিক ওশেন—গৌরীদেবী! ভা'বছি—ভলাণ্টিয়ার হ'য়ে ফ্রান্সে চ'লে যাই!

গৌরী। না-না—

নলি। কিছুতেই মনটাকে বোঝা'তে পা'রছি নে যে!

গৌরী। ক্রমে—

নলি। কি জানি—আশা ত কিছু দেখছি নে!—গেরোর ওপর গেরো—কা'ল আবার দীপ্তির জন্মতিথির উৎসব—

গৌরী। হ্যাঁ—আমাদের এখানেও একটা কার্ড এসেছে—

নলি। যাবেন?

গৌরী। না যাওয়া ত ভদ্রতা হবে না!

নলি। ভদ্রতা রক্ষে ক'রতে গিয়ে প্রাণে মারা যাবেন?

গৌরী। হিঃ হিঃ হিঃ—অত ভয় পাবেন না!

নলি। আপনার জন্য না হ'ক—নিজের জন্যে কিন্তু আমি সাংঘাতিক ভয় পেয়ে যাচ্ছি! ডক্টর রায় নিজে টেলিফোন করে একশো অনুরোধ জানিয়েছেন—গিয়ে সব দেখা শোনা ক'রবার জন্য! কিন্তু আমি যে কি ক'রে গিয়ে দীপ্তির সমুখে দাঁড়িয়ে সহজ মানুষের মত কথা কইব—তা ত বুঝতে পার'ছি নে!

গৌরী। থা'ক—থা'ক—অত ভা'ববেন না! কা'লকের কথা কা'ল। আজ চলুন—একটু বেড়িয়ে আসি!

নলি। আবার সেই নিজেকে পুড়িয়ে আমায় সুগন্ধ বিতরণ করা? থা'ক গৌরী দেবী!

গৌরী। না-না—সত্যিই আমার বেড়া'তে ইচ্ছে ক'রছে! বসুন—আমি তৈরী হ'য়ে আসি। (ভিতরে গেল)

(মতিলালের প্রবেশ)

মতি। এই যে নলিন বাবু!

নলি। নমস্কার! গৌরীদেবী বেড়াতে যেতে চাইছেন!

মতি। যান না! দু'টীতে বেড়িয়ে আসুন না! আপনার সঙ্গে তবু কথাবার্ত্তা কয়—আমায় দেখলে ত মুখ তার হাঁড়ি-পানা হ'য়ে ওঠে! যান না! বেশ খানিকটা ঘুরে আসুন—হোটেলে খেয়ে, থিয়েটার মিয়েটার কিছু দেখে, বেশ একটু প্রফুল্ল হ'য়ে ফিরবেন এখন—

(গৌরীর প্রবেশ)

মতি। এই যে গৌরী! বাঃ—দিব্যিটি দেখা'চ্ছে মা'কে আমার; যাও—বেড়িয়ে এস! নলিনাক্ষ বাবুর মত ভদ্রলোক দেখি নি—আমাদের বড্ডই ভালবাসেন! যাও—ওঁর সঙ্গে বেড়া'তে যাবে—তার আর হ'য়েছে কি!

নলি। নমস্কার! (উঠিলেন)

(গৌরী ও নলিনাক্ষের প্রস্থান)

[দেয়ালে টাঙ্গানো রণদার ছবির নীচে মতিলাল গিয়া দাঁড়াইলেন—পরে নিজের মনে বিড় বিড় করিয়া বকিতে বকিতে তর্জ্জনী তুলিয়া ছবিটীকে শাসাইতে লাগিলেন।]

(সমর দাসের প্রবেশ)

সমর। প্রেসিডেণ্ট!

মতি। (চমকিয়া) ওঃ—ব'সো! ওখানকার শেষ খবর বল!

সমর। পুলিশ এসে রাজগঞ্জের অলি গলি পাহারা দিচ্ছে—

মতি। তা ত দেবেই! ওরা ধনীদের নফর!

সমর। আমরাও তৈরী—! যখন ওই মেসিনগুলো নিয়ে ষ্টীমার এসে লাগবে রাজগঞ্জের ঘাটে—

মতি। পুলিশে ঘিরে থাকবে ষ্টীমার—

সমর। দরকার হয়—দশহাজার লোক আমরা জান দেব—দেশের ইতিহাসে লেখা থাকবার মত একটা কাজ ক'রব! মজুরের অন্ন মেরে যে সব বড লোক আরও চা'র গুণ বড় হ'তে চায়—তারা পুরুষ-পুরুষানুক্রমে মনে রাখতে বাধ্য হয়—এমন ভাবে ল'ড়ে ম'রব আমরা এবারে!

মতি। ম'রবার দরকার হবে না! ওই রণদাকে দিয়েই—

সমর। রণদা?—নেমকহারাম!

মতি। তা বটে—তবে কি জান—

সমর। ও যদি শক্ত হ'ত—পুলিশ আ'সতে পারত না রাজগঞ্জে! দু'দিন বাদে ও সূর্য্য রায়ের মেয়েকে বিয়ে ক'রবে—ওর কথা পুলিশ বলুন, হাকিম বলুন—না মা'নত কে? তা আমাদের হ'য়ে দু'কথা কওয়া দূরে থা'ক—ও বরং উল্টে মনিব ঠাকরুণকে আস্কারা দিলে

মতি। সূর্য্য রায়ের মেয়েকে বিয়ে ক'রবে—ওইত হ'য়েছে যত কু'য়ের গোড়া সমরদাস! সূর্য্য রায় কংগ্রেসের লোক বটে—কিন্তু সে-ও ত ধনী সমাজের লোক! চোরে চোরে মাসতুতো ভাই! ধনী সমাজের কেউ মজুরদের ভাল ক'রবার জন্য চিরজীবের স্ত্রীর বিরুদ্ধে যাবে?—স্বপ্নেও ভেবোনা তা!

সমর। আমরা চিরদিন জা'নতাম—গৌরীর সঙ্গে—

মতি। ওই যে—ওই যে—দেয়ালে পাশাপাশি দু'টো ছবি—হতভাগী

এখনো প্রাণে ধ'রে ছু'টোকে আলাদা ক'রতে পারে নি!— আমি ক'রছি! দাও ত সমর! ওই ছবিখানা খুলে এনে জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দাও ত!

(সমর দাস ছবি খুলিতেছে এমন সময়ে রণদা প্রবেশ করিল)

সমর। (ছবি খুলিয়া) ফেলে দেব প্রেসিডেণ্ট?

মতি। দাঁড়াও—মেয়েটা এসে হয়ত চ'মকে যাবে। এমনিই সে লুকিয়ে লুকিয়ে কোণে কোণে কেঁদে বেড়ায়! —থা'ক সমর! রণদার ছবি রেখে দাও—ওই গৌরীটার ছবিটাই নামিয়ে ফেল! আমি ওখানা নিজের ঘরে নিয়ে যাব এখন!

(সমর রণদার ছবি দেয়ালে টাঙ্গাইয়া গৌরীর ছবি খুলিতে লাগিল)

মতি। গৌরী এসে যদি জিজ্ঞাসা করে—"আমার ছবি কে সরিয়েছে বাবা?"—সোজা ব'লে দেব—"রণদার পাশ থেকে তোকে সরিয়েছে তোর ভাগ্য!"

রণদা। গৌরীর একার ভাগ্য নয়—কাকাবাবু! আমারও!

মতি। (ফিরিয়া) এসেছ?—নির্লজ্জের মত ব'লছ আবার—"তোমার ভাগ্য?" তোমার ভাগ্যের কথা আমায় শোনাবার দরকার কি আছে শুনি? তুমি লাট সাহেবই হও—কি—যে রাস্তার নর্দ্দমা থেকে তোমায় আমি একদিন কুড়িয়ে এনেছিলাম সেই নর্দ্দমাতেই আবার ফিরে গিয়ে প'চে মর—আমার তাতে কি?

রণদা। কিছু না হ'লেই ভাল কাকাবাবু! যে ভালবাসে তার কাছে সদাই ছোট হ'য়ে থা'কতে হয়! কিন্তু যার সঙ্গে শুধু লেন দেনের সম্পর্ক—তাকে দরকার হ'লে ছু'ঘা লাঠিও বসিয়ে দেওয়া

চলে। ছবি টবি রেখে, আসুন এখন কাজের কথা কওয়া যা'ক! রাজগঞ্জে লাঠি সোটা মজুদ হ'চ্ছে কেন—বলুন ত!

মতি। যে জন্যই হ'ক—তোমার তাতে কি? তুমি ত আমাদের কেউ নও—তোমায় আগে থা'কতে ব'লতে যাব কেন?

রণদা। পারিবারিক হিসেবে আমি আপনার কেউ না হ'তে পারি—কিন্তু শ্রমিক জা'তের আমি কেউ নই—একথা ব'লতে পারেন না! আমি নিজে শ্রমিক—মজুরি ক'রে দিন গুজরাণ এতদিন ক রেছি—আবারও ক'রব দরকার হ'লে!

মতি। মজুরি ক'রে?—হাঃ হাঃ হাঃ—সূর্য্যরায়ের ফুলবাগানে বুঝি?—অ্যাঁ—সমরদাস?

রণদা। (একবার বিস্মিত মর্ম্মাহত ভাবে মতিলালের দিকে তাকাইয়া) তারপর—আমি মজুরদেরই প্রতিনিধি পরিষদে। ঐ রাজগঞ্জেরই মজুরদের!

মতি। বেশীদিন থাকতে হবে না! রাজগঞ্জের মজুরদের চৈতন্য হ'য়েছে—কালসাপকে আর তারা দুধকলা দিয়ে পুষবে না।

রণদা। কালসাপ—আমি?

মতি। সেক্রেটারী হ'য়েই যে ফণা তুলেছে—মন্ত্রী হ'লে ত সে ডাইনে বাঁয়ে ছোবল মা'রবে!

রণদা। ফণা তোলা কাকে ব'লছেন—আপনি?

মতি। মানে—

রণদা। বলুন আমি অপরাধটা কি ক'রেছি? আপনার এ সব অভিযোগের কারণও নেই, অর্থও হয় না।

সমর। তোমার উপর অনেক আশা ছিল ওঁর—রণদা! আশাভঙ্গে—

রণদা। আশাটা কি ছিল—আর সে আশা ভঙ্গ কিসে হ'ল সেইটেই ত বুঝতে পা'রছি নে।

মতি। যে বুঝতে চায় না—তাকে বোঝাবে কে?

রণদা। আর এমনই যদি হয়—স্বীকারই না হয় ক'রছি যে আমি ব্যক্তিগতভাবে আপনার কাছে ঘোরতর অপরাধ ক'রে ব'সেছি—তার দরুণ রাজগঞ্জে ষ্ট্রাইক হ'তে যাবে কেন? আমি সেদিন তখন কথাটা ভাল ক'রে বুঝতে পারি নি—কিন্তু মনে প'ড়ছে—দীপ্তির সঙ্গে আমার engagementএর খবর পেয়েই আপনি হুকুম দিয়ে ব'সলেন—"কর ষ্ট্রাইক!"—what is this? আমি কি বুঝব যে আমায় সাজা দেবার জন্যই আপনি রাজগঞ্জের শ্রমিকদের উসকিয়ে দিয়েছেন?

সমর। না—না—না—

মতি। তোমার যা খুসী তুমি তাই বোঝ গিয়ে—আমার তাতে কিছু যায় আসে না!

রণদা। তা হ'লে তাই! অর্থাৎ আমি রাজগঞ্জের শ্রমিক মেম্বার—রাজগঞ্জে শ্রমিক ধর্ম্মঘট যদি হয় আমি গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী থাকতে, তবে লোকের চোখে আমি অকর্ম্মণ্য সাব্যস্ত হ'য়ে যাব!

মতি। ধর্ম্মঘট কখনই হ'ত না যদি বুঝতাম তুমি শ্রমিকদেরই আছ!

রণদা। নেই—বুঝলেন কিসে?

সমর। আমি ব'লছি—কারণ প্রেসিডেণ্টের মুখে সে কথা তোমার না শোনাই ভাল। আমরা চিরদিন জেনেছি তুমি গৌরীকে বিয়ে ক'রবে। আজ হঠাৎ সেক্রেটারী হ'বার সঙ্গে সঙ্গেই—গৌরীকে ত্যাগ ক'রে যাওয়া—

রণদা। প্রেসিডেন্টের মুখেও এই ধরণের কথাই আমি সেদিনও শুনেছি! আমার বিয়ের সঙ্গে লেবার কোশ্চেনের এ রকম ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থা'কতে যাবে কেন?

মতি। ঘরে যার ধনিক শ্রেণীর আধিপত্য—তার দ্বারায় শ্রমিক জাতের কি কাজ হ'তে পা'রবে?

রণদা। হুঁ—

(ক্ষণকাল চিন্তা করিল)

মতি। শোন রণদা! স্পষ্ট কথাই ভাল! তুমি Trade & Industry র সেক্রেটারী হ'য়েছ শুনে আমাদের আনন্দ রাখবার জায়গা ছিল না—ভেবেছিলাম—শ্রমিক জাতের দুঃখ দুর্দ্দশা এবারে ঘুচল! একটা রাতও কাটল না—সে আনন্দ হাওয়ায় কর্পূরের মত উবে গেল—সূর্য্য রায়ের মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ের কথা পাকা হ'য়ে গেছে শুনে!—তুমি এখন দু'টো কাজ ক'রতে পার—দীপ্তির সঙ্গে বিয়ে ভেঙ্গে দিতে পার—আর না হয় ত কাউন্সিলের মেম্বারগিরিতে রিজাইন দিতে পার!

রণদা। এর দু'টোতেই আমি অরাজী—প্রেসিডেন্ট! (উঠিল)

মতি। অরাজী—? দীপ্তির সঙ্গে সম্পর্ক রাখা না রাখা অবিশ্যি ষোলো আনাই তোমার হাত—কিন্তু কাউন্সিলের মেম্বার গিরিতে তোমায় রাখা না রাখা আমাদের ইচ্ছে—তা ভুলে যেওনা!

রণদা। যতক্ষণ রা'খছেন—ততক্ষণ কর্ত্তব্য ক'রব—আমার নিজের জ্ঞানবুদ্ধি মত!

মতি। একদণ্ডও রাখব না!

রণদা। কেমন ক'রে তাড়াবেন? General Electionএর আগে আর রাজগঞ্জে ইলেকসন হবে না—যদি না আমি ম'রে যাই বা স্বেচ্ছায় রিজাইন দিই!

সমর। আমরা যদি সভা ক'রে বলি যে রণদাপ্রসাদের উপর আমাদের আস্থা নেই—তা হ'লেও তুমি নিলর্জ্জের মত কাউন্সিল আঁকড়ে ধ'রে থাকবে—আমাদের প্রতিনিধি হিসেবে?

রণদা। এক মুহূর্ত্তও থা'কব না—যদি বুঝি তোমরা প্রকৃতিস্থ অবস্থায় সহজ বুদ্ধিতে সে রকম প্রস্তাব ক'রেছ!

সমর। তার মানে?

রণদা। তার মানে—উপস্থিত তোমরা প্রকৃতিস্থ নও—উন্মাদ—বুদ্ধি তোমাদের সহজ নয়, বিকৃত! কতকটা ক্রোধ, কতকটা বিদ্বেষ আর অনেকটা ভয়—এই সবে মিলে তোমাদের মাথা একদম খারাপ ক'রে ছেড়েছে—এখন তোমাদের উপর অভিমান ক'রে কাউন্সিল ছেড়ে আমি যদি যাই—তবে তাতে আমার ক্ষতি হবে অল্পই—তোমাদের হবে সর্ব্বনাশ!

মতি। হাঃ হাঃ হাঃ—

রণদা। সে সর্ব্বনাশ আমি তোমাদের হ'তে দেব না!

মতি। তুমি তা হ'লে শ্রমিক জা'তটাকে বলি না দিয়ে ছা'ড়বে না?

রণদা। শ্রমিক জা'তটাকে ত বলি দিতে কেউ চাইছে না! বরং উপস্থিত ক্ষেত্রে—শ্রমিকদেরই খাঁড়ায় বলিদান হ'তে যাচ্ছে—

মতি। সূর্য্য রায়ের মেয়ের?

রণদা। কাকাবাবু! (ক্ষণকাল স্তম্ভিতের মত বসিয়া রহিল) সূর্য্যবাবুর মেয়ের নয়—কারখানাওয়ালাদের!—আপনার মেজাজের অবস্থা যেরকম তাতে আলোচনায় কোন ফল হবে ব'লে আশা নেই!

এ শুধু আমাদের উভয়ের মধ্যে একটা অপ্রীতির জট পাকিয়ে তোলা! আমি উঠি— (উঠিতে গেল)

মতি। খবর্দ্দার! যেখানে ব'সে আছ—সেইখানে ব'সে থাক! এক ইঞ্চিও ন'ড়ো না।

রণদা। আপনি দেখছি—

মতি। তুমি চ'লে যাবে ভা'বছ? একটা মীমাংসা না ক'রেই?

রণদা। কিসের মীমাংসা?

মতি। হয় দীপ্তিকে ছাড়—নয় রিজাইন দাও!

(রণদা প্রস্থানোদ্যত)

যেতে পাবে না তুমি! সমরদাস! বাইরে দোরে পাহারা দাও—

রণদা। (তিক্ত হাস্যে) আপনি আমায় আটকে রাখবেন না কি?

মতি। যতক্ষণ না তোমার সুবুদ্ধির উদয় হ'চ্ছে!

রণদা। আপনি যাকে সুবুদ্ধি বলেন—তা আমার এ জীবনেও উদয় হবে না!

মতি। দুই মিনিটের মধ্যেই হবে। যাও সমরদাস! বাইরে যাও! যা ব'লছি—তাই কর!

সমর। প্রেসিডেন্ট—আপনি—

মতি। যাও না! আমি খুন ক'রব না রণদাকে—ভয় নেই তোমার!

(সমরদাসের প্রস্থান)

মতি। এইবার! (রণদার সম্মুখের টেবিলের উপর বসিলেন)

রণদা। হ্যাঁ—এইবার!

মতি। তুমি যদি—

রণদা। বলুন—

মতি। আমি যা তোমায় হুকুম ক'রব—

রণদা। হুকুম ক'রবেন ?

মতি। যা তোমায় হুকুম ক'রব—তা অক্ষরে অক্ষরে তামিল না কর—

রণদা। ক'রব না—

মতি। আলবৎ ক'রবে! বাপের সুপুত্তুর হ'য়ে ক'রবে—

রণদা। বাপের কথা তুলবেন না—কাকাবাবু!

মতি। তুলতে ইচ্ছে ছিল না কোনদিন! তুমি বাধ্য ক'রছ তুলতে!

রণদা। বুঝলাম না!

মতি। যদি আমার কথা না শোন—বাধ্য হ'য়ে আমায় একটা নিষ্ঠুর কাজ ক'রতে হবে।

রণদা। আমায় হত্যা ক'রলেও—

মতি। হত্যা? সে ত সামান্য কথা! ম'রলে ত জুড়ুলে! এমন কিছু ক'রব—যাতে সারা জীবন তোমার দগ্ধে ম'রতে হবে!

রণদা। আপনি পাগল হ'য়েছেন দেখছি— (উঠিবার চেষ্টা)

মতি। (ধরিয়া বসাইল) হাজার হাজার টাকা তোমার পিছনে ঢেলেছি—সে কি ভেবেছ—উপযুক্ত জামিন না রেখে? তোমার জীবন আমার মুঠির ভেতর! তোমার সাধ্য কি—আমার কথার অবাধ্য হও?

রণদা। স্নেহ সম্বন্ধ আপনি যতই অস্বীকার করুন—আমি ভুলতে পারি নে যে আপনি আমার প্রতিপালক—গৌরীর বাবা! আমি পারতপক্ষে অবাধ্য হব না—হইও নি এতদিন!

মতি। গৌরীর বাবা! গৌরীকে তোমার জন্যই আমি রেখেছিলাম—তুমি বেছে নিলে সূর্য্য রায়ের মেয়েকে!

রণদা। আগেও ব'লেছি এখনও ব'লছি—সেটা আমার ভাগ্য বিড়ম্বনা! কিন্তু তাই ব'লে—এই সাতাশ বছর বয়সে কেউ আমার

ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ ক'রতে আসবে—চোখ রাঙিয়ে শাসন ক'রতে আসবে—এ বরদাস্ত ক'রবার লোক আমি নই!

মতি। আমি যদি তোমায় শাসন ক'রতে যাই—তা হ'লে তুমি দেখবে—এই সাতাশ বছরেও তুমি আঁতুড়ের শিশুর মতই অসহায়! ভেবো না আমি মিছে ভয় দেখাচ্ছি তোমায়! সত্যিই আমি এমন কিছু ক'রতে পারি—ক'রব—যাতে তোমার আর মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়াতে হবে না কারো কাছে। দীপ্তির ত্রিসীমায় আর তুমি ঘেঁসতে পাবে না—যশ, গৌরব, ক্ষমতা—সব তোমার এক সেকেণ্ডের ভেতর এমনভাবে লোপ পেয়ে যাবে—যেন কোনদিন তাদের এতটুকু অস্তিত্ব ছিল না!

রণদা। কি ক'রবেন—ক'রে ফেলুন! আমার কাজ আছে!

মতি। কাজ? কাজ ক'রবার সুযোগ আর কতক্ষণ থা'কবে তোমার? এই মুখ থেকে সেই একটী মাত্র কথা যদি বেরোয় একবার—কাউন্সিলে আর ঢুকতে পাবে না তুমি—ঢুকতে গেলে দারোয়ানেরা ঘাড় ধ'রে তোমায় বা'র ক'রে দেবে!

রণদা। কী সে কথাটা? জিজ্ঞাসা ক'রছি—সে কথাটা কি

মতি। জিজ্ঞাসা ক'রছ—আমি ব'লব! ব'লবার আমার ইচ্ছে ছিল না! আমার বুকের ভিতর লুকোনো র'য়েছে সে ভয়ানক গুপ্তকথা—তাই থা'কত আমার শেষ দিন পর্য্যন্ত! কিন্তু তুমি তা থা'কতে দিলে না! তোমায় ব'লতে হ'ল আমার! শোন—তোমার বাপ—

রণদা। আমার বাপ?

মতি। তুমি অনেক দিন তার কথা জিজ্ঞাসা ক'রেছ আমায়! আমি জবাব দিই নি!

রণদা। ব'লেছেন—আপনি জানেন না। ব'লেছেন—বাবা হয়ত নেই!

মতি। সে কথা ঠিক নয়! আমি জানি! তোমার বাবা আছে—বেঁচে আছে!

রণদা। একটু সম্ভ্রমের সঙ্গে তাঁর কথাটা বলুন কাকাবাবু! দোহাই আপনার—অন্ততঃ আমার কাছে! কেউ যদি গৌরীর কাছে আপনার নাম করে তাচ্ছিল্য ক'রে—

মতি। চোপ্‌রাও! গৌরীর বাবা আর তোমার বাবায় তফাৎ আশমান জমীন!

রণদা। আপনি মিলিওনেয়ার—তিনি হয়ত মুটেমজুর! কিন্তু গৌরীর কাছে তার মিলিওনেয়ার বাপ যা, আমার কাছে আমার সেই মুটেমজুর বাপও তাই! বলুন—তিনি যদি বেঁচে থাকেন—কোথায় আছেন তিনি?

মতি। মুটেমজুর হ'লে ত বাঁচোয়া ছিল! সে এমন কিছু—যা শুনলে—অন্য লোকে ত তোমায় ঘৃণা ক'রবেই—তুমি নিজেও নিজেকে ঘৃণা ক'রতে সুরু ক'রবে!

রণদা। ঘৃণা? ছেলে ক'রবে বাপকে ঘৃণা?

মতি। নিশ্চয়!—আর শুনতে চেয়ো না রণদা! শোন—আমি যে তোমায় কতখানি ভালবাসি—তা বোঝবার সুযোগ নানাভাবেই পেয়েছ তুমি! আমার কথা বিশ্বাস কর—তোমার বাপ যে কি—তা তোমার শোনা উচিত নয়! নিজেও শুনোনা—দশজনকে শোনাতে যাতে আমি বাধ্য হই এমন কাজও ক'রো না! কেন নিজের জীবনটা নিজের হাতে মুচড়ে পিষে আঁস্তাকুড়ে ফেলে দেবে?

রণদা। বাজে কথা রেখে দিন! হয় তাঁর সম্বন্ধে সব কথা আমায়

খুলে বলুন নয় ত আমি বুঝব—আপনি মিথ্যে একটা মনগড়া কথা তুলে ভয় দেখাচ্ছেন আমাকে!

মতি। তবে শোন—শুনে বোঝ যে তোমায় শাসনে রাখবার মত ব্রহ্মাস্ত্র আমার হাতে আছে! বোঝ যে—আমার তিলমাত্র অবাধ্য হওয়া এ জীবনে তোমার পক্ষে সম্ভব নয়! হ'লে—

রণদা। আর ভয় দেখাবেন না! বলুন শীগগির—আমার বাবা কোথায়?

(উত্তেজনাবশে উঠিয়া দাঁড়াইল)

মতি। তোমার বাবা—প্রেসিডেন্সী জেলে!

(রণদা কাঁপিয়া উঠিল—তারপর ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িল)

মতি। প্রেসিডেন্সী জেলে! চোর সে—জালিয়াত সে—কতবার জেল খেটেছে—তার ইয়ত্তা নেই! শেষবার জেলে যায় বছর সাতেক আগে! এখনো সেই মেয়াদই খাটছে! তবে—আর দেরী নেই—খালাস হবে দু'এক মাসের ভেতরই!

(রণদা নীরবে মতিলালের দিকে তাকাইয়া রহিল)

অমন ক'রে চেয়ো না রণদা! তুমি ভয় পেয়েছ—বুঝতে পা'রছি! কি ক'রব—তুমি বাধ্য ক'রলে আমায়! নইলে এ ভয়ানক কথা আমি তোমায় এ জীবনে ব'লতাম না!—শোন—তোমার ভয় পাবার সত্যিকার কারণ কিছু নেই!—যা শুনলে—তাতে তোমার ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না কিছু!—সে অভাগা খালাস হয় যদি—হ'ক—আবার দু'দিন বাদেই জেলে যাবে! দাগী চোরেরা ঐ রকমই যায়! না-ও যদি যায়—তাতেই বা কি? এতদিন তোমার খোঁজ সে পায় নি—

এখনো পাবে না। তোমার সর্ব্বনাশ ক'রবার মতলব নিয়েই কি বুড়ো মতিলাল তোমায় খাইয়ে পরিয়ে মানুষ ক'রে তুলেছে ?

রণদা। তাঁর—বাবার নাম কি ?

মতি। বিশ্বাস হ'চ্ছে না বুঝি আমার কথা ? ভা'বছ বুঝি আমি একটা ধাপ্পা দিয়ে—তোমায় ভয় দেখাচ্ছি ?—যাও—খোঁজ নাও গিয়ে ! তুমি গবর্ণমেণ্টের একটা সেক্রেটারী লোক—খোঁজ নেওয়া তোমার পক্ষে সোজা হবে ! চন্দ্রমোহন সেন তার নাম—জালিয়াত চন্দ্রমোহন ব'লে খোঁজ ক'রলেই এক কথায় তার পাত্তা পাবে !

রণদা। আচ্ছা— (উঠিল)

মতি। দীপ্তির ব্যাপারের মীমাংসাটা তা হ'লে তুমি দু'একদিনের ভেতরই ক'রছ ত ? হ্যাঁ—দু'একদিন দেরী হ'ক না ! কী এমন এসে যাবে তাতে ? তুমি একটু ধাক্কাটা সা'মলে নাও ! তারপর—সূর্য্যরায় অবুঝ লোক নন—তাঁকে বুঝিয়ে ব'ললে— (রণদা চলিয়া যাইতে যাইতে হঠাৎ দেয়ালে টাঙ্গানো নিজের ছবিখানার দিকে আঙ্গুল দিয়া নির্দ্দেশ করিল)।

মতি। কী ?

রণদা। নামাতে যাচ্ছিলেন—নামিয়ে ফেলুন।

(বাহির হইয়া গেল)

তৃতীয় দৃশ্য

প্রেসিডেন্সী জেল—জেলখানার ইয়ার্ড।

জেলার, রণদাপ্রসাদ।

জেলার। Interview এর ঘরে আর আপনার যেতে হবে না। এখানেই আমি প্রিজনারকে আনাবার ব্যবস্থা ক'রেছি।

রণদা। বহু ধন্যবাদ—!

জেলার। (একখানা খাতা উলটাইতে উলটাইতে) টিকেটে লেখা র'য়েছে —শিক্ষিত লোক—অথচ আগের convictionএর সংখ্যা দিচ্ছে —কম ক'রে দশটা! হাঃ হাঃ হাঃ—

রণদা। শিক্ষিত লোক?

জেলার। চেহারা দেখলেও মনে হয় শিক্ষিত লোক! ভদ্র বংশের লোক ত নিশ্চয়ই! আর কথাবার্ত্তা—চলাফেরা—এই দেখুন না—এই ছ'বছরের ওপর জেলে রয়েছে—টিকেটে একটা লাল কালির দাগ নেই!

রণদা। লাল কালি—মানে?

জেলার। jail offence! ঝগড়া মারামারি, কাজে ফাঁকি দেওয়া, লুকিয়ে বাইরে থেকে জিনিষ আনানো!—এই যে এই—নম্বর ৪২৮৭!

রণদা। এই?

(ওয়ার্ডার চন্দ্রমোহনকে লইয়া আসিল)

জেলার। সাধারণ নিয়ম অবিশ্যি এই যে—Interviewএর সময়ে কোন

না কোনও অফিসার উপস্থিত থা'কবে! তবে—আপনি গবর্ণমেণ্টের একজন সেক্রেটারী—আপনি যদি বলেন—মানে যদি কথাবার্ত্তা প্রাইভেট হয়—

রণদা। প্রাইভেট—একটু বটে!

জেলার। তবে আর কথা কি আছে? আজকাল বড় অফিসারদের সঙ্গে ত প্রিজনারদের হামেসাই প্রাইভেট কথা হ'চ্ছে! হাঃ হাঃ হাঃ—আপনি কথা ক'ন তাহ'লে! ওয়ার্ডার! তুমি তফাতে থাক—হুজুর যখন ডা'কবেন— তখন আ'সবে!

(ওয়ার্ডার ও জেলারের প্রস্থান)

রণদা। আপনি—

চন্দ্রমোহন। (চারিদিকে তাকাইয়া দেখিল) কাকে ব'লছেন—হুজুর?

রণদা। আপনাকে!

চন্দ্র। অঁ্যা? 'আপনি' ব'লে ত কয়েদীর সাথে কেউ কথা কয় না!

রণদা। তা হ'ক—আপনি খালাস হবেন কবে?

চন্দ্র। কা'ল!

রণদা। কা'ল?

চন্দ্র। আজ্ঞে—

রণদা। উঃ—কাল এলে আর দেখা হ'ত না।

চন্দ্র। কিছু দরকার আছে বোধ হয়—আমাকে দিয়ে?

রণদা। দরকার—হ্যাঁ—দরকার ছাড়া তাকে আর কি ব'লব! তবে—সে দরকার এখন মিটবে না—খালাস হ'য়ে বেরিয়ে আমার বাড়ীতে যাবেন!

চন্দ্র। (নিম্নস্বরে) ব্যবসাগত কিছু বোধ হয় ?

রণদা। ব্যবসাগত ?

চন্দ্র। আমার ব্যবসা হ'ল—জানেন ত ?—আর সে ব্যবসায় আমার নাম আছে বাজারে! আপনাকে কেউ ব'লে থাকবে আমার কথা!

রণদা। না—ব্যবসাগত কিছু নয়!

চন্দ্র। আচ্ছা—আচ্ছা-সে বোঝা যাবে এখন! এখানে দাঁড়িয়ে সে কথা না বলাই ভাল! আপনি একটা জমীদার লোক হবেন মনে হ'চ্ছে! (নিম্নস্বরে) এমন যদি হয়—কোন প্রজার নামে মিছে ক'রে তমসুক তৈরী ক'রতে হবে—কি—ধরুন যদি—

রণদা। আমি জমিদারও নই—কোন প্রজার নামে তমসুক তৈরী করাবারও আমার দরকার হবে না! সে কথা যা'ক—কা'ল খালাস পাবেন সকালে? সোজা বেরিয়েই আমার বাড়ীতে আ'সবেন! এই ঠিকানা রাখুন—

(চন্দ্রমোহনকে কার্ড দিতে গেল)

চন্দ্র। জেলার সাহেবের কাছে দিয়ে যান—কা'ল বেরুবার সময় আমি পাব। কোন কাগজ আমাদের নিজে রা'খবার নিয়ম নেই!

রণদা। আচ্ছা—

চন্দ্র। একটা কথা—যদি যেতেই হয় আপনার কাছে—সাত বছর আগের সেই পুরাণো পোকায়-কাটা ন্যাকড়া—যা প'রে জেলে ঢুকেছিলাম—তাই কি গুদোম থেকে নিয়ে প'রে যাব? দেখুন আপনারই হয় ত তাতে অসুবিধে হবে! বড় লোকের বাড়ীতে

ঢুকে যাকে বাবুর সঙ্গে গোপনীয় কথা কইতে হবে—সে যদি ভদ্রলোকের মত কাপড় প'রে না যায়—তবে লোকের সন্দেহ হবে বাবুর উপরেই বেশী !

রণদা। ধোলাই কাপড় জামা আমি কিনে জেলখানায় জমা দিয়ে যাচ্ছি !

চন্দ্র। আর টাকা ? দু'একটা টাকা ? ট্রামভাড়া র'য়েছে, লপ্‌সী খেয়ে ত আর বেরুতে পা'রব না—ক্ষিধে পাবে হয়ত, দাড়িটেও কামা'লে ভাল হয়—

রণদা। টাকাও রেখে যাব এখন—

চন্দ্র। এসব অবিশ্যি পরে তমসুক তৈরীর পারিশ্রমিক থেকে কেটে নিতে পা'রবেন আপনি—

রণদা। তমসুক আমি তৈরী করাব না—ও কথাটা ভুলে যান দয়া ক'রে !

চন্দ্র। তবে কি আপনি—ওঃ—আপনি বুঝি মুক্তি ফৌজের লোক ? যারা পতিত আত্মা উদ্ধার ক'রে বেড়ায় ?

রণদা। সব জা'নতে পা'রবেন কাল—এখন আমি যাই। আমার বাড়ীতে যেতে ভুল হয় না যেন—

চন্দ্র। কাজই যদি কিছু না দিতে পারেন—তবে কি ক'রতে যাব—বুঝতে পা'রছি নে! আমরা ব্যবসায়ী লোক—খামোখা ঘুরে বেড়া'লে পেট চ'লবে কি ক'রে ? তার চাইতে পুরানো আড্ডাগুলো—

রণদা। টাকা ত জমা দিয়ে যাচ্ছি ! কাজ না পেলেও—পেট চলার ভাবনা থা'কবে না—দু' পাঁচ দিনের জন্য !

চন্দ্র। তা হ'লে গোটা দশেক টাকা অন্ততঃ রেখে যাবেন !

রণদা। তাই যাব—আমি এখন যাই !—ওয়ার্ডার !

নেপথ্যে-ওয়ার্ডার। হুজুর ! (প্রবেশ করিল)

রণদা। আমার কাজ হ'য়ে গেছে। (চন্দ্রমোহনকে) ভুলবেন না যেন!
(প্রস্থান)

চন্দ্র। জমাদার সাহেব! হুজুরটী কে?

ওয়ার্ডার। তেরা বাবা।

চন্দ্র। বাবাই হোক—আর ছেলেই হো'ক মাথায় ছিট আছে জমাদার সাহেব— (উভয়ের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

সূর্য্যকান্তর বাটীর হলঘর পত্রপুষ্পে সুসজ্জিত হইয়াছে।

সূর্য্যকান্ত, শঙ্করলাল, কতিপয় সম্ভ্রান্ত বয়স্ক ব্যক্তি, নলিনাক্ষ, দীপ্তি ও তরুণ তরুণীগণ—অরুণ, মলয়, পুলিন, রেখা, এনা, নমিতা ইত্যাদি। একটী তরুণ ও একটী তরুণীর দ্বৈতনৃত্য হইতেছে।

(ইন্দুলেখার প্রবেশ)

সূর্য্য। আসুন—আসুন—লেডি মিটার! (উঠিয়া অগ্রসর হইলেন)

দীপ্তি। আসুন ইন্দুদি—(ছুটিয়া আসিল)

সূর্য্য। কী যে আনন্দ হ'ল! নিজের মাথার উপর অতখানি ঝঞ্ঝাট—তা সত্ত্বেও অতদূর থেকে ছুটে এসেছেন—নিতান্ত প্রাণের টান না থা'কলে কেউ আসে না!

ইন্দু। দীপ্তির জন্মতিথির উৎসব—আমি আ'সব না? আর দূর এমন কি? মোটরে ঘণ্টা তিনেকের পথ মোটে!

সূর্য্য। শঙ্করলাল বাবু! ইনিই শ্যার চিরঞ্জীবের স্ত্রী! লেডি মিটার! ইনি শঙ্করলাল বাবু!

ইন্দু। Minister-in-Charge of Trade and Industry! উনি হয়ত আমার উপর খুবই রেগে আছেন! ওঁর ডিপার্ট-মেণ্টকে আমি একটু বিব্রত ক'রে ব'সেছি ইদানীং!

শঙ্কর। বিব্রত আর এমন কি বলুন—তবে সময় নেই, এই হ'য়েছে আমার মুস্কিল! যা করেন একা রণদা বাবু!

সূর্য্য। By the way—রণদা কোথায়?

রেখা। সে কি? রণদা বাবু আসেন নি এখনো? এই তাঁর gallantry? দীপ্তির জন্মতিথির উৎসব—আর দীপ্তির প্রিয়তম কি না—

দীপ্তি। সে কি? রণদা আসে নি? বল কি?

পুলিন। এসে তোমার Vanity Bag এর ভেতর ঢুকে ব'সে থাকে যদি ত ব'লতে পারি নে! এদিকে কোথাও ত দেখি নে!

(সকলের হাস্য)

দীপ্তি। Is it possible? আমি ভাবছিলাম বুঝি—বাবার লাইব্রেরী ঘরে বসে আছে!

সূর্য্য। Guest আর কে কে বাকী—দীপ্তি?

দীপ্তি। দেখছি দাঁড়াও! তোমার, হবু জামাইকে অবিশ্যি guest এর পর্য্যায়ে ফেলতে চাইনে—কিন্তু তাঁর যে রকম ব্যবহার—

নলি। বেচারী কাজে আছে দীপ্তি!

দীপ্তি। কাজ? তোমরা সবাই কাজের মানুষ—তা আমি জানি নলিন দা!

ইন্দু। দীপ্তি রেগেছে!

নলি। রাগটা আমাদের উপর নয় বৌদি! এ রাগ অনুরাগেরই

রূপান্তর—এর পাত্র হ'চ্ছেন সেই অনুপস্থিত ভাগ্যবান—রণদাপ্রসাদ!

সূর্য্য। রণদাবাবুর ব্যাপারটা বুঝতে পারা যাচ্ছে না।

দীপ্তি। আমি বলি—he is—he is—

(রণদার প্রবেশ)

[প্রবেশ করিয়াই যেন সে চমকিয়া গেল।]

সকলে। এই যে—এই যে—

অরুণ। ছিঃ ছিঃ—রণদা বাবু—

রেখা। কাজের মানুষ হ'লে কি—

মলয়। দীপ্তি কেঁদেছে মশাই!

এনা। আপনাকে কি যে ব'লব—

পুলিন। ছিঃ ছিঃ ছিঃ—

(দীপ্তি অন্যদিকে চলিয়া গেল)

রণদা। আজ দীপ্তির জন্মতিথির উৎসব—বটে! আমার—মানে—

দীপ্তি। (দূর হইতে তীক্ষ্মস্বরে) মনে ছিল না!

রণদা। হ্যাঁ—তাই বটে! মনে ছিল না! আর থা'কতও যদি—দীপ্তি!—যে সঙ্কটে প'ড়েছি আমি—নইলে—তবে আজকে যে দুঃখ পেলে আমার জন্যে—এই শেষ! এর পর আর দুঃখ পেতে হবে না বোধ হয়!

(গৌরী উঠিয়া দাঁড়াইল—মতিলাল তাহাকে ধরিয়া বসাইলেন)

সূর্য্য। কোথায় ছিলে—রণদা?

রণদা। ব'লছি—এক গেলাস জল আগে খেয়ে নিই—

(বয় জল আনিয়া দিল)

শঙ্কর। বেচারী! খেটে খেটে জান গেল ওর! মুস্কিল হ'য়েছে—আমি মোটে সময় পাই নে!

ইন্দু। (দীপ্তিকে) ও ঘরে খাবার দেওয়া হ'য়েছে যে দীপ্তি! guest দের কতক কতক—

দীপ্তি। নিশ্চয়! নিশ্চয়! অন্য লোকে কর্ত্তব্য ভোলে—ভুলুক—আমার কোন ত্রুটী হবে না! অরুণ—নমিতা—নলিন দা! গৌরী! সব এদিকে আ'সতে হবে যে! খাবার তৈরী!

নলি। আমি একটু পরে—দীপ্তি!

গৌরী। আমিও!

দীপ্তি। ওঃ—দু'টীতে কূজন গুঞ্জন শেষ হয় নি এখনো?

(দীপ্তি তরুণ তরুণী গণকে লইয়া পার্শ্বকক্ষে গেল)

মতি। (ধীরে ধীরে আসিয়া রণদার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া) বড্ডই কেমন কেমন দেখছি যে রণদা! এখনো সা'মলে উঠতে পারনি?

রণদা। হাঁ—উঠেছি বই কি!—(মতিলালের দিকে চাহিয়া হাসিল) (সূর্য্যকান্তকে) আমায় একবার প্রেসিডেন্সী জেলে যেতে হ'য়েছিল—ডক্টর!

মতি। (উত্তেজিতস্বরে) রণদা! (যেন তাহার মুখে হাত চাপা দিতে গেলেন)

সূর্য্য। প্রেসিডেন্সী জেলে? কেন—রণদা?

রণদা। (মতিলালকে সরাইয়া দিয়া) আমার বাবার সঙ্গে দেখা ক'রতে!

(সকলে নিস্তব্ধ হইয়া গেল)

সূর্য্য। (ক্ষণপরে) তোমার বাবা—রণদা?

(দীপ্তির প্রবেশ)

রণদা। আমার বাবা—Convict No. 4287—নম্বরটা ভুলি নি!

(দীপ্তি চীৎকার করিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া পড়িল)

শঙ্কর। Poor fellow! খেটে খেটে মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে!

গৌরী। প্রসাদ দা! (ছুটিয়া আসিতেছিল)

নলি। থামুন—(গৌরীকে ধরিল)

সূর্য্য। রণদা! খুলে বল বাবা! ব'সো—ঠাণ্ডা হ'য়ে ব'সো!

মতি। কিছু ব'লো না—কিছু ব'লো না!—ডক্টর রায়! ওর মাথা খারাপ হ'য়েছে—আমি ওকে এখুনি বাড়ী নিয়ে যাব—আমি ওকে ছেলের মত মানুষ ক'রেছি—আমি ওকে নিয়ে যাই যদি—আপনাদের কারু কিছু ব'লবার থা'কতে পারে না! গৌরী! ওকে ধর্—হাত ধ'রে টেনে নিয়ে চল্—প্রসাদ! রণদা!—কোন কথা নয় আর—চ'লে এসো!

রণদা। আর হয় না কাকাবাবু! প্রেসিডেন্সী জেল থেকে বেরিয়ে আমি আনন্দবাজার অফিসে গিয়েছিলাম। একটা প্যারা নিজের হাতে লিখে এডিটরকে দিয়ে এসেছি—ছাপবার জন্য।

সূর্য্য। মতিলাল বাবু যে জিনিষটা গোপন রা'খতে চান—তা গোপন রাখাই যদি তোমার ইচ্ছে হয় রণদা! It can still be managed! এখানে এখন যাঁরা উপস্থিত আছেন—তাঁরা সকলেই আমাদের আপনার লোক—তুমি উত্তেজনার মুখে যা ব'লেছ—তা উত্তেজনার প্রলাপ ব'লে মনে করা তাঁদের পক্ষে শক্ত হবে না! আর আনন্দ বাজারের প্যারা—সে হয়ত এখনো কম্পোজই হ'য়ে ওঠে নি—আমি এখুনি এডিটারকে যদি একটা ফোন ক'রে দিই—

রণদা। এ আনন্দের মেলা থেকে নিজের পায়ে নিজেকে লাথি মেরে বের ক'রে দিতে আমার মর্ম্মান্তিক কষ্ট হ'চ্ছে যে—তা হয়ত—মুখে না ব'ললেও আপনারা বুঝতে পা'রবেন! কিন্তু সত্যকে গোপন ক'রবার চেষ্টা ক'রে কোন ফল হয়—এ বিশ্বাস আমার নেই! তাই আমার পিতৃপরিচয়—যা এতদিন আমার অজানা ছিল—তা জা'নতে পারার সঙ্গে সঙ্গেই আমি—

গৌরী। (চীৎকার করিয়া) বাবা! এ তোমার কাজ!

মতি। আমার? তার মানে? ওর বাপ যদি সত্যিই জেলখানার কয়েদী হয়—আমি তার কি ক'রতে পারি? তুই বাড়ী যাবি?—আমি যাচ্ছি—আমার এ পাগলামি সহ্য হচ্ছে না আর! হ্যাঁ—আমি চ'লে যাচ্ছি! (প্রস্থান)

সূর্য্য। তোমার বাবা—কে তিনি রণদা?

রণদা। চন্দ্রমোহন সেন—প্রেসিডেন্সী জেলের ৪২৮৭ নং কয়েদী—জালিয়াত—চোর—কী যে নন তিনি—তা ভগবানই শুধু জানেন! কা'ল সকালে খালাস হবেন!

সূর্য্য। তুমি দেখা ক'রেছ তাঁর সঙ্গে?

রণদা। ক'রেছি—এই একটু আগেই!

সূর্য্য। ওঃ—আচ্ছা!—(ক্ষণ পরে) শঙ্করলাল বাবু—খাবার ঠাণ্ডা হ'য়ে যায়—রণদাকে নিয়ে খেতে আসুন! নলিনাক্ষ! এখন খাবে কি তুমি?

নলি। একটু পরে—

সূর্য্য। আচ্ছা! আসুন শঙ্করলাল বাবু!

শঙ্কর। চলুন! This is a queer world—Doctor!—আসুন—রণদাবাবু!

[সূর্য্যকান্ত শঙ্করলাল ও রণদাকে লইয়া পার্শ্ব কক্ষে প্রবেশ করিলেন]

ইন্দু। দীপ্তি!

দীপ্তি। ইন্দু'দি! আমার ভাগ্যে এই ছিল? (ইন্দুর কাঁধে মাথা রাখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল)

গৌরী। নলিন বাবু! আপনি তাঁর বন্ধু—তাঁকে একটু সান্ত্বনা দিতে পারেন না?

নলি। এ এমন একটা অবস্থা গৌরী দেবী—যেখানে ভগবান ছাড়া সান্ত্বনা দেবার কেউ নেই! তবে ভগবান যে ওকে সান্ত্বনা দেবেন—সে বিশ্বাস আমার আছে! শুনেছি তিনি সত্যাশ্রয়ীকে কখনো ত্যাগ করেন না!

(সূর্য্যকান্তের প্রবেশ)

সূর্য্য। দীপ্তি!

দীপ্তি। বাবা! (সাশ্রুনেত্রে চাহিল)

সূর্য্য। তুমি একবারটি—

দীপ্তি। কাগজে একটা প্যারা তোমাকেও ত লিখে পাঠাতে হয় বাবা!

সূর্য্য। অ্যাঁ?

দীপ্তি। বিয়েটা ত ভেঙ্গে দিতেই হবে!

সূর্য্য। অ্যাঁ? (ক্ষণকাল নীরব) অনিবার্য্য?

দীপ্তি। অনিবার্য্য নয়?

(সূর্য্যকান্ত সরিয়া গিয়া উপরের দিকে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।)

ইন্দু। দু'টো দিন ভেবে দেখলে ভাল হ'ত না দীপ্তি?

দীপ্তি। কী আর ভা'বব ইন্দুদি? তার অতীত নিয়ে আমি কোন দিন

মাথা ঘামাই নি! জা'নতাম যে সে ছিল এক অনাথ বালক—মতিলাল বাবু দয়া ক'রে তাকে প্রতিপালন ক'রেছেন! ভ্রূক্ষেপও করি নি—ভা'বতাম বংশমর্য্যাদা তা'র না-ই থা'ক—আমার এত আছে যে তার সে অভাব কেউ লক্ষ্যও ক'রবে না!—কিন্তু আজ যা শুনলাম—এ যে কল্পনা ক'রতেও পারি নি ইন্দুদি! এ ত শুধু অতীতের কথা নয়—ওর ভবিষ্যতের উপরেও যে এ কলঙ্কের ছাপ দারুণ ভাবে প'ড়বে!

গৌরী। (অগ্রসর হইয়া) তুমি কি প্রসাদ-দার ভবিষ্যৎকে বিয়ে ক'রতে যাচ্ছিলে—না প্রসাদ-দা'কে?

দীপ্তি। (ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া) যা বোঝ না—তা নিয়ে কথা ক'য়ো না গৌরী! কয়েদীর ছেলেকে বিয়ে করা মতিলাল মান্নার মেয়ের সা'জতে পারে—সূর্য্য রায়ের মেয়ের সাজে না!

সূর্য্য। (অগ্রসর হইয়া) গৌরী মা! আমার সাথে এস—রণদার পাশে একটু ব'সবে এস!

(গৌরীকে একরূপ কোলে করিয়া লইয়া তিনি চলিয়া গেলেন)

দীপ্তি। (কাঁদিয়া) ইন্দুদি! বাবাও আমায় বুঝলেন না! সমাজে দশ জনের একজন হ'য়ে বাস ক'রতে ত হবে!

ইন্দু। ও বিষয়ে দুই মত হ'তে পারে দীপ্তি! সে কথা এখন থা'ক—তুমি ঘরে গিয়ে শোবে—চল!—নলিন বাবু! আপনি কি ক'রবেন?

নলিন। খেতে যাব!—তারপর রণদাকে দু'টো ঘুসি মা'রব!

ইন্দু। বলেন কি? (এত দুঃখেও হাসিলেন)

নলিন। নিশ্চয়! বড়লোকের ছেলে হ'য়ে জন্মানোর যে বোকামি—সেটা মার্জ্জনীয় নয়!

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রণদার বাটী—রণদা বসিয়া খবরের কাগজ দেখিতেছে।

(ইন্দুলেখার প্রবেশ)

ইন্দু। আসতে পারি ?

রণদা। (দাঁড়াইয়া) বিলক্ষণ !

ইন্দু। দোরে কড়াও নেই—নীচে লোকজনও কেউ নেই !

রণদা। কড়া কোনদিন ছিল না—লোকজন এতদিন ছিল—আজ ভোরেই বিদেয় ক'রে দিয়েছি ! একটীমাত্র চাকর এখনো র'য়েছে—রা'ত্রে তারও ছুটি !

ইন্দু। কেন—বলুন ত ! বাড়ী ছেড়ে হোটেলে বাসা নেবেন না কি ?

রণদা। হোটেলে বাসা নেব না—তবে বাড়ী ছা'ড়ব—তা ঠিক ! আজই !

ইন্দু। যাচ্ছেন কোথায় ?

রণদা। কোথায় যাব-- সেইটেই এখন সমস্যা ! আপনি এসেছেন—একটা পরামর্শ দিন !

ইন্দু। কি রকম ?

রণদা। মা:েন—আমি ক'লকেতায়ই থা'কছি নে কি না !

ইন্দু। অ্যাঁ ? চাকরি ?

রণদা। সেক্রেটারি গিরিতে কা'ল রা'ত্রেই ইস্তফা দিয়ে এসেছি—ডক্টর রায়ের কাছে ! পরিষদের সদস্য গিরিতেও !

ইন্দু। রণদাবাবু!

রণদা। সহজেই বুঝতে পা'রবেন—চোরের ছেলে সেক্রেটারী থা'কলে ক্যাবিনেটের মর্য্যাদাহানি হয়!

ইন্দু। কিন্তু—পরিষদ—

রণদা। ওটা অন্য কারণে ছা'ড়তে হ'ল! দেখুন—রাজগঞ্জের শ্রমিকেরা যখন আমায় নির্ব্বাচিত করে—তখন আমার পিতৃপরিচয় তারা জানত না! জা'নলে—হয়ত তারা ভোট দিত না আমায়!

ইন্দু। এ সব আপনার বাড়াবাড়ি রণদা বাবু!

রণদা। বাড়াবাড়ি হওয়া বরং ভাল—কর্ত্তব্যের ক্ষেত্রে কম যাওয়াটা কিছু নয়! যারা দাম দেবে—তারা পূরো জিনিষটা পেতে চায়—লেডি মিটার!—কে বাইরে?

(গৌরীর প্রবেশ)

গৌরী। প্রসাদ দা! আমি একবারটী—

রণদা। এস—ভেতরে এস!

গৌরী। না—তোমাদের কথা হ'ক! আমি ও-ঘরে ব'সছি!

(প্রস্থান)

ইন্দু। উনি মতিলাল বাবুর মেয়ে—না?

রণদা। হাঁ—

ইন্দু। আপনাকে—কিছু মনে না করেন ত জিজ্ঞাসা করি—আপনাকে ভালবাসেন?

রণদা। আজ যদি আমি বলি—দীপ্তি অন্যায় করে আমায় ছিনিয়ে নিয়েছিল গৌরীর কাছ থেকে—আপনি হয় ত ভা'ববেন—দীপ্তির উপর আজ রাগ হ'য়েছে ব'লেই আমি ও-কথা ব'লছি!

কিন্তু ঈশ্বর জানেন—তা নয় লেডি মিটার! আজ দীপ্তি বা গৌরী—দু'জনেই আমার নাগালের বাইরে—একজনাকে বড় ক'রবার জন্য অপরকে ছোট ক'রতে যাওয়ায় কোন স্বার্থ নেই আমার!

(গৌরী উঁকি দিল)

গৌরী। একটী বুড়ো ভদ্রলোক সিঁড়ির নীচে দাঁড়িয়ে আছেন প্রসাদ দা!

রণদা। বুড়ো? ওঃ— (উঠিল)

ইন্দু। রণদাবাবু! উঠিলেন)

রণদা। বসুন—আমি দেখে আসি! বোধ হয় বাবা! (প্রস্থান)

[ইন্দু ও গৌরী দু'জনেই নিশ্চল হইয়া বাহিরের সিঁড়ির দিকে চাহিয়া রহিল। রণদা চন্দ্রমোহনের হাত ধরিয়া লইয়া ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল।]

ইন্দু। ইনিই?

রণদা। ইনিই! (চন্দ্রমোহনকে) আপনি আমার শোবার ঘরে এসে বিশ্রাম করুন—চাকরকে ডেকে দিই—আপনার জামা-জুতোগুলো—

গৌরী। চাকরকে দরকার কি প্রসাদ দা? ওঁকে আমিই দেখছি!—আসুন—বাবা!

(চন্দ্রমোহনের হাত ধরিল)

চন্দ্র। মানে—আমি ত—(হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিল)—এ সব কি?—(চক্ষু মুছিয়া হাসিল) ঠিক যেন আরব্য উপন্যাস!

গৌরী। তুমি ওঁকে কোন কথা বল নি বোধ হয় এখনো—প্রসাদ দা?

রণদা। সময় পেলাম কখন?

গৌরী। আমি যদি বলি? মানে—কা'ল রাত্রে বাড়ী গিয়ে আমি জোর ক'রে সব শুনে নিয়েছি বাবার কাছ থেকে!

রণদা। বেশ—তুমিই বল !

গৌরী। আস্থন—বাবা – (চন্দ্রমোহনকে লইয়া প্রস্থান)

ইন্দু। মেয়েটী সত্যিই—

রণদা। ভাল ?

ইন্দু। লক্ষ্মী !

রণদা। সে কথা যা'ক ! গৌরী মস্ত কাজের ভার থেকে আমায় রেহাই দিয়েছে ! বস্থন ! না—তাড়া আছে ?

ইন্দু। তাড়া থাকলেও—কথা র'য়েছে—সেটা শেষ না ক'রে যাই কি ক'রে ? কথা এই—আপনি ত চাকরী ছাড়লেন—পরিষদ ছাড়লেন—অন্য কোন ঝঞ্ঝাটও ত আপনার দেখছি নে ! এইবার—আমাদের উপর দয়া করুন না !

রণদা। সে কি ?

ইন্দু। মানে—আমার স্বামীর সেই প্রস্তাবটা আবার আমি উত্থাপন ক'রতে চাই ! রাজগঞ্জ ফ্যাক্টরীর সিকি বখরাদারি নিয়ে আপনি আবার আমাদের কাছে ফিরে আস্থন !

রণদা। বলেন কি—লেডি মিটার ? সে যে out of the question !

ইন্দু। oh—unmanageable man ! out of the question কিসে ?

রণদা। যার বাপ—

ইন্দু। হ'য়েছে—হ'য়েছে—ওই একটা ধুয়া সব কথাতেই আর তুলবেন না—দোহাই আপনার ! আমরা আপনাকে সত্যিই চাই ! শুধু যে আমাদের নিজের স্বার্থের জন্য চাই—তা নয় ! বাংলা দেশের লেবার কোশ্চেনের স্থমীমাংসা

ক'রবার জন্য আপনাকে চাই! শ্রমিক মালিকের অহি-নকুল সম্পর্কটা দূর ক'রে দুইয়ের ভিতর যদি বিশ্বাস আর আত্মীয়তার সম্বন্ধ গ'ড়ে তুলতে হয়—তবে তার জন্য দরকার, আপনার মতই একজন লোক!

রণদা। বেশী কথা বাড়াবোনা—লেডি মিটার! আমার উপর আপনাদের যে দয়া—তার উপযুক্ত মর্য্যাদা দেওয়া আমার পক্ষে কোনদিনই সম্ভব হবে না! তবে—আমি যে কৃতজ্ঞ—সেইটে বোঝাবার জন্য আপনার দয়ার আর্দ্ধেকটা অন্ততঃ আমি এবার মাথায় তুলে নিচ্ছি!

ইন্দু। আর্দ্ধেকটা?

রণদা। মানে—রাজগঞ্জে আমি ফিরে আ'সব!—তবে—বখরাদারি নিয়ে নয়!

ইন্দু। বখরাদারি নিয়ে নয়? তবে কি নিয়ে?

রণদা। যে চাকরি ক'রতাম—তাই আপনি দয়া ক'রে আমায় আবার দেবেন!

ইন্দু। ফোরম্যান?

রণদা। অথবা—ফোরম্যানের কাজ যদি এখন খালি না থাকে—তবে অর্ডিনারী ফিটার! অবাক হ'চ্ছেন কেন—লেডি মিটার? আমি চিরদিনই মজুর—মজুরই থা'কব—তা ত আগেও ব'লেছি!

ইন্দু। পরিষদে ত এসেছিলেন!

রণদা। মজুরদেরই কাজ ক'রবার জন্য!

ইন্দু। আর তর্ক ক'রব না! করা ঝকমারি!—তবে—একটা কথা—ধর্ম্মঘটটা পূরো দমে চ'লছে এখনো—শ্রমিকদের সঙ্গে মিশে থাকা কি এখন আপনার পক্ষে সুবিধে হবে? আপনি সেদিন

রাজগঞ্জে গিয়ে যে বক্তৃতা দিয়েছেন—তাতে ত আপনার উপর খুসী হয় নি তারা !

রণদা। তারা আমার মা'রবে না কি ? (হাস্য)

ইন্দু। আপনি হাসছেন—কিন্তু আমার ভয় হ'চ্ছে !

রণদা। রাজগঞ্জে আমি ক'াল সকালেই পৌছব ! পৌছলেই দেখতে পাবেন—ভয়ের কিছু নেই ! সেক্রেটারী রণদাকে তারা ঠিক নিজের লোক ব'লে ধারণা ক'রতে পারে নি—মজুর রণদা হবে একান্তভাবে তাদেরই একজন !

ইন্দু। হ'লে ভাল !—বাবা সঙ্গে যাবেন না কি ?

রণদা। যাবেন বই কি !

ইন্দু। হ্যাঁ—ওঁর বোধ হয় যাওয়ার অন্য জায়গাও নেই !

রণদা। বোধ হয় নেই ! থা'কলেও ছেলেকে ছেড়ে বাপ অন্য জায়গায় যাবে কেন ? যেতে চাইলেই বা ছেলে শুনবে কেন ?

ইন্দু। ফিটারের কাজ যদি নিতে হয়—ফিটারের মাইনেতে পিতা পুত্রের খরচা চ'লবে ত ?

রণদা। বাবুগিরি না ক'রলেই চ'লবে !—ডালভাত !—নিজেই রান্না ক'রব !

ইন্দু। বেশ ! বেশ ! (রুদ্ধ স্বরে) আমিও ভাবছি—এবার থেকে ঝাঁটা হাতে নিয়ে ফ্যাক্টরী ঝাঁট দিতে সুরু ক'রব !

রণদা। লেডি মিটার !

ইন্দু। মানুষের টাকা থেকে লাভ কি—যদি সে টাকা ভাল লোকের কাজে না লাগে ?

রণদা। টাকা দিয়ে যে উপকার করা যায়—তাই কি দুনিয়ার সব চেয়ে বড় উপকার লেডি মিটার ?—এই দুর্দ্দিনে আপনার স্নেহের

এই পরিচয়—আমায় যে কতখানি সম্পদ, কত বড় শক্তি দান ক'রছে—তা যদি আপনাকে বোঝা'তে পা'রতাম—

ইন্দু। আমি আজই চ'লে যাচ্ছি! আপনি কা'ল সকালেই আ'সছেন ত?

রণদা। হাঁ—

ইন্দু। আচ্ছা— (প্রস্থান)

রণদা। গৌরী!—

(চন্দ্রমোহনের প্রবেশ)

চন্দ্র। গৌরী আমার জন্য খাবার আ'নতে গিয়েছে নীচে!

রণদা। বসুন—

চন্দ্র। হ্যাঁ— (বসিল)

রণদা। সব শুনেছেন?

চন্দ্র। শুনেছি! ভগবানকে অনেক ডেকেছি বাবা! তাই শেষ জীবনে তিনি এই একটুখানি দয়া কর'লেন! উঃ—কী কষ্টটাই গেছে বাবা! নামটী কি ভাল তোমার?

রণদা। রণদা—

চন্দ্র। রণদা—হ্যাঁ—রণদাই বটে!—কতকালের কথা! মনে ছিলনা! মনে থা'কবে কি! জা'নতাম তুমি নেই—তোমার কথা ভুলবার চেষ্টাই ক'রতাম!—প্রথম যেবারে জেলে নিয়ে গেল—তোমায় রেখে গেলাম একটা বুড়ীর কাছে! ত্রিসংসারে কেউ ছিলনা আর!

রণদা। তারপর?

চন্দ্র। তারপর—ফিরে এলাম যখন—দেখি বুড়ী ম'রে গেছে!

রণদা। আর আমি?

চন্দ্র। নিরুদ্দেশ! পাড়ার লোক ব'ললে—এক বড়লোক গাড়ী ক'রে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন—তোমায় রাস্তায় দেখতে পেয়ে কি জানি কি মনে ক'রে খোঁজ খবর নেন—তারপর তোমায় গাড়ীতে বসিয়ে নিয়ে চ'লে যান!

রণদা। সে বড় লোকের নাম কি—মতিলাল মান্না?

চন্দ্র। কেউ কিছু ব'লতে পারে নি! কে মতিলাল মান্না?

রণদা। তিনি ঐ—ঐ গৌরীর বাবা!

চন্দ্র। তাহ'লে বোধ হয় মতিলাল মান্নাই হবেন! মানে—গৌরীকে যে রকমটা দেখলাম তাতে তার বাবার ত খুবই দয়ালু লোক হ'বার কথা!

রণদা। হ্যাঁ—তাঁর দয়া যথেষ্ট!

চন্দ্র। আমি—ইয়ে—থা'কব কোন্ ঘরে?

রণদা। আমার ঘরেই আজ থাকুন! কা'ল ত আমরা অন্যত্র যাব!

চন্দ্র। অন্য বাড়ী? এটা দুজনের পক্ষে ছোট হবে মনে ক'রছ—অ্যাঁ?

রণদা। যে বাড়ীতে আমরা যাব—সেটা এর চাইতে আরো ঢের ঢের ছোট হবে—বাবা!

চন্দ্র। অ্যাঁ!

রণদা। আর সে বাড়ী ক'লকেতাতেও নয়—বাইরে! অনেকটা দূর—রাজগঞ্জে!

চন্দ্র। কেন? কেন? রাজগঞ্জে একটা ছোট বাড়ীতে তুমি যাবে কেন? তুমি একটা মস্ত সম্ভ্রান্ত লোক—গবর্ণমেণ্টের একটা সেক্রেটারী শুনছি—দেদার টাকা মাইনে তোমার—রাজগঞ্জে গিয়ে থা'কলে তোমার কাজকর্ম্ম বা চ'লবে কি ক'রে—তোমার মানমর্য্যাদা বা বজায় থা'কবে কেন?

রণদা। গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী আমি কা'ল পর্য্যন্ত ছিলাম বাবা! আজ আর নই!

চন্দ্র। অঁ্যা?

রণদা। আমি কা'ল রাত্রে কাজটা ছেড়ে দিয়েছি!

চন্দ্র। কা'ল রাত্রে?

রণদা। হঁ্যা

(চন্দ্রমোহন উঠিয়া দাঁড়াইয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রণদার দিকে চাহিয়া রহিল—পরে কাশিতে কাশিতে বসিয়া পড়িল)

চন্দ্র। মানে—চাকরীটা তোমার ছা'ড়তে হ'ল আমারই জন্য না কি?

রণদা। ও কথা যেতে দিন!

চন্দ্র। তবে তাই—অঁ্যা? খুব লোকজানাজানি হ'য়েছিল বুঝি? মন্ত্রীরা আপত্তি ক'রলে—অঁ্যা?

রণদা। না—মন্ত্রীরা আমায় খুব স্নেহ করতেন! আমি নিজে না ছা'ড়লে হয়ত তাঁরা—

চন্দ্র। তবে ছা'ড়লে কেন? অমন একটা চাকরী—ইন্দ্রত্ব ব'ললেই হয়—সখ ক'রে কেউ ছাড়ে? হ'লই বা লোক জানাজানি—কর্ত্তারা যখন তোমার পক্ষে ছিলেন—দু'দিনেই লোকের মুখ বন্ধ হ'য়ে যেত!

রণদা। লোক জানাজানি ত হয় নি কিছু! মানে—আমি ব'লবার আগে কেউ কিছু জা'নত না! লোককে ব'লেছিও আমি, চাকরীও ছেড়েছি আমি নিজে থেকে!

চন্দ্র। (অবাক হইয়া রণদার দিকে চাহিয়া রহিল)

রণদা। ঠিক বুঝতে পা'রছেন না!—থা'ক—ও নিয়ে এখন মাথা ঘামাবেন না! খান-দান বিশ্রাম করুন—ঘুমোন! যতদিন

বাঁচবেন—আপনার আর কোন কষ্ট হবে না! আমায় যদি মোট ব'য়ে টাকা রোজগার ক'রতে হয় আপনার জন্য—তাও আমি ক'রব!

চন্দ্র। সে ক'টা টাকা শুনি? কষ্ট হবে না ব'ললেই হ'ল না—কেমন? দুপুরে রোজ তুমি আমায় কাৎলার মাথা খাওয়াতে পা'রবে—মোট-বওয়ার রোজগার থেকে?—না—রা'ত্রে লুচিমাংস? বাড়ীটা দেখে আনন্দ হ'য়েছিল—কেমন ঝরঝরে, ঝলম'লে বাড়ী—এ ছেড়ে কিনা যেতে হবে রাজগঞ্জে! খোলার বাড়ী বোধ হয় সেখানে? পোড়া কপাল!

রণদা। উপায় কি আছে বলুন! আমার যথাসাধ্য আমি ক'রব—

চন্দ্র। তোমার যথাসাধ্য? সে সাধ্যটা যে খুব ছোট সাধ্য হ'য়ে প'ড়ছে বাবা!—ভগবান ম'রবার সময় ছেলের মুখ দেখালেন বটে—কিন্তু ছেলেটী পাগল! কেউ কিছু জা'নত না যে তোমার বাপ কে—তুমি যেচে লোককে জানাতে যাও কেন? কেউ তোমায় চাকরী ছা'ড়তে বলে নি—তুমি যেচে ছা'ড়তে যাও কেন? এ সব কী—অ্যাঁ?

রণদা। ঐ যে ব'ললেন—পাগলামী!

চন্দ্র। পাগলের সঙ্গে থাকা বাবা পোষাবে না আমার! আমার জেলে থাকা অভ্যাস—পাগলা গারদে নয়!

রণদা। বুড়ো বয়সে কোন অভ্যাস ছাড়া শক্ত হয়—তা জানি! তবুও—যে কোন গতিকেই হ'ক—জেলে-যাওয়া অভ্যাসটি আপনাকে ছা'ড়তে হবে এবার!

চন্দ্র। কিসের লোভে ছা'ড়ব বল! দু'বেলা শাকভাত তুমি আমায় দেবে —সেটা খুব মস্ত একটা দেওয়া নয়! ও আমরা জেলেতেও পাই!

রণদা। জেলে ভাত পান বটে—কিন্তু—ছেলের মুখ ত দেখতে পান না!

চন্দ্র। অঁ্যা? হা হা হা—(খুব হাসিতে লাগিল)

রণদা। আমি যে বাবার মুখ দেখতে পাওয়ার লোভে চাকরী বলুন—যশ বলুন—প্রতিপত্তি বলুন—সব কিছু ছেড়েছি!

চন্দ্র। হা হা হা—(হাসিতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলিল)

রণদা। যে মুহূর্ত্তে শুনলাম যে আপনি বেঁচে আছেন—গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী হ'য়েও আমি ছুটে গেলাম প্রেসিডেন্সী জেলে আপনাকে দেখবার জন্য! জীবনে যা কিছু আমি ভালবাসি—যা কিছু এই সাতাশ বছরের আপ্রাণ চেষ্টায় আমি লাভ ক'রেছিলাম, কোন কিছুবই মায়া আমায় পিছু টেনে রা'খতে পা'রলে না আপনার কাছ থেকে! আমি আপনার জন্য সব ছেড়েছি—আপনি আমার জন্য—

চন্দ্র। ছেলেটা পাগল—ও গৌরী—ছেলেটা পাগল!

(হাসিতে হাসিতে কাঁদিতে কাঁদিতে
পার্শ্বকক্ষে চলিয়া গেল)

[রণদা আবার খবরের কাগজ তুলিয়া লইল]

(গৌরীর প্রবেশ)

গৌরী। ওঁকে তুমি পাগল ক'রে দিয়েছ প্রসাদ দা! একবার হা'সছেন একবার কাঁদছেন—

রণদা। খেতে দিয়েছ?

গৌরী। হ্যাঁ—

রণদা। এইবারে ব'সো—

গৌরী। ব'সব? কেন?

রণদা। দু'টো কথা বল—শুনি!

গৌরী। ওঃ—ভাল কথা মনে প'ড়েছে! এই চেকখানা বাবা পাঠিয়ে দিলেন যে!

রণদা। সেই মাসিক হাজার টাকা দান? আর কেন—গৌরী?

গৌরী। অ্যাঁ? নেবে না?

রণদা। আর ত বড়লোকের সমাজে মেশবার দরকার রইল না! রাজগঞ্জে দু'টী প্রাণীর কত আর খরচ?

গৌরী। সে কি?—রাজগঞ্জে?

রণদা। ওঃ—তুমি শোন নি—বটে! সব ছেড়েছি—চাকরী, সদস্যগিরি, দীপ্তি—

গৌরী। (কাঁদিয়া) প্রসাদ দা!

রণদা। ইন্দুদেবীর কাছে যাচ্ছি আবার—ফিটারের চাকরী ক'রতে!

গৌরী। তবে আমিও যাব! (উঠিল)

রণদা। মন্দ না! ইন্দুদেবী ব'ললেন—তিনি এবার থেকে নিজের হাতে ফ্যাক্টরী ঝাঁট দিতে সুরু ক'রবেন! অত বড় ফ্যাক্টরী ঝাঁট দেওয়া—তাঁর হয়ত এ্যাসিষ্টাণ্টের দরকার হ'তে পারে—হ্যাঁ—তোমার চাকরী হবে!

গৌরী। আমি তোমায় কখনো ছেড়ে দেব না!

রণদা। একবার ত দিয়েছিলে—দীপ্তির হাতে!

গৌরী। সে আমার বোকামি! যে জোর সহজেই ক'রতে পা'রতাম—করা উচিত ছিল—তা করিনি—কেবল একটা তুচ্ছ অভিমানের বশে! সে বোকামির সাজা আমার কম হয় নি! এবার আর অভিমান বল—লজ্জা বল—কিছুতেই আমাকে তোমার কাছ থেকে তফাতে রা'খতে পা'রবে না।

রণদা। গৌরী! (উঠিল)

গৌরী। না—কিছুতেই না!

রণদা। শোন গৌরা! আমায় ছেড়ে দিতেই হবে! আমার শরীরে যে রক্ত বইছে—সে ঐ চন্দ্রমোহন সেনের রক্ত!

গৌরী। হ'ক—আমি গ্রাহ্য করি নে!

রণদা। ঐ রক্ত তোমার ছেলেরও শরীরে বইবে যখন—তখনও কি গ্রাহ্য না ক'রে পা'রবে গৌরী?

(গৌরী অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া বসিয়া পড়িল)

রণদা। গৌরী! অবুঝ হওয়ার মত মেয়ে ত তুমি নও!

গৌরী। না—কিন্তু কেন? চন্দ্রমোহন সেনের রক্ত তোমায় ত চোর জালিয়াত তৈরী ক'রতে পারে নি!

রণদা। আমায় পারে নি—আমার ছেলেকে হয় ত পা'রবে! একখানা ইংরিজী নভেলে প'ড়েছিলাম—এক জমিদার বংশে ছিল কুষ্ঠব্যাধি—দুই পুরুষ বাদ যেত—তৃতীয় পুরুষ অনিবার্য্য ভাবে জন্মা'ত কুষ্ঠরোগ নিয়ে! অপরাধ-প্রবণতা—ঐ রকমই একটা রোগ!

গৌরী। তুমি আমায়—অমন ক'রে আমার সকল আশা বার বার ক'রে তুমি ভেঙ্গে দিও না গো দিও না!

রণদা। গৌরী—শোন—আমার দিকে চাও!

গৌরী। (সাশ্রুনেত্রে চাহিয়া) কী?

রণদা। যখন বাহ্যিকভাবে দীপ্তির হ'তে যাচ্ছিলাম—তখনও আমি অন্তরে ছিলাম তোমারই! এখন যে দীপ্তির নাগপাশ থেকে খালাস পেয়ে আমি আবার স্বাধীন—এখনও মনে প্রাণে তোমারই রইলাম আমি! আমি তোমায় ভুলব না! তোমায়ও আমি এমন কথা ব'লব না যে "গৌরী! আমি

একটা অভাগা—আমায় তুমি ভু'লে যাও!” কারণ—আমি জানি সে কথা বলায় ফল কিছু হবে না—কেবল তোমায় আরও বেশী যাতনা দেওয়া হবে মাত্র! তাই হ'ক! তুমিও সারাজীবন ব'সে আমায় ভালবাস—আমিও সারাজীবন ধ'রে তোমায় ধ্যান করি! কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত! আর বেশী কিছু আশা ক'রবার আমাদের অধিকার নেই গৌরী! বিধাতার সংসারে এমনটাও ঘটে মাঝে মাঝে! এপারে কাঁদে চখা— ওপারে কাঁদে চখী— মাঝের ছোট্ট নদীটি পেরিয়ে আ'সবার শক্তি কারুরই থাকে না!

দ্বিতীয় দৃশ্য

কলিকাতায় মতিলালের বাটী।

কক্ষমধ্যে মতিলাল অর্দ্ধশায়িত—সমরদাস উপবিষ্ট।

মতি। ষ্ট্রাইক বন্ধ ক'রে সবাইকে কাজে ফিরে যেতে লিখে দিলাম ত! সে চিঠি কি পাও নি?

সমর। পেয়েছিলাম!

মতি। তবে আবার ক'লকেতায় ছুটে এসেছ কেন?

সমর। চিঠি পেয়েছিলাম—তার অর্থ ঠিক—মানে—শেষ পর্য্যন্ত ল'ড়বার জন্য আমরা সব তৈরী—এমন সময়ে হঠাৎ—

মতি। ল'ড়বার জন্য তোমরা তৈরী থা'কতে পার—লড়াই চালাবার জন্য আমি তৈরী হ'তে পা'রলাম না! শরীরটা ভেঙ্গে প'ড়ল!

সমর। শরীর?

মতি। (মুখ বিকৃত করিয়া) শরীর? কেন—আমার শরীর কি লোহা দিয়ে তৈরী না কি? অসুখ বিসুখ আমার হ'তে নেই?

সমর। না—হ'তে থা'কবে না কেন? তবে—

মতি। আমি ব'লছি তোমায়—আমি সাংঘাতিক অসুস্থ! চাই কি দু'চার দিনের ভেতর হয়ত আমি ম'রেও যেতে পারি। তোমাদের উচিত—সময় থা'কতে একজন নতুন প্রেসিডেণ্ট ঠিক ক'রে রাখা—ট্রেড ইউনিয়নের জন্য!

সমর। ট্রেড ইউনিয়ন গ'ড়েছেনও আপনি—চালিয়েছেনও এতদিন আপনি! এখন যদি মনে করেন—অন্য লোকের হাতে ভার দেবার সময় এসেছে—আপনিই লোক বেছে দিন!

মতি। কাকে বা'ছতে যাব শুনি? একজনাকে বেছে এনে কাউন্সিলে ঢুকিয়েছিলাম—সে দিলে গলায় ছুরি! আর এক জনাকে ট্রেড ইউনিয়নের জন্য বা'ছতে যাই—সে মারুক মাথায় মুগুর! বেরোও তোমরা সব! আমার আর কাউন্সিল দিয়েও দরকার নেই—ইউনিয়ন দিয়েও দরকার নেই—মরতে ব'সেছি—ঠাণ্ডা হ'য়ে ম'রতে দাও!

সমর। অপরাধ না নেন ত বলি—অসুখ আপনার শরীরে নয়—মনে!

মতি। যে আজ্ঞে ডাক্তার সাহেব! রোগ ধ'রবার যে রকম অদ্ভুত ক্ষমতা আপনার—তাতে—আপনাকে উপযুক্ত ফি দিতে হ'লে আমায় দেখছি দরোয়ান ডা'কতে হয়!

সমর। হেঃ হেঃ হেঃ—আমি আপনার ছেলের মত—আমায় দরোয়ান দিয়েই বিদেয় করুন—আর নিজের হাতেই দু'ঘা মারুন—তাতে আমার রাগ নেই!

মতি। নাছোড়বান্দা! কী চাই তোমার? কী জন্য এসেছ?

সমর। কথা এই—জানেন ত—রণদা পরিষদ ছেড়ে দেওয়ার দরুণ আবার ত রাজগঞ্জে বাই-ইলেকসন হ'তে যাচ্ছে! এবারে কাকে দাঁড় করানো যাবে?

মতি। যাকে হয় করাও! তুমিও দাঁড়াতে পার!

সমর। সে কি? আমি? না—না—

মতি। যেই হ'ক—কথা ত একই বাবু!

সমর। আমি ঠিক বুঝতে পা'রছি নে আপনার কথা—প্রেসিডেণ্ট!

মতি। বুঝবার চেষ্টা ক'রো না! এইটুকু শুধু জেনে রাখ—একটা উদ্দেশ্য নিয়ে এতদিন যুঝছিলাম—সে উদ্দেশ্য ভেস্তে গেছে—এখন রামও যা, রহিমও তা!

সমর। রণদা যে পরিষদ ছেড়েছে—সে কি ভালই হয় নি?

মতি। কিসে বুঝছ যে ভালই হ'য়েছে?

সমর। সে শ্রমিকদের শত্রু হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল—তার অকাট্য প্রমাণ দেখুন—দেশের বড় লোকেরা সবাই এক-কাট্টা হ'য়ে তার প্রশংসা ক'রছে!

মতি। হেঃ হেঃ হেঃ—এতদিন পরে একটা বুদ্ধিমানের মত কথা ক'য়েছ!

সমর। হেঁঃ হেঁঃ হেঁঃ—

মতি। আর দেশশুদ্ধ শ্রমিকেরা বুঝি এক কাট্টা হ'য়ে তার বাপান্ত ক'রছে?

সমর। সেটা কি জানেন—দিন কতক ত মনে হ'য়েছিল—রাজগঞ্জের লোকেরা রণদাকে পেলে ছিঁড়ে ফেলে দেবে! তারপর স্যার—

মতি। Yes—Sir!

সমর। সে ফিরে এল ফিটারের পোষাক প'রে—একটা চোরা বাপের হাত ধ'রে রাজগঞ্জের বস্তীতে বাস ক'রবার জন্য! আপনি যে বাড়ী সেবারে দেখেছিলেন—সে বাড়ী নয়—একটা খোলার ব্যারাকে দেড়খানা ঘর!

মতি। দেড়খানা ঘর! হাঃ হাঃ হাঃ—তুমি বেশ ব'লতে পার ত সমরদাস!

সমর। লোকে দেখে স্রেফ থ' মেরে গেল! কারখানায় যখন সে কাজ ক'রতে যায়—যে দেখে সেই পথ ছেড়ে দিয়ে দূরে গিয়ে দাঁড়ায় আর দূর থেকে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকায়!

মতি। ভূত দেখার মত?

সমর। না—ছেলেদের কালী প্রতিমা দেখার মত!

মতি। হাঃ হাঃ হাঃ—তুমি নভেল লেখো এবার থেকে সমরদাস! তোমার ব'লবার ভঙ্গীটা বেশ! কালীপ্রতিমা দেখার মত! দেখলে ভয়ও করে—আবার ভক্তিও হয়! কিন্তু ভক্তিটা কিসের জন্য বাপধন? চোরের ছেলে হ'য়ে জন্মানো কি মস্ত একটা পুণ্যকর্ম্ম?

সমর। সেদিন এক কথক ঠাকুর এসেছিলেন রাজগঞ্জে! লক্ষহীরার কথা হ'ল! ঠাকুর ব'লছেন—কুষ্ঠরোগী স্বামীকে ঘাড়ে করে লক্ষহীরা পথ চ'লছেন—শুনে লোক কেঁদে আকুল—এমন সময়ে একটা মেয়েছেলে—মশায়—চেঁচিয়ে উঠল—"ঐ দেখ আর এক লক্ষহীরা!

মতি। আঁা? আর এক লক্ষহীরা?—হাঃ হাঃ হাঃ—

সমর। হ্যাঁ!—চেয়ে দেখি—বুড়ো চোরটাকে ধ'রে ধ'রে নিয়ে নিয়ে রাস্তা দিয়ে আস্তে আস্তে বেড়িয়ে ফিরছে—আমাদের রণদাপ্রসাদ!

মতি। রোজই বাপকে বেড়া'তে নিয়ে যায় বুঝি?

সমর। হ্যাঁ—নিজের হাতে নাওয়ায়, খাওয়ায়, গা টেপে, পা টেপে—

মতি। টিপবেই ত! নেমকহারাম কি না! যে জন্ম দিয়ে—তার পর দিন উধাও হ'য়ে গেল—এক মিনিটের জন্য কোনদিন ফিরে এলনা দেখতে—যে—ছেলেটা বাঁচল কি ম'লো—সে হ'ল

ইষ্টগুরু—আর যে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনে পঁচিশ পঁচিশটে বচ্ছর—(স্বর রুদ্ধ হইয়া গেল)

(সমরদাস শশব্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল)

সমর। প্রেসিডেণ্ট! ইয়ে—আমি গৌরীদেবীকে ডা'কব?

মতি। (চো'খ মুছিয়া) গৌরী? ওই কি নেমকহারাম কম না কি? সব শেয়ালের এক রা! ও-ও এখন বুড়ো মতিলালের নাম শুনলে অগ্নিশর্ম্মা হ'য়ে ওঠে! যতকিছু ওর চো'খের জল আর হা-হুতাশ—সব সেই হতভাগার জন্যে! যা'ক—যেতে দাও! তোমার বাই—ইলেকসনের কথা বল! তুমিই দাঁড়াও গিয়ে!

সমর। তা—আপনার যদি আশীর্ব্বাদ থাকে—

মতি। আমার আশীর্ব্বাদ চেয়ো না! একজনকে প্রাণঢেলে আশীর্ব্বাদ ক'রেছিলাম—দেখলে ত—ফল হ'ল তার সর্ব্বনাশ! এমন লোক দু'একটা থাকে—আশীর্ব্বাদ ক'রলে সেটা হ'য়ে দাঁড়ায় অভিশাপ!

সমর। রণদাকে সত্যিই আপনি—

মতি। চুপ কর বাপু! কাজের কথা কও! তুমি যদি দাঁড়াও—কাউন্সিলে গিয়ে শ্রমিকদের দিকটা একটু দেখা—তা আর পা'রবে না?

সমর। চেষ্টা ক'রব!

মতি। দেখা ছাড়া আর ত কিছু ক'রবার নেই! একদিন ভেবেছিলাম—দেশের ভেতর শ্রমিকদের ক'রে তুলব সব চাইতে সেরা শক্তিমান—শ্রমিক প্রতিনিধিরাই হবে দেশের শাসনকর্ত্তা—সে ত আর হয় না!

সমর। কেন হবে না প্রেসিডেন্ট ?

মতি। কেমন ক'রে হবে শুনি ? দেশ শাসন ক'রবে শ্রমিকদের তরফ থেকে যে লোকটা—তার নাম কি ? সমরদাস ?—হাঃ হাঃ হাঃ—

সমর। আমি আমার কথা বলি নি—

মতি। কার কথা ব'লেছ তবে ? তুমিই হও—আর করিমহাটার এনায়েতুল্যাই হ'ক—আর মুন্সী বাগানের কি নাম ভাল সে ছোকরার—সেই হ'ক—পেটে বিদ্যে ত সকলেরই গজ গজ ক'রছে কি না !

সমর। (ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া) রণদাই ছিল ঠিক লোক !

মতি। তাকে আমি ক'রে তুলেছিলাম ঠিক লোক ! একদিন নয়—দু'দিন নয়—পঁচিশ বছর ধ'রে একটু একটু ক'রে গ'ড়ে তুলেছিলাম তাকে ! সেই রণদা শেষে উল্টা পথে গেল ! (চিন্তা করিতে লাগিলেন)

সমর। প্রেসিডেন্ট !

মতি। হ্যাঁ—তুমি রাজগঞ্জে যাও—তুমিই দাঁড়াও গিয়ে—আর কি হবে ?

সমর। খুব ল'ড়তে হবে কিন্তু !

মতি। তাই না কি ? কার সঙ্গে ?

সমর। জমিদার বাবুকে দেখেছি রাজগঞ্জে !

মতি। ভয় পাও ত এগিয়ো না !

সমর। ভয় আবার কি ? আমি তা হ'লে—

মতি। হ্যাঁ—(সমরদাস প্রস্থানোদ্যত)
শোন—(সমর ফিরিল) ব'লছিলাম—ইয়ে—

সমর। আজ্ঞে—

মতি। রণদার পয়সার কষ্ট নেই বোধ হয় ?

সমর। পয়সার ? তা ত থাকাই সম্ভব! সামান্যই ত মাইনে!

মতি। কেন—তোমার মনিব ঠাকরুণের সঙ্গে ওর অত বন্ধুত্ব—তিনি কি আর মাইনের ওপর কিছু ধ'রে দিতে পারেন না ওকে ?

সমর। তা ত জানি নে! তবে কষ্ট খুব নিশ্চয়ই! ওই ত ব'ললাম—খোলার ব্যারাকে থাকে—একটা চাকর পর্য্যন্ত রাখে নি!

মতি। যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল—হাঃ হাঃ হাঃ—তুমি যাও!

(সমর দাসের প্রস্থান)

মতি। হাঃ হাঃ হাঃ—

(গৌরীর প্রবেশ)

গৌরী। বাবা!

মতি। হাঃ হাঃ হাঃ—

গৌরী। ও কি বাবা ? অত হা'সছ যে ?

মতি। শোন্—রণদা খুব কষ্ট পা'চ্ছে—পয়সার অভাবে!

গৌরী। তাই শুনে তুমি হা'সছ ?

মতি। হা'সব না ? কেমন শিক্ষা হ'য়েছে ?

গৌরী। প্রসাদ দা'র ?—তা তুমি মনেও ক'রো না!

মতি। প্রসাদ দা'র নয়! শিক্ষা হ'য়েছে একটা বোকা বুড়োর! নাম তার কি—বল্ ত ?

গৌরী। চন্দ্রমোহন বাবু ?

মতি। চন্দ্রমোহন বাবু ?—হাঃ হাঃ হাঃ—চন্দ্রমোহন যদি বোকা তবে দুনিয়ায় সেয়ানা কে শুনি ? সারা জীবন পথে পথে ফুর্ত্তি ক'রে

বেড়িয়ে—এখন ঠিক সময়টীতে—বুড়ো বয়সে—যে সময় যত্ন আদরের দরকারটা বেশী হয় সব মানুষেরই—ঠিক সেই সময়টীতে—উড়ে এসেছে জু'ড়ে ব'সবার জন্য! বলে—"যার ধন—তার ধন নয়—নেপো মারে দই!"

গৌরী। তুমি ত প্রসাদ দা'র যত্ন আদর চাও নি!

মতি। কেন চাইব? চাইবার আমার অধিকার কি আছে? (গুম হইয়া থাকিলেন)

গৌরী। কার শিক্ষা হ'য়েছে—ব'লছিলে? একটা বোকা বুড়োর—কে বুড়ো?

মতি। ওঃ!—হাঃ হাঃ হাঃ—তাকে তুই ভাল রকমই চিনিস—নাম তার মতিলাল মান্না!

গৌরী। বাবা!

মতি। হাঃ হাঃ হাঃ—

গৌরী। বাবা! অমন ক'রে হেসো না! ও হাসির চেয়ে কান্না ভাল!

মতি। ব্যাঙ্কে ব্যাঙ্কে মোটা মোটা টাকা মজুদ! খা' বেটা বুড়ো—পেট ভ'রে খা'! হাঃ হাঃ হাঃ—

গৌরী। তুমি অমন ক'রো না বাবা! (জড়াইয়া ধরিল)

মতি। (কাঁদিয়া) আমি কি সত্যিই ক'লকাতার রাস্তায় রাস্তায় ঢোল পিটোতে যাচ্ছিলাম গৌরী—যে—রণদার বাবা একটা ইয়ে?—এতগুলো বছর ধ'রে যে আমি ওকে প্রতিপালন ক'রে এলাম—এখন ওকে একটু চো'খ রাঙ্গিয়ে কথা কইব—সে অধিকার টুকুও আমার নেই?—এ ও কি ক'রলে গৌরী? আমার সর্ব্বনাশ ক'রলে—নিজের সর্ব্বনাশ করলে—

গৌরী। প্রসাদ দা যা ক'রেছে—ঠিকই করেছে বাবা!

মতি। কে ব'ললে ?

গৌরী। সবাই ব'লছে ! আমিও ব'লছি !

মতি। তুমি ত ব'লবেই !

গৌরী। কেন ব'লব না ? ছেলেমেয়ে যদি বাপকে অস্বীকার করে—তবে ত ভগবানই মিথ্যে হ'য়ে যান !

মতি। রণদা তার বাপকে স্বীকার করার দরুণ কিন্তু আমার টাকাগুলো মিথ্যে হ'য়ে গেল ! হাজার টাকা করে নিচ্ছিল—তাও আর নিলে না !

গৌরী। তাতে আর হ'য়েছে কি ?

মতি। হবে আর কি ! চুলোয় যা'ক টাকা ! সেও নিলে না—তুমিও কি বলে যৌবনে যোগিনী সা'জলে—এইবারে তা হ'লে লটারির টাকা বিলিয়ে শোধ ক'রব ! (উঠিলেন)

গৌরী। কোথায় যাও ?

মতি। গ্রামোফন বাজাব—সেই যে "শাহাজাদী মৃত্যু ভয় দেখাও কাহারে ?"—

গৌরী। তুমি ব'সো—আমি বাজাচ্ছি !

মতি। তুই বাজাবি ? আচ্ছা—বাজা ! (অর্দ্ধশয়ন) রণদা না কি তার বাপকে নাওয়ায়, খাওয়ায়—(গৌরী গ্রামোফোনে রেকর্ড চাপাইল)—পেয়েছিস্ সেখানা ?—আরে—এ কী চাপিয়েছিস্ ? তোকে ব'ললাম সেই গলা-কাঁপানো রেকর্ডখানা—

(রেকর্ডে একটী করুণ এসরাজের সুর বা জিতেছিল)

আঃ—গৌরী !

গৌরী। বাবা !

মতি। আমায় সে একটুও ভালবাসতে পারলে না কেন? যদিও আমি তার বাপ নই—আমার দয়ামায়া কম—আমি একগুঁয়ে—তবু—

[তিনি চুপ করিলেন—রেকর্ড বাজিতে থাকিল—মতিলালের মুদিত চক্ষুর কোণ বাহিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।]

তৃতীয় দৃশ্য

রাজগঞ্জ—একটী খোলার ঘরের ভিতর হইতে চন্দ্রমোহন বাহির হইয়া আসিল ও উৎসুক ভাবে পথের দিকে চাহিতে লাগিল।

(ফিটারের পোষাকে রণদার প্রবেশ)

রণদা। একি—বাবা—বাইরে যে?

চন্দ্র। কি করি বল বাবা—ঝুপসি অন্ধকার ঘর—সারাদিন শু'য়ে বসে তার মাঝে মানুষে টিকতে পারে?—জেলখানায় আর যাই হ'ক আলো হাওয়ার অভাব হয় নি কোন দিন।

রণদা। তা হ'লে আমি পোষাকটা ছেড়ে আপনার খাবারটা করে ফেলি! তার পর বেড়াতে নিয়ে যাব এখন—কি বলেন?

(চন্দ্রমোহনকে লইয়া রণদা ভিতরে গেল)

(ইন্দুলেখা ও নলিনাক্ষর প্রবেশ)

নলি। রণদা! (রণদা বাহির হইয়া আসিল)

রণদা। এ কি ব্যাপার—অঁ্যা? নমস্কার—লেডি মিটার! আসুন নলিন দা—এই নোংরা বস্তীতে এসে কেন কষ্ট করা—বলুন ত? আমি হয়ত আজই যেতাম!

ইন্দু। খবর দিয়েছি কা'ল—কা'ল যখন যান নি—তখন আজ যাবেন সে ভরসা ক'রতে পা'রলাম কই আর ?

রণদা। (লজ্জিত ভাবে) কা'ল একটু—

ইন্দু। ব্যস্ত ছিলেন—তা বুঝেছি রণদা বাবু! আপনি লজ্জা পাচ্ছেন কেন ?

নলি। কা'ল যেতে পার নি—আজও যদি না পার—এই আশঙ্কায়—মানে—কাজটা জরুরী কি না!

রণদা। আপনাদের ব'সতে দিই যে কোথায়! ভেতরে ঘর একখানা—বাবা সেখানে হয়ত শুয়ে প'ড়েছেন এতক্ষণ!

ইন্দু। এইখানে—এইখানেই ব'সছি—একটা মাদুর টাদুর আছে ?

রণদা। বড্ড ধূলো যে! মাদুর থা'ক—একটা মোড়া র'য়েছে এখানে—আর একটা ভাঙ্গা টুল—দাঁড়ান—

(দ্রুত ভিতরে প্রবেশ করিয়া একটা পায়াভাঙ্গা টুল ও একটা মোড়া আনিয়া হাজির করিল)

লেডি মিটার—আপনি বসুন ঐ মোড়াটায়—নলিন দা—টুলটা ভাই একটু একপাশে কা'ত হ'য়ে পড়ে—একটু হুঁসিয়ারসে ব'সতে হবে!

(সকলের হাস্য)

নলি। (বসিয়া) আর তুমি ?

রণদা। আমি—এই চৌকাঠেই ব'সছি! কিন্তু ব্যাপারটা কি ?—

নলি। ব্যাপারটা—বাই-ইলেকসন আমরা ল'ড়ব—তোমায় সামনে খাড়া ক'রে!

রণদা। বুঝলাম না!

নলি। ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট পার্টি থেকে তুমি দাঁড়াও—আমার সমস্ত ভোট এবারে তোমার!

রণদা। ইণ্ডিপেণ্ডেট পার্টি?

নলি। আমি তোমায় বলছি রণদা—ইলেকসন আমি তোমায় দেওয়াবই! আজ চা'র দিন হ'ল রাজগঞ্জে এসেছি—কারু সঙ্গে দেখা হ'তে বাকী নাই আমার! বাপের দোষে ছেলেকে সাজা দিতে তারা কেউ চায় না!

রণদা। ও হয় না নলিন দা! শ্রমিকদের ছেড়ে আমি স্বর্গেও যাব না—কাউন্সিল ত তুচ্ছ কথা!

ইন্দু। ইণ্ডিপেণ্ডেট দল থেকে ইলেকসন পেয়ে কাউন্সিলে যদি যান আপনি—তাতে ত শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষার চেষ্টা করার পক্ষে আপনার কোন বাধা হবার কথা নয়!

রণদা। ও একটা কথার কথা হ'ল লেডি মিটার! শ্রমিকদের তরফ থেকে কাউন্সিলে গিয়েই শ্রমিকদের স্বার্থের দিকে (হাসিয়া) ষোলো-আনা দৃষ্টি রাখতে আমি পারি নি—অন্য পার্টি থেকে গেলে ত আমার কি দশা হবে—তা আমিই জানি!

ইন্দু। শ্রমিকদের সত্যিকারের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখতে আপনি পেরেছিলেন রণদাবাবু! পারেন নি—তাদের অন্যায় দাবীর জন্য লড়াই ক'রে দেশের অন্য সব সম্প্রদায়কে জবাই ক'রতে!

নলি। তোমায় রাজী হ'তেই হবে—ভাই! আমি সব কাজ গুছিয়ে রেখেছি! রাজগঞ্জ আমার জন্মভূমি—তার ইতিহাসে একটা কলঙ্ক থেকে যায়—এ আমি ইচ্ছে করিনে!

রণদা। কলঙ্ক—নলিন দা?

নলি। কলঙ্ক নয়? বিনাদোষে তোমার মত একজন কর্ম্মীকে রাজগঞ্জ যদি উপেক্ষা করে—

নলি। আমি ত নিজেই ছেড়ে দিয়ে এসেছি, রাজগঞ্জের ভোটারেরা ত আমায় রিজাইন দিতে বলে নি!

ইন্দু। নিজে ছেড়ে এসেছেন অবশ্য—কিন্তু রাজগঞ্জের কর্ত্তব্য—আপনাকে আবার কাউন্সিলে পাঠিয়ে আপনার উপর নিজের আস্থা প্রকাশ করা!

রণদা। শ্রমিক পার্টি যদি সে রকম মনে ক'রত—আমি খুসী হ'য়ে আবার কাউন্সিলে যেতাম! গিয়ে যথাজ্ঞান, যথাশক্তি তাদের সেবা ক'রতাম আবার! তা ত তারা মনে করে নি!—সুতরাং (হাসিয়া) এ কুপোষ্যকে চিরকাল প্রতিপালন করা ছাড়া আপনার আর গত্যন্তর নেই—লেডি মিটার!

ইন্দু। প্রতিপালনই বটে! মাইনের উপর এক কাণাকড়ি আপনাকে দিতে যাই যদি—আপনি আমায় যে আস্ত রা'খবেন না—তা আমি বেশ জানি! আপনার বাবার জন্য কয়েকটা জিনিষ পাঠিয়েছিলাম সেদিন—তার জন্যে—বুঝেছেন নলিন বাবু! মুটের হাতে চিঠি দিয়ে বাবু আমাকে কি ধমকই ধমকে দিলেন!

রণদা। ধমক—লেডি মিটার? সত্যের অপলাপ ছাড়া এ আর কিছু নয়! আর—কয়েকটা জিনিষ আপনি কাকে বলেন? গোটা পাঁচেক মুটের মাথায় দিয়ে সে একটা গোটা গেরস্তালীর সরঞ্জাম—নলিন দা! আমার খোলার ঘরে যে আমি সে সব জিনিষের স্থান সঙ্কুলান ক'রতে পেরেছি—সে আমি নিতান্ত গোছালো মানুষ ব'লে!

নলি। ও কথা রাখ রণদা। আমার অনুরোধ তা হ'লে তুমি—

রণদা। না নলিন দা! —তা আপনি নিজে কেন দাঁড়া'চ্ছেন না?

নলি। নিজে? তুমি যেখান থেকে ও-রকম অবস্থায় বেরিয়ে এলে—সেখানে আমি গিয়ে দাঁড়াব কোন্ লজ্জায়? তা ছাড়া—আমি দিন কতকের জন্য বে'ড়াতে যাচ্ছি!

ইন্দু। বেড়া'তে? কোথায়?

নলি। সে আপনাদের পরে ব'লব'খন—বৌদি!

রণদা। আমি দু'মিনিটের জন্য উঠব একটু—লেডি মিটার? বাবাকে খেতে দেওয়ার সময় হ'য়েছে!

ইন্দু। নিশ্চয়—নিশ্চয়!

রণদা। আপনাকে হাজার ধন্যবাদ নলিনদা!—কিন্তু—ও হয় না—(প্রস্থান)

নলি। কেবল বাবা—আর বাবা!

ইন্দু। এই রকম একাগ্রতারই আর এক নাম তপস্যা!—সে কথা যা'ক—কোথায় যাবেন—ব'লছিলেন?

নলি। যাব—বৌদি—ফ্রান্স!

ইন্দু। অ্যাঁ?

নলি। যুদ্ধে—ভলাণ্টিয়ার হ'য়ে!

ইন্দু। (কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া) এর কারণ কি দীপ্তি?

নলি। আপনাকে লুকোবার চেষ্টা ক'রব না বৌদি! মনটাকে কিছুতেই আর বোঝা'তে পারা গেল না!

ইন্দু। দীপ্তি ত এখন—

নলি। Free?

ইন্দু। তাই ব'লছিলাম!

নলি। Free সে চিরকালই ছিল বৌদি! চিরকালই থা'কবে! মন

তার বাঁধা প'ড়বে না কোনদিন—কারু কাছে। I wish her joy of her eternal freedom। war-front-এ গেলে তাকে ভুলতে পা'রব আশা করি!

ইন্দু। কবে যেতে হবে?

নলি। রণদার জন্য ইলেকসন ল'ড়তে হবে ভেবে যাবার তারিখ একটু পিছিয়েই দিয়েছিলাম—২৩শে! তা যখন আর দরকার হচ্ছে না—তখন ১২ই তারিখের Argonaut জাহাজেই পাড়ি দিই বৌদি! ওদিকে গিয়ে join ক'রবার আগে একটু বেড়িয়ে নেবার সময় পাওয়া যাবে!

ইন্দু। ১২ই?

নলি। হ্যাঁ! আমার এদিকে বাড়ীর বন্দোবস্ত সব পাকা ক'রে ফেলেছি! জাহাজে উঠলেই হ'ল। আর ১২ই তারিখে যাওয়াই ভাল—বেশীর ভাগ ভলাণ্টিয়ার ঐ দিনেই যা'চ্ছে কি না! ঝ'ড়তি-প'ড়তি দু'চারজন যারা যেতে পা'রবে না ঐ দিন—তাদেরই জন্য দিন প'ড়েছে ২৩শে! চলুন—আপনাকে বাড়ী পৌছে দিয়ে আসি!

ইন্দু। আমি একাই যেতে পা'রব এখন নলিন বাবু। আপনি বরং একটু ব'সে রণদা বাবুকে কথাটা ব'লে যান—কতদিনের জন্য শেষ দেখা কে জানে!

নলিন। মন্দ কথা নয়—যাচ্ছি যখন—রণদাকে হয়ত আর ধ'রতেই পা'রব না!

ইন্দু। দীপ্তির জন্য—একটা দায়িত্ব জ্ঞানশূন্য মেয়ে—তার জন্য নিজের জীবনটা ব্যর্থ হ'তে দেবেন—নলিন বাবু?

নলিন। যার জীবন ব্যর্থ হ'বার হয়—তার হয়ই বৌদি! যা হ'ক একটা

উপলক্ষ জোটে! আমার উপলক্ষ দীপ্তি, রণদার উপলক্ষ চন্দ্রমোহন, গৌরীদেবীর উপলক্ষ রণদা!

ইন্দু। দীপ্তির?

নলিন। ওর জীবন ব্যর্থ হবার ত কথা নয় বৌদি! ও ভালবাসার ধার ধারে না! থাক ওসব কথা! সন্ধ্যেবেলা আপনার কাছে আ'সব এখন—খাইয়ে দাইয়ে বিদায় দেবেন।

(ইন্দুলেখা বিষণ্ণভাবে প্রস্থান করিলেন)

(বিপরীত দিক হইতে দীপ্তির-প্রবেশ)

নলি। My God!

দীপ্তি। ভয় পেলে কেন—নলিন দা?

নলি। ভয় পাই নি—চ'মকে গেছি! তুমি এখানে কেন?

দীপ্তি। তুমি এখানে কেন? ইলেক্‌শনের ধাধাঁয় ঘুরছ বুঝি?

নলি। Damn election!

দীপ্তি। ভাল কথা! (বসিল)

নলি। বিদায় নিতে এসেছি—রণদার কাছে!

দীপ্তি। কোথায় যাবে? পুরী—না—দার্জ্জিলিং? রণদার কাছে বিদায় নিতে এসেছ—আমার কাছে বিদায় নেওয়ার দরকার বুঝলে না বুঝি?

নলি। ভেবেছিলাম—জাহাজে চ'ড়ে চিঠি দেব!

দীপ্তি। জাহাজে?

নলি। S. S. Argonaut!

দীপ্তি। (উঠিয়া) নলিন দা!

নলি। কী হ'ল?

দীপ্তি। দশবছর ঘুরেছ আমার পেছনে—এখনো ঘুরবে? (হাসিল)

নলি। মানে?

দীপ্তি। মানে—আমিও Argonaut জাহাজে উঠছি যে—১২ই! আমিও যে বিদায় নিতেই এসেছি সকলের কাছে!

নলি। তুমি?

দীপ্তি। আমি war nurse হ'য়ে ফ্রান্সে যাচ্ছি!

নলি। God gracious! তোমার বাবা—

দীপ্তি। মনে কষ্ট পাবেন হয়ত—যদিও ইদানীং তিনি আমায় বয়কট ক'রে দূরেই ঠেলে রেখেছেন!

নলি। সে কি?

দীপ্তি। রণদা ঘটিত ব্যাপারটায় তিনি আমায় ক্ষমা ক'রতে পারেন নি!

নলি। ফ্রান্সে কেন তোমার যেতে হবে—সেটা আমি বুঝতে পা'রছি নে দীপ্তি!—যদিই যেতে হয়—বাবার সাথে মিটমাট ক'রে তারপর যেও! তোমার বাবার মত বাবা—তাঁর ভালবাসা অবহেলায় হারিও না!

দীপ্তি। ভালবাসা—সে বাবারই হ'ক—আর প্রণয়ীরই হ'ক—ওটা আমি ঠিক বুঝিনে নলিন দা!—মেয়েমানুষের জগতে আমি এক সৃষ্টিছাড়া জীব!

নলি। যে ভালবাসার ধার ধারে না—কী অবলম্বন ক'রে সে বাঁচবে?

দীপ্তি। আমার একটা অবলম্বন আছে—উচ্চাশা!

নলি। উচ্চাশা?

দীপ্তি। এতদিন ভুল পথে যাচ্ছিলাম! ভেবেছিলাম—একটা পুরুষের আশ্রয় না পেলে বেশী উঁচুতে ওঠা সম্ভব নয়—নারীর পক্ষে! রণদাকে ছাড়ার পর থেকে—

নলি। ভুল ভেঙেছে ?

দীপ্তি। ভুল পথ ছেড়ে ঠিক পথ ধ'রেছি! রণদাকে ছেড়ে নিজের ওপর নির্ভর ক'রেছি। উচ্চাশাকে নতুন ছাঁচে ঢেলে নিয়েছি! কারো স্ত্রী হিসেবে বড় হবার ইচ্ছে আর নেই—পারি যদি নিজেই বড় হব!

নলি। যুদ্ধে যাচ্ছ—Field Marshal পর্য্যন্ত হ'তে পার!

দীপ্তি। তুমি ঠাট্টা ক'রে ব'লছ ওকথা—আমি ওটাকে তোমার শুভেচ্ছা ব'লে ধ'রে নিলাম!—Field Marshal না হই—বড় হবার অনেক রাস্তা war front এ খুঁজে পাব।—তারপর?—তোমার কথা শুনি!

নলি। আমি?—উচ্চাশা নেই! স্রেফ ভলান্টিয়ার হ'য়ে যাচ্ছি! আশা করি ভলান্টিয়ার থাকতে থাকতেই যা হ'ক একটা কিছু হবে!

দীপ্তি! কি হবে?

নলি। মৃত্যু বা বিস্মৃতি!

দিপ্তি। কিছুই হবে না! There is such a thing as fate! আমার হাত থেকে তোমার নিস্কৃতি নেই!

নলি। বটে না কি? war front যথেষ্ট লম্বা—তোমার থেকে যতদূরে পারি—থা'কবার চেষ্টা ক'রব!

দীপ্তি। এত রেগেছ?

নলি। তুমি যাচ্ছ জা'নলে আমি যেতাম না!

দীপ্তি। এ রাগ থাকবে না নলিন দা! যুদ্ধে যখন আহত হবে—হাঁসপাতালে এসেই সব নার্সদের মুখের দিকে একবার ক'রে তাকিয়ে দেখবে—খুঁজবে দীপ্তি কোথায়! দীপ্তিকে দেখতে পেলে তখন আকাশের চাঁদ হাতে পাবে!

নলি। আমি যাচ্ছি জেনে তুমি খুসী হওনি নিশ্চয় ?

দীপ্তি। স্বীকার ক'রতে দোষ নেই—হ'য়েছি !

নলি। হ'য়েছ ?—কারণ ?

দীপ্তি। ভালবাসা নয় !

নলি। ভালবাসার সূচনা ?

দীপ্তি। তাও নয় ! তবে—কে জানে—

(রণদার প্রবেশ)

রণদা। আমার বড্ড দেরী হ'য়ে গেছে—লেডী মিটার ! (দীপ্তিকে দেখিয়া)—আঁা ?—

দীপ্তি। লেডি মিটার নয়—মিস্ রয় !

রণদা। তুমি ?

নলি। Congratulate কর আমাদের—রণদা !

রণদা। আঁ্যা ? বলেন কি ?

নলি। না—সে রকম কিছু নয় ! তবে—we are making a voyage together !

রণদা। মানে ?—

নলি। 'মানে টা তুমি দীপ্তির কাছে শোনো। আমার একটু জরুরী কাজ আছে বাড়ীতে ! তুমি রণদার সঙ্গে কথা ক'য়ে আমার ওখানেই আ'সছ ত দীপ্তি ?

দীপ্তি। না—আমি ইন্দুদির কাছে যাচ্ছি !

নলি। তাহ'লে—সন্ধ্যেবেলায় সেখানেই দেখা ক'রব আমি ! By Bye রণদা ! (প্রস্থান)

দীপ্তি। কথাটা কি জান—রণদা—

রণদা। ব'সো আগে—চা খাওয়াবার কিন্তু কোন উপায় নেই।

দীপ্তি। হিঃ হিঃ হিঃ—

(চন্দ্রমোহনের প্রবেশ)

রণদা। বাবা—চলুন এইবার বেড়িয়ে আসি।

চন্দ্র। ইনি কে?

রণদা। ইনি—ডাক্তার সূর্য্যরায়ের নাম শুনেছেন—প্রধান মন্ত্রী—তাঁরই মেয়ে।

চন্দ্র। তা—এখানে?

রণদা। আমার সঙ্গে আলাপ ছিল।

দীপ্তি। ইন্দুদি'র সাথে দেখা ক'রতে এসেছিলাম—ইন্দুদি' মানে—ইন্দুলেখা দেবী—ফ্যাক্টরীর মালিক।—এসে প'ড়ে তার পর মনে হ'ল—একবার রণদাবাবুর সঙ্গেও—

চন্দ্র। রণদা—বাবা—আমার শরীরটে বড় ভাল লাগছে না আজ—বেড়া'তে আর না-ই গেলাম।

রণদা। তা বেশ—যদি ইচ্ছে না হয়—এইখেনেই বসুন!

চন্দ্র। তাই ব'সছি। তুমি কিন্তু বাবা—একটু ঘুরে এসো! রা'ত দিন ত আমায় নিয়ে এই আঁধার ঘরে ব'সে আছ—ঐ কারখানার কাজের কয়েক ঘণ্টা বাদে! একটু বেড়িয়ে এসো—এঁর সঙ্গে!

রণদা। আপনি যদি বলেন—আমি যাচ্ছি! তবে!—

চন্দ্র। তবে—আমার কাছে আঁধার ঘরে ব'সে থা'কতে তোমার কষ্ট হয় না! তা আমি জানি! তবুও—শরীর শরীর!—যাও বাবা! ফুরসুৎ পেয়েছ যদি—একটু বেড়িয়ে নাও!

রণদা। আপনাকে একা রেখে যাব? দুপুর বেলাটা কাটে আপনার

ঘুমিয়ে নয় ত বই প'ড়ে! এখন ত সন্ধ্যে বেলা ঘুমোবারও সময় নয়, আলো প'ড়ে গেছে—বইয়ের হরপও চো'খে দেখবেন না! একা একা ব'সে থা'কবেন কি নিয়ে?

দীপ্তি। একা কেন—আমি ব'সছি এঁর কাছে! সত্যই ত—তোমার একটু বেড়ানো দরকার রণদা! অথচ—আমি এত বেড়িয়েছি যে আমার একটু না ব'সলে নয়! তুমি যাও—আমি এঁর সঙ্গে গল্প করি!

রণদা। (বিস্মিত ভাবে) তুমি—(থামিয়া গিয়া) আচ্ছা— (প্রস্থান)

চন্দ্র। আপনার বড় দয়া—হ্যাঁ!—রণদার সঙ্গে আপনার আলাপ ছিল?

দীপ্তি। আলাপ কেন—ঘনিষ্ঠতা ছিল—খুবই!

চন্দ্র। বলেন কি?

দীপ্তি। ওর সঙ্গে আমার বিয়ে হওয়ার সব কথা পাকা হ'য়ে গিয়েছিল!

চন্দ্র। অ্যাঁ?—(উঠিয়া দাঁড়াইল—ও কাশিতে লাগিল)

দীপ্তি। বসুন—অমন হঠাৎ ওঠাবসা ক'রলে আপনার দেহে তা সইবে না!

চন্দ্র। বিয়ে? প্রধান মন্ত্রীর মেয়ের সাথে? রণদার?

দীপ্তি। সে বিয়ে ভেঙ্গে গেল!

চন্দ্র। কেন? কেন?

দীপ্তি। যে জন্য তার সেক্রেটারীগিরি চাকরী গেল—যে জন্য তাকে কাউন্সিল ছেড়ে আ'সতে হ'ল—যে জন্য—

চন্দ্র। আমার জন্য—বুঝেছি—আমার জন্য! সব বুঝেছি!

দীপ্তি। হ্যাঁ—কিন্তু কী বুঝেছেন?—কত বড় সর্ব্বনাশ ক'রেছেন আপনি কত বড় একটা মানুষের—তা বুঝেছেন?

চন্দ্র। অ্যাঁ?

দীপ্তি। বোঝেন নি! বুঝলে তা ক'রতে পা'রতেন না! চোর হোন—জালিয়াৎ হোন—রাক্ষস ত নন আপনি—মানুষ! মানুষে মানুষের অতবড় সর্ব্বনাশ ক'রতে পারে না!

চন্দ্র। আমি—আমি—

(দুইহাত এভাবে সম্মুখে প্রসারিত করিল—যেন দীপ্তি তাহাকে প্রহার করিতেছে—হাতদ্বারা সে প্রহার আটকাইবে)

দীপ্তি। এত বড় স্বার্থপর, এত বড় নির্ম্মম মানুষে হ'তে পারে না! আপনি রণদার বাবা? বিশ্বাস হয় না!

চন্দ্র। কী ব'লছ তুমি? এ সব কথা—তোমার এত বড় স্পর্দ্ধা? জান—রণদা জা'নলে তোমার—

দীপ্তি। বাবা হ'লে আপনি ছেলেকে নিজের হাতে এমন ক'রে নরককুণ্ডে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারতেন না! ঐ রণদা—দেশের শাসনকর্ত্তা হ'ত একদিন—আপনি তাকে টেনে এনে ফিটারের পোষাক পরিয়ে ছেড়েছেন!

চন্দ্র। না প'রলেও পা'রত! আমি সারাজীবন জেলে কাটিয়েছি—মরণ পর্য্যন্ত তাই কাটা'তে পা'রতাম! খালাস হ'য়ে জেলখানারই সামনের দোকানে ঢুকে যা হ'ক একটা কিছু জিনিষ ধ'রে টান দিলেই সঙ্গে সঙ্গে আবার পাঁচ বছরের মেয়াদ নিয়ে জেলে ফিরে যেতে পা'রতাম!—ও কেন গেল? আমার কাছে কেন গেল? আমায় 'বাবা' ব'লে কেন ডা'কল? আমায় কেন জা'নতে দিল যে দুনিয়ায় আমায় আশ্রয় দেবার, আমায় ভালবাসবার কেউ আছে?—আমি—আমি—

দীপ্তি। রণদা যদি বোকামিই ক'রে থাকে—তার সাজা বাপ হ'য়ে আপনি এমন ক'রেই দেবেন?

চন্দ্র। আমি কি ক'রব? কি ক'রতে পারি? যখন বোকামি ক'রেছে—আমায় জানিয়ে করে নি! —এখন—এখন—না— উপায় আছে—উপায় হবে—তবে আমি বেঁচে থা'কতে নয়!

দীপ্তি। কী উপায় আছে? কী উপায় হবে?

চন্দ্র। (কাঁদিয়া) আমি একটা অভাগা জেলকয়েদী—আমার কাছে তোমরা কি প্রত্যাশা ক'রতে পার? সুমুখে পেয়ে সাতরাজার ধন এক মাণিক পায়ে ঠেলে চ'লে যাব?—তা কি হয়?— সারাজীবন ভালবাসার কাঙ্গাল আমি—হঠাৎ আজ ভালবাসার দুধসাগরে ডুবে গেছি—এখন যদি আমার সাহস না থাকে সেখান থেকে উঠে গিয়ে আবার ডাঙ্গায় কাঁটাবনে চ'রে বেড়া'তে— তাতে তোমরা আমায় দোষ দিতে পার না! —উঃ—কী ভক্তি! কী সেবা! এতটুকু অসন্তোষ নেই, এতটুকু আপশোষ নেই! ক্লান্তি নেই এতটুকু! যা আমি পেয়েছি—তা কয়জন সত্যিকার বাপ পায়?

দীপ্তি। অ্যাঁ?

(উঠিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চন্দ্রমোহনের দিকে চাহিল)

চন্দ্র। কী দেখছ তুমি? হ্যাঁ—আমি রণদার বাপ বই কি! তিন সত্যি ক'রব?—না—তামাতুলসী গঙ্গাজল হাতে নিয়ে দিব্যি ক'রব? হাঃ হাঃ হাঃ!

দীপ্তি। কিছু ক'রতে হবে না—চলুন আপনাকে ভিতরে নিয়ে যাই! সন্ধ্যে হ'য়ে এল—আপনার শরীর ভাল নয়!

চন্দ্র। না—আমি একাই যেতে পা'রব—তুমি যাও—তুমি বড় বেয়াড়া মেয়ে! রণদা তার বাপকে কত ভক্তি করে—জান? রোজ সকালে বেরুবার সময় পায়ের ধূলো নেয়! হ্যাঁ—এই জেল কয়েদীর পায়ের ধূলো! আমি তার বাবা—এই জন্যে! (উঠিয়া অগ্রসর হইতেই তাহার সারা দেহ কাঁপিতে লাগিল) আমি—রণদা—

(দীপ্তি তাহাকে ধরিল)

দীপ্তি। আপনি কাঁপছেন যে? চলুন—আমি ধ'রে নিয়ে যাই!

চন্দ্র। ধর—চো'খেও যেন সব ঠাহর হচ্ছে না! রণদা—

(দীপ্তি তাহাকে লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিল)

(রণদা ও নলিনাক্ষ বিপরীত দিক হইতে প্রবেশ করিল)

রণদা। এই যে নলিন দা!

নলি। দীপ্তি গেছে—না—আছে?

রণদা। কি জানি—বাবার কাছে—ভেতরে যদি—

(দীপ্তি বাহির হইয়া আসিল)

দীপ্তি। এই যে রণদা—এসেছ! তোমার বাবা খুব সুস্থ নেই!

রণদা। অ্যাঁ?

দীপ্তি। একটা ফিট হবার মত হ'য়েছিল—সামলেছেন! কোন রকমে!

রণদা। মাঝে মাঝে ও রকম হ'চ্ছে বই কি! তোমরা এসো তা হ'লে!

(ভিতরে প্রবেশ)

দীপ্তি। ওই মূল্যবান অস্থাবর গুণো বাইরে প'ড়ে থাকবে না কি সারারা'ত?

(নলিনাক্ষ দুই হাতে মোড়া ও টুল রণদার কাছে আগাইয়া দিল)

রণদা। ধন্যবাদ! (হাসিল) কা'ল দেখা হবে। (দরোজা বন্ধ করিল)

নলি। কা'ল আর দেখা হবে কি? আমরাও রওনা হব কা'ল।

দীপ্তি। উঁহুঁ!

নলি। উঁহুঁ মানে? ১২ই জাহাজ ছা'ড়বে যে!

দীপ্তি। ছাড়ুক! আমরা ২৩ শে জাহাজে যাব!

নলি। কিন্তু—কেন? আবার রণদার সঙ্গে—

দীপ্তি। উঁহুঁ—রণদার সঙ্গে নয়—আমার যা দরকার—তা রণদার বাবার সঙ্গে! বিলাতে আহত সৈনিকদের nurse করতে যাওয়ার আগে দিন কতক রণদার বাবাকে nurse ক'রতে চাই!

নলি। সে ভাল কথা—charity begins at home.

(উভয়ের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

রাজগঞ্জ—খেলার মাঠে বটতলা।

শ্রমিকগণ। রণদাপ্রসাদ

সূর্য্যকান্ত—শঙ্কর লাল।

শ্রমিকগণ। সূর্য্যকান্ত জিন্দাবাদ! বন্দে মাতরম্! সূর্য্যকান্ত জিন্দাবাদ!

সূর্য্য। বন্ধুগণ! আমি আজ রাজগঞ্জের শ্রমিক সভায় এসে দাঁড়িয়েছি একটী ব্যক্তিগত প্রার্থনা নিয়ে! আমার একখানি হাত দৈব দুর্ব্বিপাকে ভেঙ্গে গিয়েছে—সেই ভাঙ্গা হাতখানি আমার জোড়া দিয়ে দেবার শক্তি শুধু আপনাদেরই আছে—দয়া করে আপনারা তা জোড়া দিয়ে দিন।

সকলে নিস্তব্ধ)

বুঝতে পা'রছেন আপনারা—আমি ব'লছি রণদাপ্রসাদের কথা! রণদাপ্রসাদকে আপনারা রিজাইন দিতে আদেশ ক'রে পাঠান নি! তিনি নিজে থেকে ছেড়ে দিয়ে চ'লে এসেছেন পরিষদের সদস্য পদ! নিজে থেকে তিনি গবর্ণমেণ্টের ব্যবসা বাণিজ্য বিভাগের সেক্রেটারীর পদও ছেড়ে দিয়ে চ'লে এসেছেন—এসে উদরান্নের সংস্থান ক'রছেন—রাজগঞ্জ ফ্যাক্টরীতে ফিটারের কাজ ক'রে! এতে কি এই প্রমাণ হয় না যে রণদাপ্রসাদ আর যাই হন—লোভী নন—কোন কিছুর প্রলোভনে কর্ত্তব্যকে ভুলে যাবার মত লোক তিনি নন?

সকলে। না—লোভী নয়, রণদা লোভী নয়!

সুর্ধ্য। রণদাপ্রসাদ লোভী নয়, অবিবেচকও নয়; রাজগঞ্জ ফ্যাক্টরীর গত ধর্ম্মঘটের সময় তিনি ঠিক আপনাদের পছন্দমত আচরণটা ক'রতে পারেন নি! তার কারণ—মনেপ্রাণে শ্রমিক হ'লেও—দেশের সত্যিকার সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধন ক'রবার জন্যই ছিল তাঁর প্রয়াস—এক সম্প্রদায়ের স্বার্থের হাড়কাঠে আর একটা সম্প্রদায়কে বলি দিতে তিনি চান নি! তাঁর সে আচরণ তখনকার মত আপনাদের অপ্রিয় হ'য়ে থাকলেও—পরে আপনাদের প্রেসিডেণ্ট মতিলাল বাবু তা সমর্থন ক'রতে বাধ্য হ'য়েছিলেন—তা আপনারা জানেন! সমর্থন না ক'রলে তিনি ধর্ম্মঘট বন্ধ করতেন না!

(সকলে নীরব)

সুর্ধ্য। রণদাপ্রসাদ যদি লোভী না হন—অবিবেচক না হন—শ্রমিকদের ন্যায়সঙ্গত স্বার্থ তিনি ক্ষুণ্ণ হ'তে দেবেন না—এ বিশ্বাস যদি

আপনাদের থাকে—তবে তাঁকে আপনারা নির্ব্বাচন দেবেন না কেন আর একবার? আমি আপনাদের ব'লছি—আপনাদের ঐ রণদাপ্রসাদের ভেতর যে কর্ম্মশক্তি, যে দূরদৃষ্টি আছে—তা একদিন আমাদের এই বাংলাদেশকে বহু কাজ দিতে পা'রবে! সে সেবা লাভ ক'রবার সুযোগ আপনারা আপনাদের জন্মভূমিকে দেবেন কি না—সেইটেই উপস্থিত আপনাদের বিবেচনা ক'রবার বিষয়!

(উপবেশন—সকলে করতালি দিল)

শঙ্কর। প্রধান মন্ত্রী যা ব'ললেন—আমি সর্ব্বান্তঃকরণে সেই কথাই আর একবার পুনরাবৃত্তি ক'রতে চাই—রণদাপ্রসাদকে ফিরিয়ে দিন আপনারা পরিষদে! গবর্ণমেণ্টের ব্যবসা বাণিজ্য বিভাগটা দরোজা বন্ধ ক'রতে বাধ্য হবে—যদি আপনারা তা না দেন,—কারণ তার জায়গায় কাজ ক'রবার মত আর একটা লোক পরিষদে আমরা খুঁজে পাচ্ছি না! আর আমি যে নিজে বেশী খেটে কাজ চালিয়ে নেব—দুর্ভাগ্যক্রমে সে সময় আমার নেই!

(সকলের হাস্য ও করতালি)

শ্রমিকদের ভিতর হইতে সমরদাস। আপনাদের এ অনুরোধ যে আমার বন্ধুদের কতটা বিব্রত ক'রছে—ডাক্তার রায়—তা আপনারা জানেন না। আমাদের ট্রেড ইউনিয়ন আছে—তার প্রেসিডেণ্ট আছেন—

পাঁচু। তিনি যখন সমরদাসকে পাঠানোর জন্য বলে পাঠিয়েছেন—কি বল ভাই তোমরা?

রাম। তাইত—প্রেসিডেণ্টের অবাধ্য আমরা হই কি ক'রে ?

পাঁচু। প্রেসিডেণ্ট এখানে যদি আজ উপস্থিত থা'কতেন—অতি সহজেই একটা সুমীমাংসা হ'তে পা'রত নিশ্চয়ই ! কিন্তু বিপদ হ'য়েছে এই যে—তিনি ভয়ানক অসুস্থ !

(জনৈক শ্রমিক দ্রুত প্রবেশ করিয়া সমরদাসের হাতে একটা টেলিগ্রাম দিল।)

সমর। ভাই সব ! প্রেসিডেণ্টের আরও একটা তার—

সূর্য্য। কি তার এল ভাই—প্রেসিডেণ্টের কাছ থেকে ?

সমর। আপনিই সবাইকে প'ড়ে শোনান—ডক্টর রায় ! (টেলিগ্রাম দিল)

সূর্য্য। (পড়িলেন) "Father growing worse—Nominates cousin Prosad acting President—Trade Union —Gouri."

শঙ্কর। Hoor-ray.

পাঁচু। কি হ'ল—বাংলা ক'রে বল ত সমর !

সূর্য্য। গৌরী—মানে—প্রেসিডেণ্টের মেয়ে তার ক'রছেন—প্রেসিডেণ্টের শরীর আরও খারাপ হ'য়েছে—তাঁর জায়গায় অস্থায়ীভাবে কাজ ক'রবার জন্য তিনি প্রেসিডেণ্ট মনোনীত ক'রেছেন—

অনেকে। কাকে ?

সূর্য্য। রণদাপ্রসাদকে !

সকলে। মতিলাল জিন্দাবাদ ! রণদাপ্রসাদ জিন্দাবাদ !

পাঁচু। কই রণদা কই ? আমি ধ'রে আনি তাকে—

(দ্রুত প্রস্থান)

সূর্য্য। প্রেসিডেণ্টের যে কতখানি আস্থা রণদাপ্রসাদের উপরে—এর পরও কি তা আপনাদের কারও বুঝতে বাকী আছে ?

সমর। না—মোটেই না! যাঁকে ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট ক'রতে পেরেছেন মতিলাল বাবু—তাঁর চেয়ে বড় বন্ধু যে শ্রমিকদের আর কেউ নেই—তা আমরা সবাই বুঝি! রণদাপ্রসাদ প্রেসিডেণ্ট হ'য়েছে—তাতে আমরা খুসী—তাকে আপনারা পরিষদে নিতে চান যদি—আমরা তাতেও রাজী ডাক্তার রায়!

সকলে। রণদাপ্রসাদ কি জয়! বন্দে মাতরম্!

সমর। আমায় যে নির্ব্বাচন প্রার্থী করে দাঁড় করা'তে চেয়েছিলেন প্রেসিডেণ্ট মতিলাল—সে বোধ হয়—তখন তাঁর রণদাপ্রসাদের উপর একটা সাময়িক রাগ এসেছিল ব'লে! আমি খুসী হ'য়ে স'রে দাঁড়াচ্ছি—রণদাপ্রসাদই পরিষদে যাবার উপযুক্ত লোক!

(পাঁচুগোপাল সহ রণদার প্রবেশ)

রণদা। প্রেসিডেণ্টের এতখানি আস্থা, মন্ত্রীমহাশয়দের এতখানি অনুগ্রহ এবং আমার বন্ধু শ্রমিকদের এতখানি স্নেহ যে আমি নিজের গুণে লাভ করিনি—তা আমি জানি। ভগবান যখন আবার আমাকে শ্রমিক জা'তের পক্ষ থেকে দেশের সেবা ক'রবার সুযোগ দিতে চাইছেন—তখন আমি মাথা পেতে তাঁর সে দান নেব। তবে—আপনারা সবাই এখনকার মত আমায় ছুটি দিন—কারণ আমার বাবা অত্যন্ত অসুস্থ—এত অসুস্থ যে তাঁকে ফেলে রেখে আমি আমার প্রতিপালক প্রেসিডেণ্ট মতিলাল বাবুকেও একবারটী দেখতে যেতে পারি নি—তাঁর দারুণ ব্যাধির সংবাদ শুনেও!

স্বর্ণা। তোমার বাপও অসুস্থ?

রণদা। তাঁর উপযুক্ত সেবা করা আমার সাধ্যাতীত হ'ত ডক্টর রায়—

যদি এ সময়ে দীপ্তি দেবী না এগিয়ে আ'সতেন অতখানি দরদ নিয়ে!

সূর্য্য। দীপ্তি?

রণদা। হ্যাঁ—আপনি জানেন না নাকি?

সূর্য্য। দীপ্তি এখানে?

শঙ্কর। God annihilates time and space, and makes lovers meet! All's well that ends well! আমি এখনও মিষ্টান্নের প্রত্যাশা রাখি!

'রণদা। সে সব কিছু নয়! তিনি ইন্দুদেবীর সঙ্গে দেখা ক'রতে এসেছিলেন—এসে বাবাকে নিয়ে আমায় বিপন্ন দেখে—তিনি বাবার কাছে না থা'কলে আমি আপনাদের আহ্বানেও আজ এ সভায় এসে হাজির হ'তে পা'রতাম না—আধঘণ্টার জন্যেও! —যাই হ'ক—এখন অনুমতি করুন—আমি যাই!

(নলিনাক্ষের প্রবেশ)

নলি। যেতে হবে না—রণদা—তোমার বাবা আ'সছেন

রণদা। অাঁা?

নলি। পেরাম্বুলেটারে ক'রে তাঁকে নিয়ে আসা হ'চ্ছে!

রণদা। কেন? কেন? এ কি ছেলেমানুষী? অত বড় রুগ্ন লোক—কখন আছেন, কখন নেই—

(ইন্দুলেখার প্রবেশ)

ইন্দু। তিনি ছা'ড়লেন না—রণদা বাবু! আসবার জন্য এত জেদ ক'রতে লা'গলেন—দীপ্তি তাঁকে কি বুঝিয়েছে—জানি নে!

রণদা। দীপ্তি? দীপ্তি তাঁকে কি বুঝাবে?

(ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল ও পরক্ষণে নিজে পেরাম্বুলেটার ঠেলিয়া লইয়া প্রবেশ করিল—পশ্চাতে দীপ্তি)

দীপ্তি। আপনারা যে যেমন ব'সে আছেন—থাকুন! অস্থির হবেন না! চন্দ্রমোহন বাবু আপনাদের সবাইকে একটা কথা ব'লতে চান!

শ্রমিকগণ। কি কথা? কি কথা?

চন্দ্র। আমি বেশীক্ষণ আর বাঁচব না হয় ত—একটা কথা ব'লব শুধু—আমি রণদার বাবা নই!

সকলে। অ্যাঁ?

রণদা। বাবা! বাব

সূর্য্য। চুপ—চুপ—শুনতে দিন!

চন্দ্র। রণদার বাবা বিজয় ঘোষ—ছোট আদালতের উকীল ছিল! একটা কাগজে সব দীপ্তি-মাকে দিয়ে লিখিয়ে দিয়েছি—সই ক'রে দিয়েছি আমি! কাগজখানা আর ফটোখানা এখানে কারু হাতে দাও দীপ্তি!

রণদা এ সব কি পাগলামী হ'চ্ছে দীপ্তি? মুমূর্ষু লোককে নিয়ে এ রকম খেলা করা—এ তুমিই পার—অন্য কেউ পা'রত না।—আপনারা ওসব কথায় কাণ দেবেন না কেউ! আমি এঁরই ছেলে—ইনিই আমার বাবা!—

চন্দ্র। বাবা—বাবা আমার!—হা ভগবান!

রণদা। চলুন বাবা—ঘরে যাই—

(পেরাম্বুলেটার ঠেলিয়া লইয়া প্রস্থান)

সূর্য্য। ব্যাপার কি—দীপ্তি?

দীপ্তি। চন্দ্রমোহন বাবুকে প্রথম দেখেই আমার কেমন মনে হ'ল—এ লোক কখনো রণদার বাবা হ'তে পারে না! বাপে আর

ছেলেতে কোন রকম মিল থা'কবে না? আকৃতির বা প্রকৃতির?—ওঁর অসংলগ্ন কথাবার্ত্তায়ও সন্দেহ হ'ল খুব! তাই সেবা ক'রবার অজুহাতে চব্বিশ ঘণ্টা কাছে কাছে থেকে—খানিকটা মিষ্টি কথায়, খানিকটা ধ'মকে—

(কাগজ বাহির করিল)

সূর্য্য। দেখি দীপ্তি—(হাত বাড়াইলেন—দীপ্তি একটা কাগজের পুলিন্দা দিল। সূর্য্যকান্ত পুলিন্দা ছিঁড়িয়া পড়িতে লাগিলেন।)

শ্রমিক। জোরে পড়ুন—জোরে পড়ুন।

সূর্য্য। (হাত তুলিয়া সবাইকে নিস্তব্ধ হইবার ইঙ্গিত) শুনুন আপনারা —চন্দ্রমোহন বাবু যা ব'লে গেলেন—সংক্ষেপে এতে তাই লেখা আছে।

সূর্য্য। রণদার বাবা ছিলেন এক বিজয়প্রসাদ ঘোষ—ছোট আদালতের উকীল—তাঁর ও তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু হয় হঠাৎ একই দিনে কলেরায়—তখন রণদার বয়স মোটে দুই বৎসর!

সকলে। তারপর? তারপর?

সূর্য্য। চন্দ্রমোহনের এই কাগজটা থেকে খানিকটা অংশ আমি প'ড়ছি আপনাদের কাছে—আপনারা শুনুন!

"বিজয়প্রসাদের একমাত্র বন্ধু ছিলাম আমি—শিশুকে অগত্যা আমিই নিয়ে আসি—প্রতিপালন ক'রতে থাকি ছেলের মত—যদিও তাকে দেখবার জন্য আমার নিজের ব'লতে সংসারে কেউ ছিল না। তখন আমিও অবস্থাপন্ন লোক ছিলাম—চরিত্র নিষ্কলঙ্ক ছিল—সমাজে মর্য্যাদা ছিল। তারপর—হঠাৎ এল দারিদ্র্য—অভাবের তাড়নায় আমি ক'রলাম একটা দলিল জাল—সুরু হ'ল অধঃপতন! প্রথম যখন জেলে যাই—রণদাকে

রেখে যাই এক ভিন্নপাড়ার বুড়ীর কাছে—ফিরে এসে দেখি বুড়ী মরে গেছে! শুনলাম রণদাকে কে এক বড়লোক একদিন রাস্তায় দেখতে পেয়ে গাড়ীতে তুলে নিয়ে চ'লে যান—কেউ তাঁর নাম ব'লতে পারে নি—অনুমানে বুঝছি—তিনিই মতিলাল বাবু! সে বুড়ী রণদাকে আমার ছেলে ব'লেই জানত! সেই জন্যই যখন মতিলাল বাবু রণদাকে পান—তিনি লোকের মুখে শুনেছিলেন—রণদার বাপের নাম চন্দ্রমোহন সেন!

আমি এতদিন একথা প্রকাশ করিনি কেন জানেন? ভয়ে! রণদা যে স্নেহ আমায় দিতে আরম্ভ ক'রেছে—সেই স্নেহটুকু হারাবার ভয়ে! দেখ্‌ছি রণদার সর্ব্বনাশ হ'চ্ছে আমার জন্যে—তবু নিজের সে স্বার্থটুকু ত্যাগ ক'রবার ক্ষমতা আমার হ'চ্ছে না! যা'ক—বেশী দিন ত আর নয়! আমি ত ম'রতেই ব'সেছি!"

—আর শোনবার দরকার আছে কি কারো?

সকলে। না—না—রণদাপ্রসাদ জিন্দাবাদ!

সূর্য্য। একখানা পুরাণো ফটো আছে এর সাথে—বিজয় প্রসাদ ঘোষের যৌবনের ফটো! ফটো আপনারা দেখুন—হুবহু যেন আর একটী রণদাপ্রসাদ!

(ফটো হাতে হাতে ঘুরিতে লাগিল)

সমর। রণদা যে বিজয়প্রসাদের ছেলে—জালিয়াৎ চন্দ্রমোহনের কেউ নয়—এতে আমাদের কোন সন্দেহ নেই আর!

শঙ্কর। জালিয়াৎ চন্দ্রমোহনের ছেলে হ'লেও রণদাপ্রসাদের মনুষ্যত্বের দাম এক পয়সাও কমে যেত না—এটা সব সময়ে আপনারা মনে রা'খবেন। বাপ খারাপ হ'লে সে জন্য ছেলেকে দায়ী করা

ঠিক নয়! কারণ নিজের বাবা নিজে পছন্দ করে' কেউ নিতে পারে না! আমি একজন ব্যবসায়ী লোক—আমার বোধ হয় হাজারটা দোকান আছে দেশের নানা জায়গায়—আর পয়সা দিলে সে সব দোকানে না পাওয়া যায়—এমন জিনিষ দুনিয়ায় নেই! কিন্তু বন্ধুগণ! বিশ্বাস করুন আমার কথা—নগদা পয়সা ফেললেও পছন্দ মত একটা বাপ কিনে নিয়ে আসা যায় যেখান থেকে—এমন দোকান আমার একটাও নেই!

(সকলের হাস্য)

নলি। শঙ্করলাল বাবুর কথা খুবই সত্য। কিন্তু তবু—আমরা সবাই আন্তরিক সুখী যে রণদাপ্রসাদের বাপ জালিয়াত চন্দ্রমোহন নয়!

(রণদার প্রবেশ

রণদা। তা না হ'লেও—অসম্ভ্রম ক'রে তাঁর কথা তোমরা ক'য়ো না নলিন দা! আমি তাঁকে বাবা ব'লে ডেকেছিলাম—বাবা বলে ভালবেসেছিলাম—তাঁকে আমার বাবা ব'লে এতদিন তোমরা জেনেছ—জেনে তাঁকে দুর্জ্জন জেনেও আমার মুখ চেয়ে এতদিন তাঁকে তোমরা সহ্য ক'রে এসেছ—এখনও তাই জান—তাঁকে তেমনি সহ্য কর—আমার এই মিনতি তোমাদের কাছে!

(গৌরীর প্রবেশ)

গৌরী। প্রসাদ দা! প্রসাদ দা!

রণদা। গৌরী?

ইন্দু। গৌরী?

সূর্য্য। গৌরী-মা?

সমর। গৌরী দেবী! প্রেসিডেণ্ট?

গৌরী। প্রসাদ দার জন্য অস্থির হ'য়ে পড়েছেন—শেষ টেলিগ্রাম ক'রবার পাঁচ মিনিট পরেই আমায় ব'ললেন—"একবার রণদাকে নিয়ে আ'সতে পারিস—তুই নিজে গিয়ে? তুই না গেলে সে হয়ত আ'সবে না—অথচ তাকে না দেখে যদি আমি মরি—আমার গতি হবে না!" তাই নার্সের কাছে তাঁকে রেখে আমি ছুটে এয়েছি তোমার কাছে প্রসাদ দা!—তুমি যাবে না?

রণদা। যাব না? গৌরী!

গৌরী। কী?

রণদা। সব কথা খুলে ব'লবার সময় বা স্থান এ নয়! তবু এটুকু তোমায় এই মুহূর্ত্তেই না ব'লে আমি স্বস্তি পাচ্ছিনে গৌরী—যে—ভগবানের দয়ায় আজ তোমায় নিজের ব'লে দাবী ক'রবার সাহস আমার হ'য়েছে!

গৌরী। এই এত লোক এখানে উপস্থিত আছেন—এঁদের সবাইকে সাক্ষী ক'রে আমি ব'লছি—যে সাহস তোমার এতদিন হয় নি—তা আজ কিসে হ'ল—তা আমি জিজ্ঞাসা ক'রতেও চাই নে! —আমি তোমারই! যেভাবে যেখানে থাকি না কেন—তুমি আহ্বান ক'রলেই আমি কোন দ্বিধা, কোন চিন্তা না ক'রে তখনি এসে তোমার পাশটীতে দাঁড়াব—তোমার বোঝার অর্দ্ধেক বইবার জন্য, তোমার দুঃখের অর্দ্ধেক সইবার জন্য!

দীপ্তি। এইবার চল নলিন দা!—S. S. Argonaut!

যবনিকা